ব্রাহ্মধর্ম্ম

তাৎপর্য্য সহিত।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৫ শক।

ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্।

১ ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

২ তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি-সর্ব্বনিয়ন্তৃ-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্ববিৎ-সর্ব্বশক্তিমদ্-ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

৩ একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

৪ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ।

১। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য-নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

অৰ্চ্চনা।

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তে-হস্তু মা মা হিংসীঃ।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান-শিক্ষা দাও; তোমাকে নমস্কার; আমাকে মোহ পাপ হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না; আমাকে বিনাশ করিও না।

হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জ্জনা কর। যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখ কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

প্রণামঃ।

ওঁ যোদেবোগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওষধিষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

সমাধানম্।

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি

শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

যিনি আমাদের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্ব-সুখ-দাতা—যিনি আমারদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর—আমরা যাঁহাব প্রসাদে শরীর, মন; যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি, বল; যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ

করিয়াছি,—যিনি আমারদের শরীর ও মন ও আত্মাকে নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন; তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। অনন্যমনা হইয়া প্রীতি-পূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল-স্বরূপে সমাধান করি।

ওঁ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরংশুদ্ধম-পাপবিদ্ধম্। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথা-তথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এত-স্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়া-দস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ-রহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।

ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

ধ্যানম্।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

সর্ব্বলোকপ্রকাশক সর্ব্বব্যাপী সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

স্তোত্রম্।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।

নমোঽদ্বৈততত্ত্বায মুক্তিপ্রদায
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভযানাং ভযং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিযন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্॥
বযন্ত্বাং স্মরামো বযন্ত্বাং ভজামো-
বযন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়,

তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য-স্বরূপ, আশ্রয়-স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া, তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর; যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময়

মৃত্যোর্মাহমৃতং গময। আবিরাবীর্ম্মএধি রুদ্র
যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

স্বাধ্যায়ঃ।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি। যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভি-

সংবিশন্তি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন। রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষআকাশআনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দযাতি। যদা হ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেহ-নাত্মেহনিরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাংবিন্দতে। অথ সোহভয়ং গতোভবতি। যতোবাচোনিব-র্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো-বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ
এষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরমআনন্দঃ।
এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

উপসংহারঃ।

ওঁ যএকোবর্ণোবহুধাশক্তিযোগাৎ—
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন; এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তি-যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

উপনিষৎ
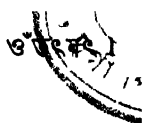
ব্রাহ্মধর্ম্ম

প্রথম খণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি ॥ ১ ॥

ওঁ ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবাদিরা বলেন ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল-ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্ব-কার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই। তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল-রূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস-পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ভাগ্যবান্ সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন,

তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা এই রূপে প্রতীতি করিয়া উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশ-বিশেষ কি কাল-বিশেষ কি জাতিবিশে-ষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদিদিগেরই ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। অতএব ইহার প্রথমেই আছে, যে "ব্রহ্ম-বাদিরা বলেন" ॥ ১ ॥

২

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বি-জিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

"'যতঃ' যস্মাৎ 'বৈ' 'ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' 'যেন' চ তানি 'জাতানি' 'জীবন্তি' প্রাণান্ ধারয়ন্তি অন্তে চ 'যৎ' ব্রহ্ম 'প্রযন্তি' প্রতিগচ্ছন্তি 'অভিসংবিশন্তি' তমেব প্রতিপদ্যন্তে প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। 'তৎ' 'বিজিজ্ঞাসস্ব' বিশে-ষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব 'তৎ ব্রহ্ম' ॥ ২ ॥

যাঁহা হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয়-কালে

যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে; তাঁহাকে বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

যাঁহা হইতে এই স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সকলে স্থিতি করিতেছে; এবং যাঁহার ইচ্ছা হইলে তাহারদিগের এক কণামাত্রও থাকিতে পারে না; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সত্য, তিনিই আমারদের প্রভু। সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বর সত্য-কাম ও সত্য-সংকল্প; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। যে পূর্ণ পুরুষের শক্তি হইতে এই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, যদি তিনি তাহারদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত সেই সমুদয় বস্তু তাঁহার শক্তিতে লয় হইয়া তাঁহাতেই পুনর্ব্বার গমন করিবেক, তাহারদিগের চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না। সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। আমরা কতকগুলি বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহারদিগের গুণ অবগত হইয়া এবং তাহারদিগকে উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া কোন এক অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারি বটে, এবং তাহাকে পুনর্ব্বার অনায়াসে ভগ্ন করিতেও পারি; কিন্তু আমারদিগের এমন শক্তি নাই, যে আমরা এক রেণু বালুকাকে সৃষ্টি করিতে পারি, অথবা এক রেণু বালুকাকে

ধ্বংস করিতে পারি। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেতেই আছে ॥ ২ ॥

৩

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥ ৩ ॥

'আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি' ॥ ৩ ॥

আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয়-কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে ॥ ৩ ॥

এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা নির্ব্বিশেষ পরমেশ্বরের কোন বিশেষ নাম নাই। যে সকল পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদিরা আপনার অন্তরে সেই নিরতিশয় মহান্ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত মঙ্গলময় পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তজ্জনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরাও যখন তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া আনন্দ-রসে দ্রব হই, তখন আমরাও তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিতে থাকি ॥ ৩ ॥

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥৪॥

'যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন' ॥ ৪ ॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৪ ॥

সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর পরিমিত বস্তু নহেন, তিনি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, অতএব মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না ; মন যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিল, তবে বাক্যও সুতরাং তাঁহাকে বলিতে পারে না। মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয় এবং বাক্য তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া নিরস্ত হয়। সেই অনন্ত পুরুষকে কেবল মনের মন বলিয়া, বাক্যের বাক্য বলিয়া, সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয় বলিয়া, নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যিনি এই নির্ব্বিশেষ সর্ব্ব-ব্যাপী আনন্দ-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সর্ব্বক্ষণ সাক্ষাৎ পাইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল কাম-নার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। তিনি আপনার প্রিয়তমের

সহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়া আপ্ত-কাম হইয়াছেন। তিনি তাঁহার শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনেই তৎপর থাকেন। তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার, কি দুর্নিবার অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে কদাপি পরাঙ্মুখ হয়েন না। সেই প্রিয়তমের আজ্ঞাপালন জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি আপনার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্ব্ব-সংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৪ ॥

৫

রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী-ভবতি ॥ ৫ ॥

'রসঃ' আনন্দকরস্তৃপ্তিহেতুঃ 'বৈ' 'সঃ' পর আত্মা। 'রসংহি এব' 'অযং' জীবঃ 'লব্ধ্বা' প্রাপ্য 'আনন্দী' সুখী 'ভবতি' ॥ ৫ ॥

সেই পরমাত্মা রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু। সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন ॥ ৫ ॥

যে মঙ্গলময়ের প্রেম-রস লাভ করিয়া জীব পরমানন্দে

মগ্ন থাকেন, বাক্য তাঁহাকে আপনা হইতেই রস-স্বরূপ বলিয়া উঠে ॥ ৫ ॥

৬

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ-আনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি ॥ ৬ ॥

'কঃ হি এব' লোকে 'অন্যাৎ' চেষ্টাং কুর্য্যাৎ 'কঃ' বা 'প্রাণ্যাৎ' প্রাণনং কুর্য্যাৎ 'যৎ' যদি 'এষঃ' 'আকাশে' 'আনন্দঃ' আনন্দরূপঃ পরঃ আত্মা 'ন স্যাৎ'। 'এষঃ' পরমাত্মা 'হি এব' 'আনন্দযাতি' আনন্দযতি সুখযতি লোকং ধর্ম্মানুরূপম্ ॥ ৬ ॥

কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনিই লোক-সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন ॥ ৬ ॥

পরমাত্মা থাকাতেই এই অনুপম জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং জীব-সকল জীবনের উপায় লাভ করিয়াছে। তিনি না থাকিলে ইহার কিছুই হইত না। কোথায় বা ভূলোক, কোথায় বা দ্যুলোক, কোথায় বা এই সকল প্রাণিজঙ্গম কোথায় বা তাহাদিগের ক্রিয়াকলাপ, কোথায় বা সুখ-সৌভাগ্য থাকিত, যদি সর্ব্ব-স্রষ্টা, সর্ব্বাশ্রয়, মঙ্গল-স্বরূপ পর-

মেশ্বর এই জগৎ সংসার স্বজন না করিয়া এ প্রকার সুনি-
য়ম-প্রণালী সংস্থাপন না করিতেন। তিনিই লোক-সকলকে
আনন্দ বিতরণ করেন। মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্বপাতা আমার-
দিগের সকলের সুখ উদ্দেশ করিয়া যাহাতে যে প্রকার সুখ
সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহা হইতেই সেই
প্রকার সুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। জগতের শোভা
দর্শন, সুস্বাদ অন্নের রসাস্বাদন, পিতামাতার স্নেহ ও বন্ধু-
দিগের প্রণয় লাভ, জ্ঞান শিক্ষা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইত্যাদি যে বস্তু
হইতে যে উপায়ে যতপ্রকার সুখ লাভ করি, সকলই তাঁহা-
রই প্রসাদাৎ; আহা! তাহার [illegible] করুণা! তিনি কেবল
বিষয় দ্বারা নানাপ্রকার সুখ প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই,
প্রার্থী হইলে তিনি স্বয়ং আপনাকেও প্রদান করিয়া আমা
রদের প্রাণকে শীতল করেন, মনকে পূর্ণ করেন, এবং
স্পৃহাকে তৃপ্ত করেন। যে সকল শান্ত-প্রকৃতি ধীরেরা
বিষয়-সুখে তৃপ্ত না হইয়া অনুক্ষণ তাঁহাকে প্রার্থনা করেন,
তিনি অচিরাৎ হৃদয়-ধামে আবির্ভূত হইয়া তাঁহারদের
নয়ন-যুগলের শোকসন্তপ্ত অশ্রু-সকল মার্জ্জন করেন, এবং
প্রচুর অমৃত-বারি বর্ষণ করিয়া তাঁহারদের শুষ্ক হৃদয়-পদ্মকে
বিকসিত করেন। আহা! যিনি ক্ষণকালের নিমিত্তেও
সেই অমৃতময় পূর্ণ পুরুষকে আপনার অন্তরে সাক্ষাৎ পাইয়া
বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মহিমা
জানিয়াছেন ॥ ৬ ॥

৭

যদা হ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তে-ঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽ-ভয়ং গতোভবতি ॥ ৭ ॥

'যদা' যস্মিন্ কালে 'হি এব' 'এষঃ' সাধকঃ 'এতস্মিন' 'অদৃশ্যে' অবিষয়ভূতে 'অনাত্ম্যে' অশরীরে 'অনিরুক্তে' অবিশেষে বিশেষোহি নিরুচ্যতে অবিশেষঞ্চ ব্রহ্ম তস্মাদ-নিরুক্তম্ 'অনিলয়নে' অনাধারে ব্রহ্মণি 'প্রতিষ্ঠাং' স্থিতিম্ 'অভয়ং' যথা স্যাৎ তথা 'বিন্দতে'। 'অথ' তদা 'সঃ' 'অভয়ং গতঃ ভবতি' অভয়ং প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার, পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন; তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

যেমন শিশু সন্তানেরা ভয় প্রাপ্ত হইলে মাতৃ-ক্রোড়ে যাইয়া নির্ভয় হয়, তদ্রূপ আমরা সেই অমৃতময় পুরুষের সর্ব্বত্র-প্রসারিত ক্রোড়কে আশ্রয় করিয়া এই ভয়াকীর্ণ সংসারের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই। তখন আমরা নির্ভয় হইয়া অদৃশ্য অথচ সকলের দ্রষ্টা, নিরাধার অথচ বিশ্বের আধার, সর্ব্বাশ্রয়, পরমেশ্বরকে একমাত্র সুহৃৎ ও সহায় জানিয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করি, এবং তাঁহারই আজ্ঞানু-

বর্ত্তী থাকিয়া অপ্রতিহত চিত্তে তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে থাকি ॥ ৭ ॥

৮

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥ ৮ ॥

'যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥ ৮ ॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়; সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

পরমেশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে যাঁহার বিশ্বাস নাই এবং যিনি তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত না থাকেন, তিনি অখণ্ডনীয় পরিপাটী শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের মধ্যে থাকিয়াও অন্ধকারময়-আগার-স্থিত ব্যক্তির ন্যায় নানা ভয়ে ভীত হন; কিন্তু যিনি পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের মঙ্গল-জ্যোতি বিশ্বসংসারে বিকীর্ণ দেখিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

৯

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষো-

হস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরমআনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥৯॥

'অস্য' জীবস্য 'এষা' 'পরমা গতিঃ' আনন্দরূপঃ পরমাত্মৈব পরমা গতিঃ। সর্ব্বাসাং সম্পদাং বিভূতীনাং মধ্যে 'এষা অস্য পরমা সম্পৎ'। যেঽন্যে কর্ম্মফলাশ্রয়া লোকাস্তেঽস্যাপরমাঃ 'এষঃ' পরমাত্মা তু 'অস্য পরমঃ লোকঃ'। যান্যন্যানি বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিতানি আনন্দজাতানি তান্যপেক্ষ্য 'এষঃ অস্য পরমঃ আনন্দঃ'। 'এতস্য এব' 'আনন্দস্য' আনন্দস্য 'মাত্রাং' কলাং অংশং 'অন্যানি ভূতানি' 'উপজীবন্তি' অনুভবন্তি ॥ ৯ ॥

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ্, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীব-সকল উপভোগ করে ॥ ৯ ॥

যত প্রকার সদ্গতি আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরই আমারদিগের পরম গতি, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া পুণ্যের শেষ পুরস্কার। যত প্রকার সম্পদ্ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদের পরম সম্পদ্; এ সম্পদ্ যিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহার আর কোন সম্পদকে সম্পদ্ই বোধ হয় না। যত

যত লোক আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদিগের পরমাশ্রয়স্বরূপ পরম লোক; তাঁহাতে যিনি বাস করেন, তিনি আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অস্থায়ী অপূর্ণ সুখ প্রার্থনা করেন না। যত প্রকার আনন্দ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর-লাভ আমারদিগের পরমানন্দের বিষয়; এই ব্রহ্ম-লাভ-জনিত পরমানন্দের তুলনায় জীবদিগের আর আর সমুদায় আনন্দ এক কণা-মাত্র, তথাপি সেই কণা-মাত্র আনন্দকে উপভোগ করিয়া জীব-সকল জীবিত রহিয়াছে॥ ৯॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

১০

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সোম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সবা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ॥ ১॥

'ইদং' জগৎ 'বৈ' 'অগ্রে' পুরা 'ন এব কিঞ্চিৎ আসীৎ'। 'সৎ' অস্তিতামাত্রং বস্তু নির্ব্বিশেষং নিরবয়বং 'এব' হে 'সৌম্য' প্রিয়দর্শন 'ইদমগ্রে' অস্যাগ্রে জগতঃ প্রাগুৎপত্তেঃ

'আসীৎ' 'একম্ এব' তস্য একস্য সতঃ সহকারিকারণং দ্বিতীয়ং অনাদিবস্ত্বন্তরং প্রাপ্তং প্রতিষিধ্যতে 'অদ্বিতীয়ম্' ইতি। যত্তৎ সৎ 'সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ' ॥ ১ ॥

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল একই অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্ম-বিহীন, মহান্ আত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয় ॥১॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র সৎ পদার্থ পরব্রহ্ম ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু ছিল না; সৃষ্টির পরেও চেতনাচেতন সমুদয় বস্তু কেবল এক মাত্র তাঁহারই আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছে; এনিমিত্তে তিনি এক-মাত্র অদ্বিতীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যিনি সৎ-স্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি চেতন পদার্থ; তিনি আপনাকে আপনি জানিতেছেন; এই হেতু তিনি আত্মা শব্দে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সেই আত্মা আমাদের আত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন; ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে পরে উক্ত হইয়াছে যে তিনি জন্ম-বিহীন, মহান্ আত্মা; অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার ইচ্ছাতে পরিমিত শক্তি ধারণ করিয়া তাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, এবং যাবৎ

তাঁহার সেই ইচ্ছা থাকিবেক, তাবৎ সে জীবিত রহিবে; পরমাত্মার স্বরূপ সে রূপ নহে; তিনি স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র এবং নিত্য ও পরিপূর্ণ ॥ ১ ॥

১১

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদংও সর্ব্বম-সৃজত যদিদং কিঞ্চ ॥ ২ ॥

'সঃ' অজ আত্মা 'তপঃ অতপ্যত' জগৎসৃষ্টিবিষয়ামা-লোচনামকরোৎ। 'সঃ' আত্মা 'তপঃ তপ্ত্বা' এবমালোচ্য প্রাণিকর্ম্মাদিনিমিত্তম, 'ইদং সর্ব্বং' জগৎ দেশতঃ কালতো নাম্না রূপেণ চ 'অসৃজত' সৃষ্টবান 'যৎ ইদং কিঞ্চ' যৎ-কিঞ্চেদমনবশিষ্টম ॥ ২ ॥

তিনি বিশ্ব-সৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন ॥ ২ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ছিল না, সুতরাং তিনি নির্ম্মাতার ন্যায় অন্য কোন বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তিনি সৃষ্টি-ক্রিয়া-বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং আলোচনা করিয়া এই সমু-দয় জগৎ-সংসার সৃষ্টি করিলেন। আমরা মৃৎ-পাষাণ-লোহাদি দ্বারা দ্রব্য-বিশেষ নির্ম্মাণ করিতে পারি, কিন্তু

তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা বস্তুর উৎপাদন করার নাম সৃষ্টি। সুতরাং আমারদের কোন পদার্থ সৃষ্টি করিবার শক্তি নাই। সৃষ্টি করিবার শক্তি কেবল এক পরমাত্মারই আছে; তিনি একাকী কেবল আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান-শক্তি-ক্রিয়া দ্বারা চেতনাচেতন সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়া এই আশ্চর্য্য বিশ্ব-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

১২

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩॥

'এতস্মাৎ' পুরুষাৎ 'জায়তে' উৎপদ্যতে 'প্রাণঃ' এবং 'মনঃ' 'সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ' সর্ব্বাণি চ ইন্দ্রিয়াণি। তথা 'খং' আকাশঃ 'বায়ুঃ' 'জ্যোতিঃ' অগ্নিঃ 'আপঃ' উদকং 'পৃথিবী' 'বিশ্বস্য' সর্ব্বস্য 'ধারিণী' ॥ ৩ ॥

ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥

জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বিশ্ব-নির্ম্মাণের সকল উপকরণ এবং প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয়, কেবল সেই সর্ব্বশক্তি-মান্ পূর্ণ পুরুষই আপন ইচ্ছাতে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥

১৩

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৪ ॥

'ভয়াৎ' ভীত্যা 'অস্য' পরমেশ্বরস্য 'অগ্নিঃ তপতি' ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ। 'ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ' ॥ ৪ ॥

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, ও বায়ু, ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। কোন পদার্থ তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার শাসন, অতিক্রম করিতে পারে না; চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, জল বায়ু, ইহারা জড় পদার্থ হইয়াও তাহার ভয়ে স্ব স্ব কর্ম্মে ধাবমান হইতেছে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

১৪

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায সম্যক্প্রশান্তচিত্তায শমান্বিতায যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতোব্রহ্মবিদ্যাম্॥ ১॥

নিত্যেনামৃতেনাভয়েন কূটস্থেনাচলেন ধ্রুবেণার্থী সন্ 'সঃ' ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ অভয়ং শিবমমৃতং ব্রহ্ম যৎ 'তদ্বিজ্ঞানার্থং' তস্য বিশেষেণাধিগমার্থং 'গুরুং' আচার্য্যং ব্রহ্মনিষ্ঠং শমদমাদিসম্পন্নং 'এব' 'অভিগচ্ছেৎ'। 'তস্মৈ' ব্রহ্মজিজ্ঞাসবে 'সঃ বিদ্বান্' গুরুর্ব্রহ্মবিৎ 'উপসন্নায' উপগতায 'সম্যক্' 'প্রশান্তচিত্তায' উপরতকামক্রোধাদিদোষায 'শমান্বিতায' শমেন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যরহিতেন চ যুক্তায 'যেন' বিজ্ঞানেন যযা বিদ্যযা পরযা 'অক্ষরং' অক্ষরত্বাৎ 'পুরুষং' পূর্ণত্বাৎ 'সত্যং' পারমার্থস্বাভাব্যাৎ 'বেদ' জানাতি 'তাং' 'ব্রহ্মবিদ্যাং' 'তত্ত্বতঃ' যথাবৎ 'প্রোবাচ' প্রব্রূযাৎ॥ ১॥

পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য্য-সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত

শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত শমান্বিত-চিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন ॥ ১ ॥

সকলের কর্ত্তব্য, মনকে সংযত করিয়া প্রশান্ত হইয়া পরব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্তির নিমিত্তে ব্রহ্মবিৎ গুরুর নিকটে গমন করেন; এবং সেই গুরুর কর্ত্তব্য যে, যে জাতীয় যে কোন শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন, তিনি তাঁহাকে যথাবৎ উপদেশ প্রদান করেন; তাহাতে অবহেলা না করেন ॥ ১ ॥

১৫

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ২ ॥

'অপরা' অশ্রেষ্ঠা বিদ্যা 'ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্ববেদঃ' ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ। 'শিক্ষা কল্পঃ ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দঃ জ্যোতিষম্ ইতি' অঙ্গানি ষট্। 'অথ' 'পরা' শ্রেষ্ঠা বিদ্যা 'যয়া' 'তৎ অক্ষরং' ব্রহ্ম 'অধিগম্যতে' জ্ঞায়তে ॥ ২ ॥

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প,

ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ; এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা॥ ২॥

পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ক জ্ঞানলাভ মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে সেই পরম প্রার্থনীয় জ্ঞান-রত্ন লাভ করা যায় তাহাই প্রকৃত বিদ্যা—তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; আর আর সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এ কারণ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও জ্যোতিষ্; এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতির যে যে ভাগ এবং অন্যান্য যে সকল বিদ্যা ব্রহ্ম-বিষয়ক যথার্থ তত্ত্বের উপদেশ করে; তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তাহা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষণীয়॥ ২॥

১৬

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ৩॥

তদক্ষরং বিশিনষ্টি 'যৎ তৎ' ইতি বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংহৃত্য সিদ্ধবৎ পরামৃশতি॥ 'অদ্রেশ্যম্' অদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং ন গম্যম্ 'অগ্রাহ্যং' কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়ং 'অগোত্রং'

অনন্বয়ং 'অবর্ণং' শুক্লাদযোঽবিদ্যমানা বর্ণা যস্য তৎ। চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সর্ব্বজন্তূনাং তে অবিদ্যমানে যস্য তৎ 'অচক্ষুঃশ্রোত্রম্'। 'তৎ' অপাণিপাদং' কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতং 'নিত্যং' অজমবিনাশি 'বিভুং' ব্যাপিনং 'সর্ব্বগতং' আকাশবৎ 'সুসূক্ষ্মং' রূপাদিরহিতত্বাৎ 'তৎ' ন ব্যেতীতি 'অব্যযং' ন হ্যনঙ্গস্য স্বাঙ্গাপচয়লক্ষণোব্যযঃ সম্ভবতি শরীরস্যেব। নাপি পূর্ণস্বভাবস্য গুণদ্বারকোব্যয়ঃ সম্ভবতি মনস ইব। 'যৎ' এবম্ভূতলক্ষণং 'ভূতযোনিং' ভূতানাং কারণং 'পরিপশ্যন্তি' সর্ব্বতঃ পশ্যন্তি 'ধীরাঃ' ধীমন্তঃ ॥ ৩ ॥

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্মরহিত, রূপ-রহিত, চক্ষুঃ-শ্রোত্র-বিহীন; সেই হস্ত-পদ-শূন্য, জন্ম-মৃত্যু-বর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম-স্বভাব, হ্রাস-রহিত, সর্ব্ব ভূতের কারণ পরব্রহ্মকে ধীরেরা সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

তিনি সৃষ্টির অতীত পদার্থ, চক্ষু দ্বারাও দৃশ্য হন না, হস্ত দ্বারাও গ্রাহ্য হন না, তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর নহেন; তথাপি ব্রহ্মপরায়ণ ধীরেরা সেই সর্ব্বভূতের কারণকে এই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করেন ॥৩॥

১৭

এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমো-

হ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রম্ ॥ ৪ ॥

'এতৎ বৈ তৎ' ন ক্ষরতীতি 'অক্ষরং' হে 'গার্গি' গার্গী নাম কাচিৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ তস্যাঃ সম্বোধনং যৎ 'ব্রাহ্মণাঃ অভিবদন্তি'। 'অস্থূলং' তৎ স্থূলাদন্যৎ তর্হি অণু ন তৎ 'অনণু' অস্তু তর্হি হ্রস্বং ন 'অহ্রস্বং' এবং তর্হি দীর্ঘং নাপিদীর্ঘং 'অদীর্ঘং' এতৈশ্চতুর্ভির্বিশেষণৈঃ পরিমাণং প্রতিষিদ্ধম্। অস্তু তর্হি লোহিতগুণবিশিষ্টং ততোঽপ্যন্যৎ 'অলোহিতং' ভবতু তর্হি অপাং স্নেহনং ন 'অস্নেহং' অস্তু তর্হি ছায়া সর্ব্বথাপ্যনির্দ্দেশ্যত্বাৎ ছায়ায়া অপ্যন্যৎ 'অচ্ছায়ং' অস্তু তর্হি তমঃ 'অতমঃ' ভবতু বায়ুস্তর্হি 'অবায়ুঃ' ভবেত্তর্হি আকাশঃ 'অনাকাশং' ভবতু তর্হি সঙ্গাত্মকং 'অসঙ্গং' রসোঽস্তু তর্হি 'অরসং' তথা 'অগন্ধম্' অস্তু তর্হি চক্ষুষ্কং 'অচক্ষুষ্কং' ন হি চক্ষুরস্য করণং বিদ্যতে পশ্যত্যচক্ষুরিতি তথা 'অশ্রোত্রং' ন শৃণোত্যকর্ণ ইতি। ভবতু তর্হি সবাক্ 'অবাক্' তথা 'অমনঃ' 'অতেজস্কম্' অবিদ্যমানং তেজোঽস্য ন হ্যগ্ন্যাদিতেজোবদস্য তদ্বিদ্যতে। শারীরকঃ প্রাণবায়ুঃ প্রতিষিধ্যতে 'অপ্রাণং' ন হ্যস্য মুখমিতি 'অমুখং'। মীয়তে যেন তন্মাত্রং ন তেন কিঞ্চিন্মীয়তে 'অমাত্রম্' ॥ ৪ ॥

হে গার্গি! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন,

তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্; তিনি মনোবিহীন, তেজোবিহীন, শারীরিক-প্রাণ-বিহীন, মুখবিহীন, কাহারো সহিত তাঁহার উপমা হয় না॥ ৪॥

তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তাঁহাতে কোন পরিমাণ নাই। তিনি অলোহিত, তাঁহাতে রক্তাদি কোন বর্ণ নাই। তিনি অস্নেহ, তিনি জলীয় বস্তু নহেন; তিনি অবায়ু, বায়বীয় পদার্থও নহেন, তিনি রসও নহেন, তিনি গন্ধও নহেন। এ সকল বাহ্য জড় বস্তুর স্বভাব। তিনি কদাপি জড় নহেন, সুতরাং এ সকল কিছুই তাঁহাতে নাই। তিনি যেমন জড় বস্তু নহেন, সেই রূপ আমারদিগের ন্যায় জড়-শরীর-বিশিষ্টও নহেন, তাঁহাতে শারীরিক প্রাণ নাই এবং তাঁহার মুখাদি অঙ্গও নাই। আমারদিগের যেমন শরীর আর মনেতে পরস্পর সম্বন্ধ আছে এবং এই সম্বন্ধ জন্য যেমন আমরা দর্শন করি, শ্রবণ করি, বাক্য কহি; পরমেশ্বর তেমন শরীর-মন-মিলিত কোন জীব নহেন, সুতরাং আমারদিগের ন্যায় তিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন না, এবং মুখ দ্বারাও বাক্য কহেন না;

তিনি অচক্ষুঃ,অকর্ণ, অবাক্। তিনি মনোবিহীন, তিনি দেহ-শূন্য মনও নহেন, তাঁহাতে মনের কার্য্য কিছুই নাই। তিনি অসঙ্গ, সাংসারিক সুখ দুঃখে লিপ্ত নহেন। তিনি যদি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, তবে তিনি কি ছায়া কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু হইবেন? না, তিনি ছায়া কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু নহেন; তিনি নিত্য সত্য বস্তু, তিনি অনন্ত-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ, তাঁহার সহিত কাহারো উপমা হয় না। জড় হইতে যেমন মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে তদ্রূপ সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার জ্ঞান, সৃষ্ট মানসিক জ্ঞানের ন্যায় নহে; জ্ঞানক্রিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। কোন বস্তু জানিবার জন্য সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় আবশ্যক করে না; পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তেও তাঁহার স্মৃতি-শক্তি আবশ্যক হয় না। তিনি এক কালে সমুদয় বস্তু জানিতেছেন। আমারদিগের ন্যায় তাঁহার ক্রোধও নাই, দ্বেষও নাই, ঘৃণাও নাই, শোকও নাই এবং আমারদিগের ন্যায় তাঁহার দয়াও নহে, স্নেহও নহে, প্রেমও নহে, হর্ষও নহে। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তাঁহার সেই মঙ্গল ভাবের অন্তর্ভূত স্নেহ, করুণা, প্রীতি, তাঁহা হইতে বহমান হইয়া জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে; তিনি আমারদিগের মানসিক বৃত্তি ন্যায়, দয়া স্নেহ, প্রেমকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করেন; আমারদিগের প্রেম অনন্ত প্রেমের কণামাত্র ॥ ৪ ॥

১৮

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ॥ ৫ ॥

যথা রাজ্ঞঃ প্রশাসনে রাজ্যমস্ফুটিতং নিযতং বর্ত্ততে এবং 'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' হে 'গার্গি' সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ. 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' অহোরাত্রযোর্ল্লোকপ্রদীপৌ লোকপ্রযোজনবিজ্ঞানবতা নির্ম্মিতৌ 'বিধৃতৌ' 'তিষ্ঠতঃ' বর্ত্তেতে ॥ ৫ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৫ ॥

তাঁহার শাসনে সূর্য্য সৌর জগতের মধ্য-স্থিত হইয়া প্রদীপবৎ তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূলোক ও গ্রহাদি অন্যান্য লোককে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা প্রকাশ করিতেছে, স্বীয় শক্তি দ্বারা তাহারদিগকে নিজ নিজ পথে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে এবং তেজ বিতরণ দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি জন্তু ও বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিজ্জের জীবন ধারণ করিতেছে। সকলের রমণীয় সুধাংশু চন্দ্রও তাঁহারই নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া শূন্য-পথে বিচরণ করিতেছে এবং প্রতি রজনীতে নূতন নূতন বেশ ধারণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করি-

তেছে ও স্বীয় মনোহর আলোক প্রদান দ্বারা উদ্ভিজ্জ-দিগকে সতেজ ও সজীব রাখিতেছে ॥ ৫ ॥

১৯

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ ॥ ৬ ॥

'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে', হে 'গার্গি' দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' 'বিধৃতে' 'তিষ্ঠতঃ'। এতদ্ধ্যক্ষরং সর্ব্বব্যবস্থাসেতুঃ সর্ব্বমর্য্যাদাবিধরণম্। অতোনাক্ষরস্য প্রশাসনং দ্যাবাপৃথিব্যাবতিক্রমিতুং শক্নুতঃ ॥ ৬ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৬ ॥

ভূলোক ভিন্ন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি অন্যান্য যত জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট লোক, সমুদায়ের সাধারণ নাম দ্যুলোক। আমারদের পদতলে যে এই ভূলোক, এবং মস্তকের উপরে যে দ্যুলোক, সকলই সেই মঙ্গলস্বরূপ বিশ্বপাতার প্রশাসনে নিয়ত স্থিতি করিতেছে। তাহাদের এক কণা-মাত্রও তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

২০

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা-

মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসামাসা ঋতবঃ সংবৎসরা-ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৭ ॥

'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' হে 'গার্গি' 'নিমেষাঃ মুহূর্ত্তাঃ অহোরাত্রাণি অর্দ্ধমাসাঃ মাসাঃ ঋতবঃ সংবৎসরাঃ ইতি' এতে কালাবয়বাঃ 'বিধৃতাঃ তিষ্ঠন্তি' ॥ ৭ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর; সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৭ ॥

কালে কালে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারই নিয়মে ঘটিতেছে, তাঁহার অনতিক্রমণীয় নিয়মের বহির্ভূত হইয়া স্বল্প-মাত্র ঘটনাও ঘটিতে পারে না ॥ ৭ ॥

২১

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোন্যানদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোন্যাঃ ॥ ৮ ॥

তথা 'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' হে 'গার্গি' 'প্রাচ্যঃ' প্রাগঞ্চনাঃ পূর্ব্বদিগযনাঃ 'নদ্যঃ' 'স্যন্দন্তে' স্রবন্তি 'শ্বেতেভ্যঃ' হিমবদাদিভ্যঃ 'পর্ব্বতেভ্যঃ' গিরিভ্যঃ 'প্রতীচ্যঃ' প্রতীচিদিগযনাঃ 'অন্যাঃ' নদ্যঃ স্যন্দন্তে বহুভ্যঃ পর্ব্ব-

তেভ্যঃ। তাস্তা নদ্যোযথা প্রবর্ত্তিতা এবং নিয়তাঃ প্রবর্ত্তন্তে ॥ ৮ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! অনেকানেক পূর্ব্ববাহিনা পশ্চিমবাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বত-সকল হইতে স্যন্দমান হইতেছে ॥ ৮ ॥

পরম মঙ্গল্য পরমেশ্বরের নিয়মে বেগবতী নদী-সকল তুষারাবৃত উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত এবং প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য জীবজন্তুদিগের অতি উপকারিণী ও কল্যাণদায়িনী হইয়াছে। দৃষ্টিবহির্ভূত কোন অপরিজ্ঞাত পর্ব্বতের কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যে জলরাশি সঞ্চিত হয়, আমরা তাহা হইতে শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি ॥ ৮ ॥

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি ॥ ৯ ॥

'যঃ বৈ' 'এতদক্ষরং' হে 'গার্গি' 'অবিদিত্বা' অবিজ্ঞায় 'অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে' যদ্যপি 'বহূনি বর্ষসহস্রাণি' তথাপি 'অন্তবৎ এব অস্য' 'তৎ' ফলং 'ভবতি' ॥ ৯ ॥

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না॥ ৯॥

মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহার সহিত প্রীতি-ভাব নিবদ্ধ করিতে হইবে, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কার্য্যে যোগ দিতে হইবে; তবে তাঁহার সহবাস-জনিত অনন্ত ফল লাভ করা যায়। তাঁহাকে না জানিয়া অন্যমনস্ক ও বিষয়াসক্ত হইয়া বাহ্য আড়ম্বরের সহিত দিবারাত্র তাঁহার উপাসনা করিলেও, বা লোক রঞ্জন বৃথা যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপে শরীর ও মনকে নিপাত করিলেও, অথবা মান মর্য্যাদা যশঃ কীর্ত্তি প্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার যথা-সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না, সুতরাং তাহার অনন্ত ফল লাভ হয় না। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক এবং তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাতে ধর্ম্মের সমুদয় লক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পরম প্রার্থনীয় অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন॥ ৯॥

২৩

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি

স কৃপণঃ। অথ যএতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মা-ল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ১০ ॥

'যঃ বৈ এতৎ অক্ষরং' হে 'গার্গি' 'অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি' 'সঃ' 'কৃপণঃ' পণক্রীতইব দাসঃ। 'অথ যঃ এতৎ অক্ষরং' হে 'গার্গি' 'বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি' 'সঃ ব্রাহ্মণঃ' ॥ ১০ ॥

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ ॥ ১০ ॥

ভূমণ্ডলে যাবতীয় জীব আছে, তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যই ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভে অধিকারী। পরাৎপর পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসমুদায়কে জানিবার অধিকার আছে বলিয়াই মনুষ্য-নামের এত গৌরব হইয়াছে। যিনি এই পরমোৎকৃষ্ট মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে জানিতে না পারিলেন, তাঁহার অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে? পরম-প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, তাহার স্বাদ-গ্রহেও যিনি সম না হইলেন, তাঁহার অপেক্ষায় দীন আর কোন্

ব্যক্তি! তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। তাঁহার জন্ম ভার-বাহক পশু-জন্ম। আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া এ লোক হইতে প্রস্থান করেন; তিনি পরম ভাগ্যবান্, তিনি মনুষ্য-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ ॥ ১০ ॥

২৪

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ শ্রুতং শ্রোত্র-গতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশওতশ্চ প্রোতশ্চ ॥ ১১ ॥

'তৎ বৈ এতৎ অক্ষরং' হে 'গার্গি' 'অদৃষ্টং' ন কেনচিৎ দৃষ্টং অবিষয়ত্বাৎ স্বয়ন্তু 'দ্রষ্টৃ' তথা 'অশ্রুতং' শ্রোত্রস্যা-বিষয়ত্বাৎ স্বয়ন্তু 'শ্রোতৃ' তথা 'অমতং' মনসোঽবিষয়ত্বাৎ স্বয়ন্তু 'মন্তৃ' তথা 'অবিজ্ঞাতং' বুদ্ধেরবিষয়ত্বাৎ স্বয়ন্তু 'বিজ্ঞাতৃ'। 'এতস্মিন্ উ খলু অক্ষরে' হে 'গার্গি' 'আকাশঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ' সর্ব্বতোব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

হে গার্গি! এই অবিনাশী পুরুষকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতিগোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন। হে গার্গি!

আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত-ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

আমরা দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা তিনি জানিতেছেন; এবং আমরা যাহা না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানিতেছেন: কিন্তু তিনি কাহারও দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞানের বিষয় নহেন। তিনি আপনাকে আপনি যেমন জানিতেছেন, তেমন করিয়া তাঁহাকে আর কেহই জানিতে পারে না; অনন্ত-স্বরূপকে বুদ্ধি বলিয়া অন্ত করিতে পারে না। এই অনন্ত অক্ষর পুরুষের দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; এমত স্থান নাই, যেখানে এই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নাই ॥ ১১ ॥

১৫

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ১২॥

'ভীষা' ভয়েন 'অস্মাৎ' ব্রহ্মণঃ 'বাতঃ পবতে' 'ভীষা উদেতি সূর্য্যঃ'। 'ভীষা অস্মাৎ অগ্নিঃ চ ইন্দ্রঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ'। নিয়মেনাস্য ব্রহ্মণোমহার্হাঃ বাতাদয়ঃ পবনাদিকার্য্যেষু নিরন্তরং প্রবর্ত্তন্তে ॥ ১২ ॥

ইহাঁর ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইহাঁর ভয়ে

সূর্য্য উদয় হইতেছে ; ইহাঁর ভয়ে অগ্নি ও মেঘ ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে॥ ১২॥

সেই মঙ্গলাকর অক্ষর পুরুষের শাসনে বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, মেঘ, মৃত্যু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া এই জগতের উপকার-সাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে॥ ১২॥

২৬

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ১৩॥

'যৎ' 'কিঞ্চ' 'ইদং' 'জগৎ' সর্ব্বং' 'প্রাণে' পরস্মিন ব্রহ্মণি সতি 'এজতি' কম্পতে নিয়মেন চেষ্টতে অতএব 'নিঃসৃতং' নির্গতম। যদেব জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম তৎ 'মহদ্ভয়ং' মহচ্চ তৎ ভয়ঞ্চ বিভেত্যস্মাদিতি 'বজ্রং উদ্যতং' উদ্যতমিব বজ্রং। যথা বজ্রোদ্যতকরং স্বামিনমভিমুখীভূতং দৃষ্ট্বা ভৃত্যানিয়মেন তচ্ছাসনে প্রবর্ত্তন্তে তথেদং চন্দ্রাদিত্যগ্রহনক্ষত্রাদিলক্ষণং জগৎ নিয়মেনাবিশ্রান্তং বর্ত্ততে ইত্যুক্তং ভবতি। 'যে' 'এতৎ' স্বাত্মপ্রবৃত্তিসাক্ষিভূতং একং ব্রহ্ম 'বিদুঃ' বিজানন্তি 'অমৃতাঃ' অমরণধর্ম্মাণঃ 'তে ভবন্তি'॥ ১৩॥

এই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা

হইতে নিঃসৃত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথা-নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা-ভয়ানক। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ১৩ ॥

পরমেশ্বর এই জগতের প্রাণ; তাঁহা হইতে সকলে উৎপন্ন হইয়া এবং একমাত্র তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত রহিয়াছে। কেহই তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারে না, সকলেই তাঁহার শাসনে আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি পাপে আসক্ত হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসেতু লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নিকটে তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা-ভয়ানক হয়েন। যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ও অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন ॥ ১৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

২৭

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহবাচম্।
সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ॥ ১ ॥

'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং' অস্তি বিদ্বদ্বুদ্ধিগম্যং সর্ব্বান্তরতমং

কূটস্থমজরমমৃতমভয়মজং শ্রোত্রস্যাপি শ্রোত্র তৎসামর্থ্য-নিমিত্তমিতি তথা 'মনসঃ মনঃ' 'যৎ' ব্রহ্ম। 'বাচঃ হ' 'বাচং' বাক্ তথা 'সঃ উ প্রাণস্য প্রাণঃ' তথা 'চক্ষুষঃ চক্ষুঃ' ॥ ১

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ॥ ১ ॥

পরমেশ্বর হইতেই চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাগিন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, আপন আপন শক্তি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়াই তাহারা সেই সকল শক্তিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিতেছে; অতএব তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, ও চক্ষুর চক্ষু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি যেমন চক্ষুর চক্ষু কিন্তু স্বয়ং চক্ষু নহেন, শ্রোত্রের শ্রোত্র কিন্তু স্বয়ং শ্রোত্র নহেন, তদ্রূপ মনের মন কিন্তু স্বয়ং মন নহেন। তিনি অপরিমিত-জ্ঞান স্বরূপ। তিনি সকলের কারণ ও আশ্রয় ॥ ১ ॥

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নোমনো-ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ ২ ॥

যস্মাৎ শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদি ব্রহ্ম অতঃ 'ন' 'তত্র' তস্মিন্ ব্রহ্মণি 'চক্ষুঃ গচ্ছতি' তথা 'ন বাক্ গচ্ছতি' অভিধেয়ং প্রতি বাগ্‌গচ্ছতি ব্রহ্ম তু অনভিধেয়মতোন বাক্ গচ্ছতি 'নোমনঃ' গচ্ছতি। ইন্দ্রিয়মনোভ্যাং হি বস্তুনোবিজ্ঞানং তদগোচরত্বাৎ 'ন বিদ্মঃ' তৎ ব্রহ্ম। ইত্যতঃ 'ন বিজানীমঃ' 'যথা' যেন প্রকারেণ 'এতৎ' ব্রহ্ম 'অনুশিষ্যাৎ' উপদিশেৎ শিষ্যায়। 'অন্যৎ' পৃথক্ 'এব' 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'বিদিতাৎ' জ্ঞাতাৎ বস্তুনঃ 'অথো' অপি 'অবিদিতাৎ' অজ্ঞাতাৎ 'অধি' ইত্যুপর্য্যর্থে অন্যৎ; 'ইতি' 'শুশ্রুম' শ্রুতবন্তোবয়ং 'পূর্ব্বেষাং' আচার্য্যাণাং বচনং 'যে' আচার্য্যাঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'তৎ' ব্রহ্ম 'ব্যাচচক্ষিরে' ব্যাখ্যাতবন্তঃ বিস্পষ্টং কথিতবন্তঃ ॥ ২ ॥

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, এবং মনেরও গম্য নহেন। আমরা তাঁহার বিশেষ কিছুই জানি না; এবং ইহাও জানি না, যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমারদিগকে ব্রহ্ম-বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহারদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি ॥ ২ ॥

যিনি চক্ষুর চক্ষু হইয়াও চক্ষুর অগোচর, বাক্যের বাক্য হইয়াও বাক্যের অগোচর, মনের মন হইয়াও মনের অগোচর, তাঁহার বিষয়ে উপদেশ এই মাত্র, যে তিনি বিদিত ক অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। আমাদিগের নিকটে যত বস্তু বিশেষ-রূপে বিদিত আছে, তিনি তাহার কিছুই নহেন এবং যত পরিমিত সৃষ্ট বস্তু অবিদিত আছে, তাহারও তিনি কিছুই নহেন। তিনি বিদিত কি অবিদিত সমুদয় পরিমিত বস্তুর, সৃষ্টিকর্ত্তা, আশ্রয়দাতা ও নির্ব্বহিতা ও সকলের অন্তর্গত, এবং সকল হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও এই উপদেশ ॥ ২ ॥

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৩ ॥

'যৎ' ব্রহ্ম 'বাচা' 'অনভ্যুদিতং' অপ্রকাশিতং 'যেন' ব্রহ্মণা 'বাক্' বিবক্ষিতেঽর্থে 'অভ্যুদ্যতে' প্রকাশ্যতে প্রযুজ্যতইত্যেতৎ। 'তৎ' এব ভূমাখ্যং 'ব্রহ্ম' 'বিদ্ধি' বিজানীহি 'ত্বং'। 'ন ইদং' ব্রহ্ম 'যৎ' 'ইদং' ইন্দ্রিয়মনোগ্রাহ্যং দেশকালপরিচ্ছিন্নং 'উপাসতে' ॥ ৩ ॥

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে

যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে॥ ৩॥

বাক্য যাঁহা হইতে কহিবার শক্তি পাইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম। তাঁহার অধিষ্ঠানে বাক্য প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাক্য দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না। লোকে এই বলিয়া নির্দ্দেশ করত যে সকল পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা তিনি নহেন। কেহ কেহ জল বায়ু, অগ্নি শিলা, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতার উপাসনা করে, কেহ বা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের উপাসনা করে, কেহ মনঃকল্পিত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তির উপাসনা করে, কত লোকে অসামান্য-ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য-বিশেষকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে: কিন্তু ইহার কিছুই ব্রহ্ম নহে। ইহারদের উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা হয় না॥ ৩॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৪॥

'যৎ' মনসোঽবভাসকং ব্রহ্ম 'মনসা' 'ন' 'মনুতে' সঙ্কল্পয়তি 'মনঃ' 'যেন' ব্রহ্মণা 'মতং' বিষয়ীকৃতং 'আহুঃ' কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। 'তৎ এব' মনসোমনঃ 'ব্রহ্ম' 'বিদ্ধি' 'ত্বং'। 'ন' 'ইদং' ব্রহ্ম 'যৎ ইদং' পরিচ্ছিন্নং 'উপাসতে'॥ ৪॥

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যেরা কহেন; লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে॥ ৪ ॥

পরিমিত পদার্থকেই মন মনন করিতে পারে; কিন্তু অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে মন কি প্রকারে মনন করিবে? তিনি মনের বিষয় নহেন; সেই পূর্ণ-স্বরূপকে কেহ মনন করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন। তিনি আমারদিগের সমুদয় ভাব, সমুদয় ইচ্ছা, সমুদয় কর্ম্মের সাক্ষি-স্বরূপ; তাঁহার নিকটে অন্ধকার কুকর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না এবং অপবাদও সৎ কর্ম্মকে ম্লান করিতে পারে না॥ ৪ ॥

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপম্॥ ৫ ॥

অহং সুষ্ঠু বেদ ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তিঃ মিথ্যৈব তদেবেহ প্রতিপাদিতং 'যদি' কদাচিৎ 'মন্যসে' 'সুবেদ ইতি' অহং ব্রহ্ম সুষ্ঠু বেদেতি 'দভ্রং' অল্পং 'এব অপি নূনং' 'ত্বং' 'বেত্থ' জানীসে 'ব্রহ্মণঃ রূপম্'॥ ৫ ॥

যদি এমন মনে কর, যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ ॥ ৫ ॥

যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মের বিষয় অতি অল্পই জানিয়াছেন; কারণ ইহা তাঁহার জানা হয় নাই, যে অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানা যায় না। তিনি হয়তো ব্রহ্মকে কোন মূর্ত্তিমান্ পদার্থতুল্য বোধ করিয়া তৃপ্ত আছেন; কিম্বা তাহা হইতে যদি সূক্ষ্ম বুঝিয়া থাকেন, তবে দেহ-শূন্য পরিমিত মনের মত কোন পদার্থ বোধ করিয়া থাকিবেন। তিনি কদাপি ইহা জানিতে পারেন নাই, যে তাঁহার শরীরও নাই, এবং মনও নাই। তাহার শরীর থাকিলে তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেন এবং মন থাকিলেও মনের গ্রাহ্য হইতেন। অনেক লোক এমন আছেন, যে ব্রহ্মের যে শরীর নাই, তাহা বুঝিয়াছেন; কিন্তু তাহার যে মন নাই, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সেই শুদ্ধ-মুক্ত-অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপে পরিমিত মনের বৃত্তি-সকল আরোপ করেন; তাঁহারা মনে করেন, যে তাঁহার ক্রোধ আছে, তাঁহার দ্বেষ আছে, তাঁহার স্নেহ আছে, তাঁহার করুণা আছে, তাঁহার পক্ষপাতিতা আছে। তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম্ম থাকিলে তাঁহাকে সুন্দর-রূপে জানা

যাইত; সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, যে তাঁহাকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম্ম, এবং তন্মধ্যে যাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহারা তাঁহাতে শরীরের ধর্ম্ম আরোপ করেন। মন যে বস্তু, তাহা প্রত্যক্ষের অগোচর, অতি সূক্ষ্ম বস্তু; ইহা হইতে সূক্ষ্ম বস্তু যিনি, যাঁহাতে মনেরও কোন ধর্ম্ম নাই, তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে সুন্দর-রূপে জানিতে পারি। এই সমুদয় জগৎ-কৌশলের কারণ যিনি, তাঁহার অবশ্য জ্ঞান আছে, কিন্তু সে জ্ঞান কি আমারদের মানসিক জ্ঞানের ন্যায় পরিমিত? সেই অনন্ত জ্ঞানকে আমরা আমারদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কি আয়ত্ত করিতে পারি? তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং প্রতীতি হইতেছে, যে তাঁহার সৃজন ও রক্ষণের শক্তি আছে; কিন্তু সে শক্তি কি আমারদের শক্তির ন্যায় পরিমিত? তাঁহার সেই অচিন্ত্য শক্তি কি আমরা মনেতে ধারণা করিতে পারি? যিনি এই সৃষ্টির মঙ্গলের নিমিত্তে দয়া, স্নেহ, প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রেম কি আমারদিগের এই ক্ষুদ্র মানসিক প্রেমের ন্যায়? সেই সত্য সুন্দর-মঙ্গলস্বরূপের দুরবগাহ্য গম্ভীর প্রেমে কোন্ ব্যক্তি বুদ্ধি নিবেশ করিতে পারে॥ ৫॥

৩২

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি

বেদ চ। যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ৬ ॥

'ন অহং মন্যে সুবেদ' ব্রহ্ম 'ইতি' নৈবং তর্হি বিদিতং ত্বয়া ব্রহ্মেত্যুক্তআহ 'নো ন বেদ ইতি' বেদৈবেতি 'বেদ চ' নো। 'যঃ' কশ্চিৎ 'নঃ' অস্মাকং মধ্যে 'তৎ' উক্তং বচনং তত্ত্বতঃ 'বেদ' সঃ 'তৎ' ব্রহ্ম 'বেদ'। কিং পুনস্তদ্বচনমিত্যাহ 'নো ন বেদেতি বেদ চ' ইতি'॥ ৬ ॥

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে 'এমনো নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন ॥ ৬ ॥

"আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে" অর্থাৎ আমি যে ব্রহ্মের ভাব একেবারে কিছুই জানিতে পারি নাই, এমত নহে, আমি জ্ঞান-প্রসাদে তাঁহার অনাদ্যনন্ত-পূর্ণ-ভাব, তাঁহার সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাব প্রভীতি করিয়াছি, কিন্তু পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি নাই। যিনি বিশুদ্ধ-জ্ঞান-নেত্র দ্বারা

তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার পূর্ণ-ভাব জানিয়াছেন, তিনি এই বচনের মর্ম্ম সম্যক্-রূপে বুঝিয়াছেন ॥ ৬ ॥

৩৩

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ৭ ॥

'যস্য' ব্রহ্মবিদঃ 'অমতং' অবিজ্ঞাতং অবিদিতং ব্রহ্মেতি 'তস্য' 'মতং' জ্ঞাতং সম্যক্ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ । 'যস্য' পুনঃ 'মতং' জ্ঞাতং বিদিতং ময়া ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ 'ন' ব্রহ্ম 'বেদ' বিজানাতি 'সঃ' । 'অবিজ্ঞাতং' অমতং অবিদিতমেব ব্রহ্ম 'বিজানতাং' সম্যক্ বিদিতবতামিত্যেতৎ । 'বিজ্ঞাতং' বিদিতং ব্রহ্ম 'অবিজানতাং' অসম্যগ্দর্শিনাং ॥ ৭ ॥

যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে। আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানি নাই; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মের স্বরূপকে আমরা আমারদের পরিমিত ক্ষুদ্র

বুদ্ধির দ্বারা বিশেষ করিয়া যে বুঝিতে পারি না,ইহা বুঝিলেই তাঁহার অনাদ্যনন্ত পূর্ণ-স্বরূপ জানা হইল। যে জ্ঞানবান্ পুরুষ স্বীয় বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্র দ্বারা সেই সত্য-সুন্দর মঙ্গলের পূর্ণ ভাব প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে তাঁহার ভাবের অন্ত পাওয়া যায় না ॥ ৩ ॥

৩৪

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি ॥ ৮ ॥

'ইহ' এব 'চেৎ' যদি মনুষ্য৷ 'অবেদীৎ' বিদিতবান্ যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম 'অথ' তদা 'অস্তি' 'সত্যং' পরমার্থতঃ। 'ইহ' জীবন্ 'চেৎ' যদি 'ন' 'অবেদীৎ' বিদিতবান্ 'মহতী' দীর্ঘা 'বিনষ্টিঃ' বিনশনং। তস্মাদেবং গুণদোষৌ বিজানন্তঃ 'ভূতেষু ভূতেষু' স্থাবরেষু চরেষু চ একং ব্রহ্ম 'বিচিন্ত্য' বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য 'ধীরাঃ' ধীমন্তঃ 'প্রেত্য' উপরম্য 'অস্মাৎ লোকাৎ' 'অমৃতাঃ ভবন্তি' ॥ ৮ ॥

এখ... হাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়; অতএব ধীরেরা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে একমাত্র পর-

মেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন ॥ ৮ ॥

যদিও আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ব্রহ্মের স্বরূপকে পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না, তথাপি আমরা বুদ্ধির ভূমি সহজ জ্ঞান দ্বারা সকল কারণের কারণ ও সকল আধারের মূলাধার এবং সকল মঙ্গলের নিদান-ভূত বলিয়া তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল-ভাবকে নিঃসংশয়রূপে প্রতীতি করিয়া থাকি। জীবাত্মা ক্ষীণ-পাপ হইয়া সেই অনন্ত-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সকলের আশ্রয়-রূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে। এই প্রকারে এই পৃথিবীতেই থাকিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়। তাঁহাকে জানা অপেক্ষা আমার-দিগের জন্মের সার্থক্য আর কিসে হইতে পারে? তিনি যে আমারদিগকে তাঁহাকে জানিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কৃপার প্রধান কৃপা। আমরা এই ক্ষুদ্র তিমিরাবৃত পৃথিবীর জন্তু হইয়া সকলের অতীত, সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমার দিগের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। জগৎ-কৌশল দেখিয়া কৌশল-কর্ত্তার অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি, শুভোদ্দেশ্য নিয়ম-সকল দেখিয়া নিয়ন্তার মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হইতেছি, ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া

আত্মাকে উন্নত করিতেছি এবং আমারদের সকলের প্রতি তাঁহার প্রেম দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইতেছি। তাঁহাকে যদি এখানে থাকিয়া না জানিলাম ও তাঁহার প্রেমে মগ্ন না রহিলাম এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ না করিলাম; তবে আমারদের কি হইল। কতকগুলিন স্বর্ণ-মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, কি বিপুল যশো-মান লাভ করিয়া, অথবা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিয়া কি মনুষ্যের আত্মা তৃপ্ত হইতে পারে? ভঙ্গুর মৃণ্ময় পদার্থে বা দোষ-গুণ বিশিষ্ট অপূর্ণ স্বভাবে প্রেম স্থাপন করিয়া কি প্রেমের সার্থক্য হইতে পারে? যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে না জানিয়া—তাঁহার সহবাসজনিত নিত্য ভূমানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীর কোন মলিন সুখে লিপ্ত থাকে, তাহার মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়। সে পুণ্য-লোক হইতে বহু দূরে ভ্রমণ করে।

স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুর কৌশল ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানকে উদ্দীপন করিবেক এবং আত্ম-প্রত্যয়কে পোষণ করিবেক। স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি, তাঁহারই কৌশল; তাহারা তাঁহারই মঙ্গলভাব প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে, তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে। কি জ্যোতির্ব্বিদ্যা, কি ভূতত্ত্ববিদ্যা, কি চিকিৎসা-বিদ্যা, কি মনোবিজ্ঞান, কি আত্মতত্ত্ব, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিদ্যাই তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের উপদেশ দিতেছে। এই সমুদায় বিদ্যা

হইতে সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা পবিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবান্ হইবেক এবং এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমৃতের আশ্রয়ে অমর হইবেক ॥ ৮ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

ওঁ

ঈশাবাস্যমিদꣳ সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥ ১ ॥

ঈষ্টে ইতি ঈট্ তেন 'ঈশা' পরমেশ্বরেণ 'আবাস্যং' আচ্ছাদনীয়ং 'ইদং সর্ব্বং' 'যৎ'কিঞ্চ' যৎ কিঞ্চিৎ 'জগত্যাং' ব্রহ্মাণ্ডে 'জগৎ' তৎ সর্ব্বং । 'তেন ত্যক্তেন' পাপৈষণা-ত্যাগেন 'ভুঞ্জীথাঃ' পরমাত্মানং 'মা গৃধঃ' গৃধিমাকাঙ্ক্ষাং মা কার্ষীঃ ত্বং 'ধনং' 'কস্যস্বিৎ' কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। পাপ-চিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর ; কাহারও ধনে লোভ করিও না ॥ ১ ॥

যেমন পক্ষিরা আপনার শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বিবিধ বিঘ্ন হইতে তাহারদিগকে রক্ষা করে, সেই প্রকার পরমেশ্বর দ্বারা এই সমুদায় জগৎ আচ্ছাদিত ও ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং নিয়ত রক্ষা পাইতেছে। তিনি জগতের রাজাধিরাজ, তিনি আমারদের পিতা, পাতা ও বন্ধু, তাঁহার শাসন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহার প্রেম সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে; পাপ-চিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রেমাস্পদকে লাভ কর এবং পরমানন্দ উপভোগ কর। যেমন শরীরের বিকার রোগ; তদ্রূপ মনের বিকার পাপ। রোগ হইলে যেমন অন্নাহারে প্রবৃত্তি থাকে না; তদ্রূপ পাপাচরণ করিলে ব্রহ্মানন্দ উপভোগেরও ইচ্ছা হয় না; অতএব পাপ-চিন্তা পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ দ্বারা মনকে সুস্থ ও পবিত্র করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে। অপরাধী ও অসৎ পুত্র স্বীয় পিতার প্রতি কদাপি প্রেম করিতে পারে না এবং আপনার প্রতি তাঁহার প্রেমও উপলব্ধি করিতে পারে না; তাঁহার শাসনেই সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে। তদ্রূপ পাপাচারী ব্যক্তি অহরহ পরম পিতার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সেতু লঙ্ঘন করিয়া, উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বদা ম্লানই থাকে; তাঁহার শান্ত-স্বরূপ, তাঁহার পবিত্র-স্বরূপ, তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপ, অনুভব করিয়া স্বীয় চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ ও অপবিত্র চিত্তকে কি প্রকারে তাঁহার প্রেম-রসে আর্দ্র করিবে! অতএব যাঁহার ব্রহ্মকে লাভ করি-

বার বাসনা থাকে, তিনি বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিবেন ; তিনি সর্ব্বতোভাবে পাপাচিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান হইতে নিরস্ত থাকিবেন—তিনি অন্যের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিবেন না, অন্যের স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিবেন না, অন্যের ধনে লোভ করিবেন না ॥ ১ ॥

৩৬.

অনেজদেকং মনসোজবীযোনৈনদ্দেবাআপ্লুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি॥২॥

'অনেজৎ' ন এজৎ এজৃ কম্পনে, কম্পনং চলনং স্থিরত্ব প্রচ্যুতিঃ তদ্বিবর্জ্জিতং। 'একং' প্রজ্ঞানঘনং 'মনসঃ' 'জবীযঃ' জববত্তরং মনসা তদপ্রাপ্যমিত্যর্থঃ। দ্যোতনাৎ 'দেবাঃ' চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি 'এনৎ' এতৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম সর্ব্বস্থং 'ন' 'আপ্লুবন্' প্রাপ্তবন্তঃ 'পূর্ব্বং অর্ষৎ' পূর্ব্বমেব গতং জবনাৎ মনসোঽপি। 'তৎ' ব্রহ্ম 'ধাবতঃ' দ্রুতং গচ্ছতঃ 'অন্যান্' মনোবাগিন্দ্রিয়প্রভৃতীন্ 'অত্যেতি' অতীত্য গচ্ছতীব 'তিষ্ঠৎ' স্বযমবিকৃতমেব সৎ। 'তস্মিন্' ব্রহ্মণি সতি 'মাতরিশ্বা, মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি বায়ুঃ সর্ব্বপ্রাণভৃৎ 'অপঃ' কর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি 'দধাতি' বিভজতীত্যর্থঃ।

সর্ব্বাহি বিক্রিয়াঃ সর্ব্বাস্পদভূতে নিত্যে ব্রহ্মণি সত্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

পরব্রহ্ম এক-মাত্র। তিনি অচল, অথচ মন হইতে বেগবান্; ইন্দ্রিয়-সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও ঐ দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন; তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা-সকল বিধান করিতেছে॥ ২ ॥

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের নাম চলা। সেই একমাত্র পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র-সমান-রূপে ও পূর্ণ-রূপে বর্ত্তমান আছেন, এমত স্থান নাই যেখানে তিনি নাই, সুতরাং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁহার গমনের সম্ভাবনা নাই; অতএব তিনি অচল তিনি চলেন না। তিনি অচল হইয়াও মন হইতে বেগবান্ হয়েন; মন তাঁহাকে ধরিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সকলও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয়-সকল তাঁহাকে ধরিবার জন্য যত চেষ্টা করে, তিনি স্থির থাকিয়াও যেন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে। বায়ুর অভাবে অতি অল্প কাল মধ্যেই শরীর বিকল হইয়া পড়ে; কিন্তু বায়ু যাঁহা হইতে এই শক্তি

প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি বর্ত্তমান না থাকিলে সে আর কাহা হইতে শক্তি পাইয়া তদ্দ্বারা প্রাণিগণের শরীর রক্ষা করিতে পারিত; অতএব উক্ত হইয়াছে, যে "তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে" ॥ ২ ॥

৩৭

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৩ ॥

'তৎ' ব্রহ্ম যৎ প্রকৃতম্ 'এজতি' চলতি 'তৎ' এব চ 'ন এজতি' নৈব চলতি অচলমেব সৎ চলতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'তৎ দূরে' 'তৎ উ অন্তিকে, সমীপেঽত্যন্তমেব। ন কেবলমন্তিকে 'তৎ' 'অন্তঃ' অভ্যন্তরে 'অস্য সর্ব্বস্য' জগতঃ। 'তৎ' 'উ' অপি 'সর্ব্বস্য অস্য বাহ্যতঃ' ব্যাপকত্বাৎ আকাশবৎ ॥৩॥

তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন; তিনি এই সকলের অন্তরে আছেন, তিনি এই সকলের বাহিরেও আছেন ॥ ৩ ॥

লোকে স্থানান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তে গমন করিয়া থাকে, তিনি সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান থাকাতেই গমনের প্রয়োজন এক কালে সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; অতএব উক্ত হইয়াছে, "তিনি চলেন" অর্থাৎ তাঁহার চলন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে।

তিনি জড়ের ন্যায় অচল নহেন, তিনি মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট নহেন—তিনি অমৃত, তিনি প্রাণ-স্বরূপ; তিনি জাগ্রত্ত জীবন্ত দেবতা; তিনি মুক্তস্বভাব, মহানাত্মা। কিন্তু লোকেরা যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলে, তদ্রূপ তিনি চলেন না; কারণ তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণ রূপে বিদ্যমান আছেন—তিনি অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য সনাতন। অতি দূরস্থ যে নক্ষত্র, সেখানেও তিনি আছেন। তিনি কেবল দূরেতে নাই, তিনি আমারদিগের নিকটেও আছেন, এত নিকটে যে আমারদের অন্তরে আছেন এবং যেমন আমারদিগের সকলের অন্তরে আছেন, তেমনি বাহিরেও আছেন। যেমন কোন রাজা স্বীয় সিংহাসনে বসিয়া তথা হইতে আপনার রাজ্য শাসন করেন; তদ্রূপ তিনি পরিমিত কোন এক-স্থান-স্থায়ী নহেন। তিনি একই সময়ে সর্ব্ব-স্থানে সমানরূপে স্থায়ী হইয়া বিশ্ব সংসারকে পালন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

৩৮

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানন্ততোন বিজুগুপ্সতে ॥ ৪ ॥

'যঃ তু' মুমুক্ষুঃ 'সর্ব্বাণি ভূতানি' পরমে 'আত্মনি' ব্রহ্মণি এব অনুপশ্যতি' 'সর্ব্বভূতেষু চ' পরমং 'আত্মানং' নির্ব্বি-

শেষং ব্রহ্ম পশ্যতি। সঃ ‘ততঃ’ তস্মাৎ এব দর্শনাৎ ‘ন বিজুগুপ্সতে’ জুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি ॥ ৪ ॥

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতে পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না ॥ ৪ ॥

পরমাত্মাতে সকল বস্তু অবস্থিতি করিতেছে; তিনি যাবতীয় বস্তুর আশ্রয়-স্বরূপ, তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যিনি পরমাত্মাকে সকলের আশ্রয়-স্বরূপ জানেন এবং সর্ব্ব-ভূতেতে তাঁহাকে বিদ্যমান দেখেন; তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। তিনি দেখেন, যে আমরা সকলেই সেই অমৃত পুরুষের পুত্র; কেহই সর্ব্ব-নিয়ন্তা বিশ্ব-পাতার অবজ্ঞেয় ও ত্যাজ্য নহে; অতএব তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেন না। উত্তমাধম গুণানুসারে যাহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহাই তিনি করেন ॥ ৪ ॥

৩৯

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৫ ॥

'সঃ' পরমাত্মা 'পর্য্যগাৎ' পরি সমন্তাৎ অগাৎ গতবান্ আকাশবৎ ব্যাপীত্যর্থঃ 'শুক্রং' শুক্রঃ শুদ্ধঃ 'অকায়ম্' অকায়ঃ অশরীরঃ 'অব্রণম্' অব্রণঃ অক্ষতঃ 'অস্নাবিরম্' অস্নাবিরঃ স্নাবাঃ শিরাঃ যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে ইতি 'শুদ্ধং' শুদ্ধঃ নির্ম্মলঃ 'অপাপবিদ্ধম্' অপাপবিদ্ধঃ। 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী সর্ব্বদৃক্ 'মনীষী' মনসঈষিতা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরইত্যর্থঃ 'পরিভূঃ' সর্ব্বেষামুপর্য্যুপরি ভবতীতি। স্বয়মেব ভবতীতি 'স্বয়ম্ভূঃ'। সঃ নিত্যমুক্তঈশ্বরঃ যথাতথাভাবোযাথাতথ্যং ততঃ 'যাথাতথ্যতঃ' যথাভূতকর্ম্মসাধনতঃ 'অর্থান্' ফলানীত্যর্থঃ 'ব্যদধাৎ' বিহিতবান্ যথানুরূপং ব্যভজদিত্যর্থঃ 'শাশ্বতীভ্যঃ' নিত্যাভ্যঃ 'সমাভ্যঃ' সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাভ্যঃ প্রজাপতিভ্যইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন ॥ ৫ ॥

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, তিনি সকল স্থানেতেই আছেন; তিনি নির্ম্মল, তিনি নিষ্কলঙ্ক, তিনি নির্লিপ্ত, কোন কলঙ্ক কি গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিরবয়ব,

তাঁহার কোন অবয়ব নাই, সুতরাং তিনি শিরা-রহিত, তাঁহার শিরা নাই; এবং ব্রণ ও ক্ষতরহিত, তাঁহার শারীরিক কোন পীড়া বা যন্ত্রণা নাই। তিনি যেমন শরীরবিহীন, তদ্রূপ মনোবিহীন; সুতরাং মনঃপীড়া যে পাপ ও শোচনা, তাহাও তাঁহাতে নাই। আমরা যেমন রোগে আতুর, শোকে ব্যাকুল, পাপে তাপিত, তদ্রূপ তিনি নহেন; তাঁহার রোগ নাই, শোক নাই, পাপ নাই; তিনি অব্রণ, তিনি শুদ্ধ, তিনি অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি কবি। কি সৌর জগতের পরিপাটি শৃঙ্খলা, কি সুধাকর পূর্ণ চন্দ্রের রমণীয় শোভা; কি জ্ঞান ও ধর্ম্মরূপ রত্নের অপূর্ব্ব মনোরম ভাব; সকলই তাঁহার সুনিপুণ আশ্চর্য্য রচনা। তিনি মনীষী, তিনি মনের নিয়ন্তা। এই মনের নিয়ন্তা পরম পুরুষ, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জন্তুদিগের মনে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু অভিপ্রায়ে সেই সমুদায় নিয়ম স্থাপনের এই একই উদ্দেশ্য যে তাহারা সকলে সুখে থাকে। বিশেষতঃ তিনি মনুষ্যের মনকে এমত আশ্চর্য্য নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতির সহিত তাহার আত্মার উন্নতি হইতে পারে। মনুষ্যের আত্মা তাঁহার অতি যত্নের ধন; তিনি অতি নিপুণ-রূপে তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। যাহাতে সে মোহ-তরঙ্গ হইতে—দুঃখ শোক হইতে—পাপ তাপ হইতে—মৃত্যু-মুখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান, ও ব্রহ্ম

নন্দ লাভ করিতে পারে, এমত ধর্ম্মনিয়ম-সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং দণ্ড পুরস্কার নিয়ত বিধান করিতেছেন। তিনি পরিভূ, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি স্বপ্রকাশ; যাবতীয় জন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি জন্মরহিত, অনাদি, তিনি কাহারও কর্ত্তৃক সৃষ্ট হন নাই এবং প্রকাশিত হন নাই; তিনি চির কালই স্বয়ং প্রকাশবান আছেন। তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন। যে সকল কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা; মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর; পশু পক্ষী, মনুষ্য; অনন্ত কোটি অদৃশ্য সূক্ষ্ম জীব দ্বারা জল, স্থল, আকাশ, বিবর গহ্বর, পরিপূর্ণ; তিনি সেই সকলকেই তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় অভিলষিত অন্ন পানাদি বিবিধ ভোগের সামগ্রী যথা-উপযুক্তরূপে অতি ন্যায্য-রূপে চির কাল বিধান করিতেছেন। তাহারা তাহা লাভ করিয়া ইতস্ততঃ সুখে সঞ্চরণ করিতেছে॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

৪০

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্॥ ১॥

'তপসা' মনসএকাগ্রতয়া 'ব্রহ্ম' 'বিজিজ্ঞাসস্ব' বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব। 'ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি' 'পরং' ব্রহ্ম॥ ১॥

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ১॥

পরব্রহ্মের জ্ঞান-লাভার্থে অনন্যমনে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আলোচনা করিবেক; এবং শান্ত সমাহিত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব প্রতীতি করিবেক: তবেই তাঁহাকে লাভ করিয়া তোমরা আপ্তকাম হইবে। পরব্রহ্ম অন্তর বাহিরে সর্ব্বত্র সমান-রূপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে স্থানান্তরে গমন করিতে হয় না, তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া। মনুষ্য-লোকে তাঁহাকে জানিতে আরম্ভ করা যায়, অনন্ত কালেও তাঁহাকে জানার শেষ হয় না। এ লোক হইতে লোকান্তরে যতই তাঁহাকে জানিতে পারি, ততই উৎকৃষ্টতর পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হই॥১॥

৪১

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥ ২ ॥

'সত্যং' ব্রহ্ম 'জ্ঞানং' ব্রহ্ম 'অনন্তং' ব্রহ্ম 'যঃ' 'বেদ' বিজানাতি 'নিহিতং' স্থিতং 'পরমে' 'ব্যোমন্' ব্যোম্নি দেহাকাশে 'গুহায়াং' আত্মনি। 'সঃ' এবং ব্রহ্ম বিজানন্ 'অশ্নুতে' ভুংক্তে 'সর্ব্বান্' 'কামান্' ভোগান্ 'ব্রহ্মণা' 'বিপশ্চিতা' মেধাবিনা সর্ব্বজ্ঞেন 'সহ' ॥ ২ ॥

যিনি সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে আত্মস্থ করিয়া জানেন; তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন ॥ ২ ॥

পরমেশ্বর মূল সত্য, তাঁহা হইতে আর সকল সত্য নিঃসৃত হইয়া তাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি করিতেছে। তিনি আদি সত্য, অনাদি সত্য; তিনি সত্যের সত্য, পরম সত্য, ধ্রুব সত্য সনাতন।

আপনাকে আপনি যে জানে না, সেই জড় পদার্থ; আর যিনি আপনাকে আপনি জানেন, তিনি জ্ঞান-পদার্থ।

মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, বৃক্ষ প্রভৃতি আপনাকে জানে না, এই হেতু সে সকল জড় পদার্থ; আর জীবাত্মা ও পরমাত্মা আপনাকে এবং অন্যকে জানেন, এ হেতু তাঁহারা জ্ঞান-পদার্থ। কিন্তু ইহার মধ্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার অপরিমেয় স্বাভাবিক জ্ঞানের সহিত জীবাত্মার পরিমিত ক্ষুদ্র মানসিক জ্ঞানের তুলনাই হইতে পারে না। পরিমিত জীবাত্মার জ্ঞানও আছে, অজ্ঞানও আছে এবং ভ্রম, প্রমাদ মোহ আছে, কিন্তু ভূমা পরমাত্মার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, মোহ নাই, অজ্ঞান নাই—তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তিনি জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ।

তিনি অনন্ত-স্বরূপ; তিনি জ্ঞানেতে অনন্ত, শক্তিতে অনন্ত, মঙ্গলভাবে অনন্ত,—দেশেতে অনন্ত, কালেতে অনন্ত।

যিনি এই সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে অতি নিকটে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ প্রতীতি করেন এবং তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছার যোগ দেন; তিনি তাঁহার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন। পরম পিতা পরমেশ্বর যে প্রকার উদার দৃষ্টিতে জগৎ দৃষ্টি করেন এবং ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত সকলের মঙ্গল সঙ্কল্প করেন; তিনিও সেই প্রকার দৃষ্টি ও ইচ্ছার অনুকরণ করেন। যাহা যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাই তাঁহার কামনা এবং তাহাই তাঁহার কার্য্য। পরমেশ্বরের অভিপ্রায়

অবশ্যই সম্পন্ন হয়, সুতরাং তাঁহার কামনাও সিদ্ধ হয়। অতএব তিনি পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন, এবং আপ্তকাম হইয়া, তাহার সহচর অনুচর হইয়া তাঁহার বিশুদ্ধ সহবাসে পরিতৃপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

৪২

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে। তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৩ ॥

'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' 'যস্য' 'এষঃ' প্রসিদ্ধঃ 'মহিমা' 'ভুবি' লোকে 'দিব্যে' দ্যুলোকে। কোঽসৌ মহিমা স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যস্য প্রশাসনে নিয়তমস্তি। তথার্ত্তবোঽয়নেঽব্দাশ্চ যস্য শাসনং নাতিক্রামন্তি। তথা কর্ত্তারঃ কর্ম্মাণি ফলঞ্চ যচ্ছাসনাৎ স্বং স্বং কালং নাতিবর্ত্তন্তে। 'তৎ' ব্রহ্ম 'বিজ্ঞানেন' বিশিষ্টেন জ্ঞানেন 'পরিপশ্যন্তি' সর্ব্বতঃ পূর্ণং পশ্যন্তি উপলভন্তে 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ 'আনন্দরূপং' সুখস্বরূপং 'অমৃতং যৎ' 'বিভাতি' বিশেষেণ অন্তর্ব্বাহ্যে সর্ব্বত্রৈব ভাতি ॥ ৩ ॥

যিনি সামান্য-রূপে ও বিশেষ-রূপে সর্ব্ব বস্তু জানিতেছেন, ভূলোকে ও দ্যুলোকে যাঁহার এই মহিমা, যিনি আনন্দ-রূপ, অমৃতরূপে, প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞান দ্বারা ধীরেরা তাঁহাকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ। তিনি সমুদায়ের বাস্তবিক স্বরূপ এবং যথার্থ তত্ত্ব জানিতেছেন, এবং আমরাও যে পদার্থকে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাও তিনি জানিতেছেন। উপরে অনন্ত কোটি নক্ষত্রলোক, এখানে এই আশ্চর্য্য ভূলোক; এই ভূলোকে ও দ্যুলোকে তাঁহারই এই মহিমা। তিনি সর্ব্বত্র আনন্দ-রূপে, অমৃতরূপে, প্রকাশ পাইতেছেন। ধীরেরা তাঁহাকে সমুদ্রের তরঙ্গে, নদীর লহরীতে, সূর্য্যের প্রকাশে, চন্দ্রের সৌন্দর্য্যে, মনুষ্যের মুখশ্রীতে, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেমে, অন্তর্ব্বাহ্যে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

৪১

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো-বিদুঃ ॥ ৪ ॥

'হিরণ্ময়ে' জ্যোতির্ম্ময়ে বিজ্ঞানপ্রকাশে আত্মনি 'পরে' পরম্ অভ্যন্তরত্বাৎ তস্মিন্ 'কোষে' কোষইব অসেঃ ব্রহ্মোপলব্ধিস্থানত্বাৎ তস্মিন্ 'বিরজং' অবিদ্যাদিদোষরজোমলবর্জ্জিতং 'ব্রহ্ম' সর্ব্বমহত্ত্বাৎ 'নিষ্কলং' নির্গতাঃ কলাঃ যস্মাৎ তৎ নিরবয়বমিত্যর্থঃ। 'তৎ' 'শুভ্রং' শুদ্ধং 'জ্যোতিষাং' সর্ব্বপ্রকাশাত্মনাং আদিত্যাদীনামপি 'জ্যোতিঃ' অবভা-

সকম্। 'তৎ' হি পরং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম 'আত্মবিদঃ' আত্মানং শব্দাদিবিষয়বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণং যে বিবেকিনো-বিদুঃ জানন্তি তে 'যৎ' 'বিদুঃ' জানন্তি ॥ ৪ ॥

যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্ম-রূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষমধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন ॥৪॥

জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত মনুষ্যের যে আত্মা, তাহাতে তিনি সুন্দর প্রকাশিত হয়েন; এ নিমিত্তে আমারদের আত্মা পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ কোষ। তিনি নির্ম্মল ও শুভ্র। তিনি জ্যোতির জ্যোতি, তিনি আত্মার জ্যোতি, তিনি জ্ঞান-জ্যোতি পরব্রহ্ম। সে জ্যোতির রূপও নাই এবং অবয়বও নাই। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা স্বীয় আত্মাতে সেই সত্যের জ্যোতি উপলব্ধি করেন ॥ ৪ ॥

৪৪

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা-বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্ত-মনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥৫॥

'ন' 'তত্র' তস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোঽপি 'সূর্য্যঃ'

'ভাতি' তদ্‌ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। 'ন চন্দ্রতারকং' 'ন ইমাঃ বিদ্যুতঃ ভান্তি' 'কুতঃ অযং অগ্নিঃ' অস্মদ্গোচরঃ। যদিদং জগৎ ভাতি তৎ 'সর্ব্বং' 'তম্ এব' পরমেশ্বরং 'ভান্তং' দীপ্যমানং 'অনুভাতি' অনুদীপ্যতে। 'তস্য' 'ভাসা' দীপ্ত্যা 'সর্ব্বম্ ইদং' সূর্য্যাদি জগৎ 'বিভাতি' ॥ ৫ ॥

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ-সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরের প্রকাশ দ্বারা অনু-প্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতে প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

সূর্য্য চন্দ্রের আলোকে পরমাত্মা প্রকাশিত হন না, আমাদের আত্মার জ্যোতিতে, অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি প্রকাশিত হয়েন। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরি প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইলে এ সকলই বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

৪৫

প্রাণোহ্যেষযঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্

বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড়আত্মরতিঃ
ক্রিয়াবানেষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৬ ॥

'প্রাণঃ হি' 'এষঃ' পরমেশ্বরঃ 'যঃ' 'সর্ব্বভূতৈঃ' সর্ব্বভূতস্থঃ 'বিভাতি'। 'তং' 'বিজানন্' বিদ্বান্ 'অতিবাদী' পরব্রহ্ম অতীত্য বদিতুং শীলমস্যেতি 'ন' 'ভবতে' ভবতি। যএবং প্রাণস্য প্রাণং সাক্ষাৎ বেদ সোঽতিবাদী ন ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ পরমাত্মন্যেব ক্রীড়া ক্রীড়নং যস্য সঃ 'আত্মক্রীড়ঃ' পরমাত্মন্যেব রতিঃ রমণং যস্য সঃ 'আত্মরতিঃ' শুভক্রিয়া বিদ্যতে যস্য সঃ 'ক্রিয়াবান্'। যঃ এবং লক্ষণোঽনতিবাদ্যাত্মক্রীড়আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সঃ 'এষঃ' 'ব্রহ্মবিদাং' সর্ব্বেষাং 'বরিষ্ঠঃ' প্রধানঃ ॥ ৬ ॥

ইনি প্রাণ-স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না; ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। ইনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

সর্ব্ব-স্রষ্টা সর্ব্বাশ্রয় পরব্রহ্মের অভাবে কিছুই হইত না, কিছুই থাকিত না; ইনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ। কি সচল চন্দ্র সূর্য্য, কি সতেজ বৃক্ষ লতা, কি সবল পশু পক্ষী, সকলের কারণ-রূপে, সকলের আশ্রয়-রূপে, সকলের প্রাণ-

রূপে, সর্ব্বভূতে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম বন্ধু। তিনি সেই প্রিয় সুহৃদের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া সদাই আনন্দিত থাকেন। কেবল তাঁহারি কথা কহিতে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি জন্মে; কেবল তাঁহার প্রসঙ্গ করিতে তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকে; অনন্যমনা হইয়া তাঁহার স্বরূপ-চিন্তা করিতে যেমন তাঁহার আমোদ উপস্থিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম পিতা, তিনি পরম পূজনীয়; তাঁহারি আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই কর্ত্তব্য নহে। অতএব তিনি তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য সততই যত্ন করেন। যে কথা দ্বারা তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ প্রকাশ পায় এবং তাঁহার শুভ অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়; তাহার আন্দোলন করেন, তাহাই শিক্ষা করেন এবং তাহারই উপদেশ দেন; তিনি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। পরমেশ্বরে তাঁহার সম্পূর্ণ অনুরাগ, এবং তাঁহাতেই তাঁহার নিত্য আমোদ; অতএব উক্ত হইয়াছে, ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন। কিন্তু ইহাঁরদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিনি কেবল তাঁহাতে প্রীতি করিয়া ও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষান্ত থাকেন না; কিন্তু তাঁহার সেই অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত

থাকেন, এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। আমারদিগের মধ্যে তাঁহার প্রতি যাঁহার যত অনুরাগ জন্মিবে, এবং তাঁহার অভিপ্রায় মত কর্ম্ম করিতে যাঁহার যত যত্ন হইবে, ততই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইবেক এবং ততই তাঁহার মনুষ্য জন্মের সার্থকতা হইবেক। এই আমারদের কার্য্য, এই আমারদের লক্ষ্য ॥ ৬ ॥

৪৬

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭ ॥

'বৃহৎ চ' মহৎ সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'দিব্যং' স্বয়ম্প্রভং 'অচিন্ত্যরূপং' সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামগোচরত্বাৎ 'সূক্ষ্মাৎ চ' মনসোপি 'তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি'। কিঞ্চ 'দূরাৎ সুদূরে' বর্ত্ততে অবিদুষামত্যন্তাগম্যত্বাৎ 'তৎ' ব্রহ্ম 'ইহ' 'অন্তিকে চ' সমীপে চ 'পশ্যৎসু' চেতনাবৎসু 'ইহ এব' 'নিহিতং' স্থিতং 'গুহায়াং' আত্মনি ॥ ৭ ॥

তিনি মহৎ, প্রকাশবান্ ও অচিন্ত্য-স্বরূপ, এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। তিনি দূর হইতেও বহু দূরে আছেন এবং এই নিকটেও তিনি বর্ত্তমান; তিনি এ

খানেই যাবৎ বুদ্ধিজীবী জীবদিগের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন ॥ ৭ ॥

তিনিই বৃহৎ এবং তিনিই মহৎ; তাঁহার নিকটে আর কিছুই বৃহৎ নহে, আর কেহই মহৎ নহে; সেই দীপ্যমান পরমেশ্বর সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। অতি দূরস্থ নক্ষত্র হইতেও তিনি দূরে আছেন এবং এই অতি নিকটেও আছেন; আমারদিগের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে তিনি স্থিতি করিতেছেন। তিনি সাক্ষি-স্বরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

৪৭

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮ ॥

'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে' কেনচিদপি অরূপত্বাৎ 'ন অপি' 'গৃহ্যতে' 'বাচা' অনভিধেযত্বাৎ 'ন অন্যৈঃ দেবৈঃ' ইতরেন্দ্রিয়ৈঃ ন 'তপসা' গৃহ্যতে 'কর্ম্মণা বা' ন গৃহ্যতে। কিং পুনস্তস্য গ্রহণসাধনমিত্যাহ 'জ্ঞানপ্রসাদেন' জ্ঞানস্য প্রসাদঃ তেন 'বিশুদ্ধসত্ত্বঃ' বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ যোগ্যোব্রহ্ম দ্রষ্টুং যস্মাৎ 'ততঃ তু' তস্মাৎ 'তম্' ঈশ্বরং 'নিষ্কলং সর্ব্বাবয়ববর্জ্জিতং'

'পশ্যন্তে' উপলভন্তে 'ধ্যায়মানঃ' চিন্তয়ন্। ব্রহ্মাববোধন-সমর্থমপি স্বভাবেন সর্ব্বমনুষ্যাণাং জ্ঞানং বাহ্যবিষয়রাগাদিদোষকলুষিতম্ অপ্রসন্নম্ অশুদ্ধং সৎ নাববোধয়তি ॥ ৮ ॥

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞান-শুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন ॥ ৮ ॥

জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহাকে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। যাগ-যজ্ঞ-ব্রতানুষ্ঠান কিম্বা অনশন অগ্নিসেবাদি তপস্যা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ সকল পথ তাঁহার প্রাপ্তির পথ নহে। জ্ঞান-রূপ পথই তাঁহার পথ ॥৮॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

৪৮

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥ ১ ॥

'তম্' 'ঈশ্বরাণাং' প্রভূনাং 'পরমং মহেশ্বরং' 'তং' 'দেবতানাং' দ্যোতনাত্মকানাং 'পরমং চ দৈবতং' 'পতিং' 'পতীনাং' প্রজাপতীনাং 'পরমং' 'পরস্তাৎ' পরতঃ 'বিদাম' 'দেবং' দ্যোতনাত্মকং পরমেশ্বরং 'ভুবনেশং' ভুবনানামীশং 'ঈড্যং' স্তুত্যং ॥ ১ ॥

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি ; সেই পরাৎপর, প্রকাশবান্, ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই ॥ ১ ॥

তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজাধিরাজ, সকলের ঈশ্বর। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। জগতে যাহার যত ঐশ্বর্য্য আছে, সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য ; যত ঐশ্বর্য্যের প্রভু আছে, সকলেরি তিনি প্রভু ; সকলের তিনি মহেশ্বর। তিনি এই পৃথিবীর রাজ্যেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর এবং এই ভূ-লোক অপেক্ষা অন্য অন্য শ্রেষ্ঠ-লোক-নিবাসী দেবতাদিগেরও অধীশ্বর। জগতের যে ভাগে যে লোকে মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতিতে উন্নত যত উৎকৃষ্টতর জীব আছে, তাঁহারা সকলে দেব-শব্দের বাচ্য ; সেই সকল দেবতাদিগেরও তিনি পরম দেবতা, পরম পূজনীয়, এবং নিয়ন্তা। তিনি সকল প্রতিপালকদিগের প্রতিপালক। তিনি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ ; তাঁহার পর আর কেহ নাই।

তিনি আমারদিগের সেবনীয়, তিনি আমারদিগের স্তবনীয়, তিনি আমারদিগের অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় হয়েন ॥ ১ ॥

৪৯

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ২ ॥

'ন তস্য' 'কার্য্যং' শরীরং 'করণঞ্চ' চক্ষুরাদি 'বিদ্যতে' 'ন' 'তৎসমঃ' তেন সমঃ 'চ' ন ততঃ 'অভ্যধিকঃ' 'চ' 'দৃশ্যতে'। 'পরা অস্য শক্তিঃ' 'বিবিধা' বিচিত্রা 'এব শ্রূয়তে' অস্য জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া চ 'জ্ঞানবলক্রিয়া চ' 'স্বাভাবিকী' ॥ ২ ॥

তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই; এবং কাহাকেও তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না; ইহাঁর বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয়, এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ॥ ২ ॥

শরীর এক যন্ত্র-বিশেষ, এক কার্য্য-বিশেষ; পরমেশ্বরের শরীর-রূপ যন্ত্র নাই; তিনি কোন শরীর-রূপ যন্ত্রের অধীন নহেন, তিনি কাহারও কার্য্যও নহেন। তাঁহারি

কার্য্য সমুদায়, তিনি এক-মাত্র-কারণ-স্বরূপ; তাঁহার শরীর নাই ও তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই; অথচ তিনি সকল দেখিতে-ছেন এবং জানিতেছেন। তিনি এক মাত্র সকল হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার কেহ সমান নাই, তাঁহা হইতে কেহ অধিক নাই। তিনি এই সকলের স্রষ্টা, আর সকল বস্তুই সৃষ্ট। তিনি এই বিশ্ব-রূপ মহারাজ্যের রাজা, আর সকলে তাঁহার প্রজা। তিনি আমারদিগের পরম পিতা, আমরা সকলে তাঁহার সন্তান। তিনি আমাদিগের প্রভু, আমরা তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্য। সকলি তাঁহার নিয়মাধীন; তাঁহার নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইতেছে এবং তাঁহারি নিয়-মানুসারে ভগ্ন হইতেছে। কি নভোমণ্ডল-পর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্ব্বেত্তা, কি ভূগর্ভানুসন্ধানকারী ভূ-তত্ত্ব-বেত্তা, কি শারীরিক-নিয়ম-নিরূপক শারীর-বিধান-বেত্তা, কি ভৌতিক-পদার্থ-তত্ত্ব-নির্ণায়ক পদার্থ-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা, কি আত্মতত্ত্ব-সন্ধায়ী সূক্ষ্মদর্শী সুধীগণ, সকলেই তাঁহার আশ্চর্য্য অচিন্ত্য শক্তি কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারদের সকলের নিকট হইতেই সর্ব্বত্র তাঁহার মহীয়সী শক্তির বিস্তারিত বর্ণনা শ্রুত হওয়া যায়।

আমরা যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া অল্পে অল্পে বুদ্ধির যুক্তি-পরম্পরা-ক্রমে এক এক বিষয় বিবেচনা করি, তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া সেরূপ নহে। আমরা যেমন শরীরের মাংসপেশী দ্বারা বল প্রকাশ করি, তাঁহার বল-

ক্রিয়া সেরূপ নহে। তিনি স্বভাবতঃ আপনারই প্রভাবে সমুদায় জানিতেছেন, এবং কেবল আপনার এক ইচ্ছার বলে স্বীয় মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পাদন করিতেছেন। কোন বিষয় জানিবার নিমিত্তে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অন্যের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না এবং স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্তে তাঁহার অন্য কোন উপকরণও আবশ্যক করে না। তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়া স্বভাব-সিদ্ধ। যাঁহা হইতে জ্ঞান-বিশিষ্ট এই অসঙ্খ্য জীব-সকল উৎপন্ন হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য তাঁহার জ্ঞান, এবং যাঁহা হইতে এই বস্তু-সকল সৃষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, কি মহতী তাঁহার শক্তি ॥ ২ ॥

৫০

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্। সকারণং করণাধিপাধি-পোন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৩ ॥

'ন তস্য কশ্চিৎ পতিঃ অস্তি লোকে' অতএব 'নচ' তস্য 'ঈশিতা' নিয়ন্তা 'ন এব চ তস্য লিঙ্গং' যদ্দৃশ্যতে। 'সঃ' সর্ব্বস্য 'কারণং' 'করণাধিপাধিপঃ' করণানামধিপোমনঃ তস্যাধিপঃ পরমেশ্বরঃ 'ন চ অস্য কশ্চিৎ' 'জনিতা' জনয়িতা 'ন চ অধিপঃ' ॥ ৩ ॥

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই এবং তাঁহার কোন অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ ও মনের অধিপতি; ইহাঁর কেহ জনক নাই এবং অধিপতিও নাই॥ ৩॥

তিনি নিত্য, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, জন্ম-রহিত, মহান্ আত্মা॥ ৩॥

৫১

এষদেবোবিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মনীষা মনসাভিক্৯প্তোয এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ৪॥

'এষঃ' 'দেবঃ' দ্যোতনাত্মকঃ পরমেশ্বরঃ। বিশ্বং জগৎ ক্রিয়তেঽনেনেতি 'বিশ্বকর্ম্মা' মহাংশ্চাসৌ আত্মেতি 'মহাত্মা' সদা সর্ব্বদা 'জনানাং হৃদয়ে' 'সংনিবিষ্টঃ' সম্যক্ স্থিতঃ। 'হৃদা' হৃৎস্থয়া 'মনীষা' মনসঃ সঙ্কল্পাদিরূপস্য ঈষ্টে নিয়ন্তৃত্বেনেতি মনীট্ তয়া বিকল্পবর্জ্জিতয়া 'মনসা' মননরূপেণ সম্যগ্দর্শনেন 'অভিক্৯প্তঃ' জ্ঞাতুং শক্যতইত্যেতৎ। 'যে' 'এতৎ' ব্রহ্ম 'বিদুঃ' জানন্তি 'অমৃতাঃ' অমরণধর্ম্মাণঃ 'তে ভবন্তি'॥ ৪॥

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা; ইনি লোকদি-

গের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যক্‌ রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি হৃদ্গত সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন॥৪॥

" এই পরমেশ্বর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন এবং রচনা করিয়াছেন, অতএব ইনি বিশ্বকর্ম্মা। ইনি মহাত্মা, ইনি জীবাত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন। ইনি সকল লোকের হৃদয়ে প্রাণের প্রাণ-রূপে সদাই স্থিতি করিতেছেন। ইনি সংশয়-রহিত নির্ম্মল জ্ঞানে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহাঁকে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহারা ইহাঁর সহবাস-জনিত ভূমানন্দ নিত্য কাল উপভোগ করেন॥ ৪ ॥

৫২

তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি॥ ৫ ॥

'তং' 'দুর্দ্দর্শং' দুঃখেনাযাসেন দর্শনমস্যেতি দুর্দ্দর্শঃ অতিসূক্ষ্মত্বাৎ তং 'গূঢ়ং' গহনং 'অনুপ্রবিষ্টং' বিষয়বিকারৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ 'গুহাহিতং' গুহায়াং আত্মন্যাহিতং স্থিতম্। গহ্বরে স্থানে বিষমে অনেকানর্থসঙ্কটে তিষ্ঠতীতি 'গহ্বরেষ্ঠং' 'পুরাণং' পুরাতনম্। 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন' বিষয়েভ্যঃ

প্রতিসংহৃত্য আত্মনঃ পরমাত্মনি সমাধানম্ অধ্যাত্মযোগঃ তস্য অধিগমস্তেন 'মত্বা' 'দেবং' দ্যোতনাত্মকং 'ধীরঃ হর্ষ-শোকৌ জহাতি' ॥ ৫ ॥

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়-রূপে প্রবিষ্ট আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি সঙ্কট স্থানে থাকেন, এবং নিত্য হয়েন; ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্ম-যোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন॥৫॥

তিনি দুর্জ্ঞেয়, বিষয়-মোহে হত-চেতন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন প্রকারেই জানিতে পারে না; তিনি দর্শন-শাস্ত্রই পড়ুন, আর তর্ক-শাস্ত্রই পড়ুন, তাঁহার মনের সংশয়চ্ছেদ কখনই হয় না, তাঁহার জ্ঞান কদাপি তৃপ্ত হয় না। সত্যের সত্য তাঁহার নিকটে ছায়ার ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকে। কাষ্ঠেতে যেমন গূঢ়-রূপে অগ্নি আছে, সেইরূপ তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন; বিশুদ্ধ-সত্ত্ব তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির নির্ম্মল জ্ঞানে সেই পরম দেবতা দগ্ধ-দারু-নিঃসৃত প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সহজেই প্রকাশিত হয়েন। তিনি আত্মার অন্তরাত্মা, তিনি আমারদের আত্মাতে সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছেন। তিনি আকাশেতেও ওতপ্রোত হইয়া আছেন। তিনি পর্ব্বতের গুহা-গহ্বরে, তিনি হিমবৎ কৈলাস-শিখরে, তিনি বিস্তীর্ণ দাবানলে,

তিনি ভীষণ সমুদ্র-তরঙ্গে, তিনি নির্জ্জন, দুর্গম, সঙ্কট স্থানে স্থিতি করেন এবং নিত্য হয়েন। তিনি আমারদের সাক্ষাৎ পিতা, তিনি আমারদের পুরাতন পিতামহ। ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা সেই দুর্জ্ঞেয় পরমাত্মাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্ম-যোগ কহে। অধ্যাত্ম-যোগে যখন আমার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সহিত যুক্ত হয়, যখন জ্ঞান তাঁহার সত্য-সুন্দর-মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্ত হয়; তখন হৃদয় তাঁহাকে প্রীতি-উপহার দিয়া আনন্দ-সাগরে লীন হয় এবং বিষয়-কামনা-জনিত হর্ষ-শোক হইতে মুক্ত হয়। যতই তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছার যোগ হয়, যতই তাঁহার জ্ঞানের সহিত আমার জ্ঞানের যোগ হয়, যতই তাঁহার প্রীতির সহিত আমার প্রীতির যোগ হয়; ততই তাঁহার সহিত সম্মিলনের গাঢ়তা হয় এবং ততই তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিয়া পবিত্র হই। এই প্রকার যোগেতেই তাঁহাকে জানিতে পারি, এই প্রকার যোগেতেই তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানে বল পাই, এই প্রকার যোগেতেই স্বর্গ হয়, এই প্রকার যোগেতেই মুক্তি হয়॥ ৫॥

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য

শ্রোত্রং মনসোযে মনোবিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্॥ ৬॥

'প্রাণস্য প্রাণম্' 'উত' তথা 'চক্ষুষঃ চক্ষুঃ উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং' 'মনসঃ' 'মনঃ' 'যে' 'বিদুঃ' জানন্তি 'তে' 'নিচিক্যুঃ' নিশ্চয়েন জ্ঞাতবন্তঃ 'ব্রহ্ম' 'পুরাণং' চিরন্তনম্ 'অগ্র্যং' শ্রেষ্ঠম্॥ ৬॥

তাঁহারা নিশ্চয় রূপে এই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর-ব্রহ্মকে জানেন, যাঁহারা ইহাঁকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন॥৬॥ যাঁহারা ইহাঁকে সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয় বলিয়া জানেন, তাঁহারা ইহাঁকে নিশ্চয় রূপে জানেন॥৬॥

৫৪

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পরআকাশাদজআত্মা মহান্ ধ্রুবঃ॥ ৭॥

'একধা এব' একেনৈব প্রকারেণ.বিজ্ঞানঘনৈকরসপ্রকারেণ আকাশবন্নিরন্তরেণ 'অনুদ্রষ্টব্যম্' 'এতৎ' ব্রহ্ম। অন্যেন হি অন্যৎ প্রমীযতে ইদন্তু 'অপ্রমেয়ং' 'ধ্রুবং' নিত্যং কূটস্থম্। 'বিরজঃ' বিগতরজঃ অধর্ম্মাদিমলরহিতং 'পরঃ' সূক্ষ্মঃ 'আকা-

শাৎ' অপি। 'অজঃ' ন জাযতে 'আত্মা' 'মহান্' মহত্তরঃ সর্ব্বস্মাৎ 'ধ্রুবঃ' অবিনাশী ॥ ৭ ॥

পরমেশ্বরকে একই জানিবেক, ইনি উপমা-রহিত এবং নিত্য। এই নির্ম্মল জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা আকাশের অতীত, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং অবিনাশী ॥৭॥

ইনি একমাত্র এবং উপমা-রহিত; এমন কোন বস্তু নাই, যে তাহার সহিত তাঁহার উপমা দেওয়া যায়। তিনি সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, তিনি আকাশের অতীত এবং আকাশের মধ্যে থাকিয়া তিনি সমস্ত ঘটনাকে নিয়মিত করিতেছেন ॥ ৭ ॥

৫৫

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবাজ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ॥ ৮ ॥

'যস্মাৎ' ঈশানাৎ 'অর্ব্বাক্ সংবৎসরঃ' সংবৎসরাবচ্ছিন্নঃ কালঃ 'অহোভিঃ' সাবযবৈরহোরাত্রৈঃ 'পরিবর্ত্ততে'। 'তৎ' জ্যোতিষাং 'জ্যোতিঃ' 'আয়ুঃ' 'অমৃতং' ব্রহ্ম 'দেবাঃ' 'হি আ উপাসতে' ॥ ৮ ॥

যাঁহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সংবৎসর পরিবর্ত্ত

হইয়া আসিতেছে; সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত, এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন ॥ ৮ ॥

অন্য অন্য লোকে মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রীতিতে উন্নত যে সকল উৎকৃষ্ট জীব আছেন, তাঁহারা পরব্রহ্মকে নিয়ত উপাসনা করেন। যেমন দেবতারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তদ্রূপ—মনুষ্যেরও তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার আছে; ইহা আমারদিগের সামান্য গৌরব ও সামান্য সৌভাগ্য নহে ॥ ৮ ॥

৫৬

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। সনসাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কনীযান্ ॥ ৯ ॥

'সর্ব্বস্য বশী' সর্ব্বমস্য বশে বর্ত্ততে 'সর্ব্বস্য ঈশানঃ' 'সর্ব্বস্য অধিপতিঃ' 'সঃ' পুরুষোবিজ্ঞানময়ঃ 'ন সাধুনা কর্ম্মণা' 'ভূয়ান্' ভবতি বর্দ্ধতে 'নো এব অসাধুনা' কর্ম্মণা 'কনীযান্' অল্পতরোভবতি। সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতঃ সঃ পুরুষঃ পূর্ব্বাবস্থাতোন হীযতে ন চ বর্দ্ধতইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে, তিনি সকলের

নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি। সাধু কর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি হয় না এবং অসাধু কর্ম্মেও তাঁহার হ্রাস হয় না ॥৯॥

পরমেশ্বর যাহাকে যে নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, সে সেই নিয়মেই রহিয়াছে; কেহ তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাধিপতি। মনুষ্য যেমন সদসৎ কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সেরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার স্বরূপ এ রূপ উৎকৃষ্ট, যে তদপেক্ষা তাহা আর উৎকৃষ্ট হইতে পারে না, এবং এ প্রকার অপরিবর্ত্তনীয়, যে কদাপি তাহা পরিবর্ত্ত হইয়া অপকৃষ্ট হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

৫৭

এষসর্ব্বেশ্বরএষভূতাধিপতিরেষভূতপালএষসেতুর্বিধরণএষাং লোকানামসম্ভেদায় ॥ ১০ ॥

'এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ' 'এষ' 'ভূতাধিপতিঃ' ভূতানামধিপতিঃ 'এষঃ' ভূতপালঃ' ভূতানাং পালয়িতা রক্ষিতা 'এষঃ সেতুঃ' 'বিধরণঃ' সর্ব্বসংসারধর্ম্মব্যবস্থায়াবিধারয়িতা 'এষাং লোকানাং' ভূরাদিলোকানাম্ 'অসম্ভেদায়' অসম্ভিন্নমর্য্যাদায়ৈ। লোকাঃ সর্ব্বে সম্ভিন্নমর্য্যাদাঃ স্থ্যরতোলোকানামসম্ভেদায় সেতুভূতোঽয়ং পরমেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্ব্বভূতের প্রতিপালক, ইনি লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

প্রজাপালক পরমেশ্বর এ প্রকার দৃঢ়-বদ্ধ নিয়মপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, যে কোন ক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া সংসারের উচ্ছেদ-দশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। পরমেশ্বর "লোকভঙ্গ-নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন" ॥ ১০ ॥

৫৮

অস্মিন্ দৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচোবিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষসেতুঃ ॥ ১১ ॥

'অস্মিন্' অক্ষরে পুরুষে 'দৌঃ পৃথিবী চ 'অন্তরীক্ষম্' 'ওতং' সমর্পিতং 'মনঃ সহ' 'প্রাণৈঃ' করণৈঃ 'চ সর্ব্বৈঃ'। 'তম্ এব' সর্ব্বাশ্রয়ম্ 'একম্' অদ্বিতীয়ং 'জানথ' জানীত 'আত্মানম্' অজম্ একং ব্রহ্ম 'অন্যাঃ বাচঃ' 'বিমুঞ্চথ' বিমুঞ্চত পরিত্যজত। যতঃ 'অমৃতস্য' অমৃতত্বস্য মোক্ষপ্রাপ্তয়ে 'এষঃ সেতুঃ' সংসারমহোদধেরুত্তরণহেতুত্বাৎ ॥ ১১ ॥

ইহাঁতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, এবং মন ও

ইন্দ্রিয় সমুদয় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য-সকল পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃতলাভের সেতু॥ ১১॥

ইনি সকলেরি রক্ষক এবং সকলেরি আশ্রয়। ইহাঁকে জান এবং অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর। ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহিবে না, কোন চিন্তা করিবে না, কোন কার্য্য করিবে না, সম্যক্ রূপে ইহাঁরই শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে; তবে পাপ, তাপ, মোহ হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃত লাভ করিবে, ইনি অমৃতের সেতু-স্বরূপ॥ ১১॥

৫৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ॥ ১২॥

এবপরআত্মা 'ন জায়তে' নোৎপদ্যতে 'ম্রিয়তে বা' ন ম্রিয়তে 'বিপশ্চিৎ' মেধাবী সর্ব্বজ্ঞঃ অপরিলুপ্তচৈতন্যস্বভাবত্বাৎ কিঞ্চ 'ন' 'অয়ম্' আত্মা 'কুতশ্চিৎ' কারণান্তরাৎ বভূব 'ন' অপি এবআত্মা 'বভূব কশ্চিৎ' অর্থান্তরভূতঃ॥ ১২॥

এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই॥ ১২॥

জন্ম-মৃত্যু-বিকার-বিহীন, ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য, শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ পরমাত্মা হইতে এই সমুদায়ই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তিনি আপনি কিছুই হয়েন নাই। দুগ্ধ পরিণত হইয়া যেমন দধি হয়, মৃত্তিকা রূপান্তর হইয়া যেমন ঘট হয়, এবং স্বর্ণ অবস্থান্তর হইয়া যেমন কুণ্ডল হয়, তিনি সে রূপ কোন বস্তু রূপে পরিণত হয়েন নাই। রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, মরীচিকায় যেমন জল-ভ্রম হয়, এবং শুক্তিকায় যেমন রজত-ভ্রম হয়, তাঁহাতে সে রূপ ভ্রম হইয়া যে এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও নহে। তিনি এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ। তিনি স্বয়ং জড়ও হয়েন নাই এবং জীবও হন নাই। তিনি সেব্য ও উপাস্য এবং আমরা সকলে তাঁহার সেবক ও উপাসক ॥ ১২ ॥

৬০

যদর্চ্চিমদ্‌যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্ লোকানিহিতা-লোকিনশ্চ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তৎ বেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ১৩॥

'যৎ' ব্রহ্ম 'অর্চ্চিমৎ' দীপ্তিমৎ 'যৎ অণুভ্যঃ অণু' 'যস্মিন্' 'লোকাঃ' ভূরাদয়ঃ 'নিহিতাঃ' স্থিতাঃ 'লোকিনঃ চ' লোক নিবাসিনোমনুষ্যাদয়ঃ। 'তৎ এতৎ' সর্ব্বাশ্রয়ং 'সত্যং' 'তৎ'

'অমৃতম্' অবিনাশি 'তৎ বেদ্ধব্যং' মনসা তাড়য়িতব্যং তস্মিন্ মনঃসমাধানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ হে 'সৌম্য' 'বিদ্ধি' ব্রহ্মণি মনঃ সমাধৎস্ব ॥ ১৩ ॥

যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং যাঁহাতে লোক-সকল ও লোকনিবাসী জীব-সকল স্থাপিত রহিয়াছে, তিনিই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি আত্মার দ্বারা বেধনীয়। অতএব হে প্রিয়শিষ্য! তোমার আত্মার দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ কর ॥ ১৩ ॥

হে প্রিয়! তোমার আত্মাকে সর্ব্বান্তরতম পরমাত্মা হইতে অন্তর করিও না, তাঁহা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দীন-ভাবে মুহ্যমান হইও না; কিন্তু তাহাকে পবিত্র করিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাও, একাগ্র-চিত্ত হইয়া তাহার দ্বারা পরমাত্মাকে বিদ্ধ কর এবং অধ্যাত্ম-যোগ-জনিত পরমানন্দ উপভোগ কর ॥ ১৩ ॥

৬১

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ ॥ ১৪ ॥

'প্রণবঃ' ওঙ্কারঃ 'ধনুঃ' 'শরঃ হি' 'আত্মা' জীবাত্মা 'ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যম্ উচ্যতে'। 'অপ্রমত্তেন' প্রমাদবর্জ্জিতেন জিতে-

প্রিযেণ একাগ্রচিত্তেন তল্লক্ষ্যং ব্রহ্ম 'বেদ্ধব্যং' ততস্তদ্বে-ধনাদূর্দ্ধং 'শরবৎ তন্ময়ঃ ভবেৎ' যথা শরোলক্ষ্যময়োভবতি তথা তস্য সাধকস্য আত্মা ব্রহ্মময়োভবেৎ ॥ ১৪ ॥

প্রণব ধনু-স্বরূপ, জীবাত্মা শর-স্বরূপ, এবং পর-ব্রহ্ম লক্ষ্য-স্বরূপ; প্রমাদ-শূন্য হইয়া সেই প্রণব-ধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মা-রূপ শর দ্বারা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। আর যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইবেক ॥ ১৪ ॥

ওঁকারকে প্রণব বলে। ওঁকারের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা; ইহা পরব্রহ্মের প্রতিপাদক শব্দ। জীবাত্মাকে শর-স্বরূপ কল্পনা করিয়া এবং ওঁকার শব্দকে ধনুঃ-স্বরূপ কল্পনা করিয়া জানান হইয়াছে যে, যেমন কোন লক্ষ্যের প্রতি শর নিক্ষেপ করিবার জন্য ধনুকে অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া জীবাত্মাকে তাঁহার সমীপ করিবার নিমিত্তে তৎপ্রতিপাদক শব্দ আশু উপকারী হয়। যাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি জানিয়াছেন,

য যেমন তাঁহার আত্মা পরব্রহ্ম দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, সইরূপ সমুদায় জগৎ তাঁহারই দ্বারা আবৃত রহিয়াছে ॥ ১৪ ॥

৬২

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১৫ ॥

'সমে' নিম্নোন্নতরহিতে দেশে 'শুচৌ' শুদ্ধে 'শর্করা-বহ্নিবালুকাবিবর্জিতে' শর্করাঃ ক্ষুদ্রোপলাঃ বহ্নিবালুকাঃ তপ্তবালুকাঃ তাভ্যোবিবর্জিতে 'শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ' বিহঙ্গা-দীনাং শব্দঃ জলং আশ্রয়োমণ্ডপম্ ইত্যাদিভিঃ 'মনো-ঽনুকূলে' মনোরমে স্থানে 'ন তু' 'চক্ষুপীড়নে' চক্ষুঃপীড়নে প্রতিবাদ্যনভিমুখে 'গুহানিবাতাশ্রয়ণে' গুহায়ামেকান্তে নিবাতে প্রচণ্ডবায়ুবর্জিতে আশ্রয়ণে আশ্রিয়ে 'প্রযোজয়েৎ' প্রযুঞ্জীত চিত্তং পরমে ব্রহ্মণি ॥ ১৫ ॥

কঙ্করশূন্য, তপ্ত-বালুকা-বর্জ্জিত, সমান ও শুচি দেশে; উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনো-রম স্থানে; প্রতিবাদীর অনভিমুখে; ও সুন্দর বায়ু-সেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে আত্মা সমা-ধান করিবেক ॥ ১৫ ॥

যে স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণ প্রশস্ত হয়, এবং পবিত্র পুরুষেতে অনায়াসে আত্মার সংযোগ হয়, সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করাই বিধেয়। দুর্গন্ধ, উত্তপ্ত, অপরিষ্কৃত; অশুচি স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণে মালিন্য জন্মে এবং উপযুক্ত মত ঈশ্বরেতে আত্মার অভিনিবেশ হয় না। কিন্তু যে স্থান অতি বিরল, পবিত্র, পরিষ্কৃত, প[illegible] স্নিগ্ধ ও অবন্ধুর, যেখানে উত্তম জল, যেখানে বায়ুর উ[illegible]ব নাই, যেখানে বিহঙ্গমদিগের সুশ্রাব্য শব্দ শ্রুত হয়, এবং যেখানে বিপক্ষ প্রভৃতি চক্ষুঃপীড়াব কোন বিষয় নাই, সে স্থান অপেক্ষায় আর কোন্ স্থান অধিক মনঃপূত হইতে পারে? এ প্রযুক্ত এই রূপ পবিত্র সুখকর স্থানে অবস্থিতি করিয়া উপাসনা করা ব্রহ্মবাদিদিগের অভিমত। যে স্থানে মন প্রশস্ত, পবিত্র ও নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে, এমন স্থানেই উপাসনা কর্ত্তব্য; কারণ, মন উদ্বি[illegible] ও উত্ত্যক্ত ও মলিন হইলে পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা সুচারু-রূপে সম্পন্ন হয় না ॥ ১৫ ॥

৬৩

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্যসমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য। ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভযাবহানি ॥ ১৬ ॥

ত্রীণি উরোগ্রীবাশিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্ শরীরে তৎ 'ত্রিরুন্নতং' 'শরীরং' 'সমং' 'স্থাপ্য' সংস্থাপ্য 'হৃদি' 'ইন্দ্রিয়াণি' চক্ষুরাদীনি 'মনসা' 'সংনিবেশ্য' সংনিয়ম্য 'ব্রহ্মোড়ুপেন' ব্রহ্মৈব উড়ুপং তরণসাধনং তেন 'প্রতরেত' অতিক্রমেৎ 'বিদ্বান্' 'স্রোতাংসি সর্ব্বাণি' সংসারসাগরস্য 'ভয়াবহানি' ॥১৬॥

বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করত সমভাবে শরীর স্থাপন করিয়া মনের সহিত চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-সকল হৃদয়েতে সন্নিবেশ পূর্ব্বক সংসারার্ণবের ভয়াবহ স্রোত-সকলকে ব্রহ্ম-স্বরূপ ভেলকের দ্বারা অতিক্রম করিবেক ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বে যে রূপ উপাসনার উপযুক্ত স্থানের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই রূপ উপাসনা-কালে কি প্রকারে উপবেশন করিবেক, তাহাও এই বচনে প্রাপ্ত হইতেছে। বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করিয়া ঋজু হইয়া বসিলে শরীর ও মনের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না ; অতএব উপাসনা-কালে এই প্রকারে উপবেশন করিয়া ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি ও তাবৎ মনোবৃত্তিকে হৃদয়ে সন্নিবেশ করিবেক—তাহারদিগকে নানা প্রকার বাহ্য-বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে না দিয়া মনের সহিত আত্মাকে পরমাত্মাতে সমাধান করিবেক এবং হৃদয়ের প্রীতি তাঁহাতে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবেক ॥ ১৬ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়

৬৪

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখোবিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-র্দ্যাবাভূমী জনযন্ দেবএকঃ ॥১॥

সর্ব্বত্র চক্ষুংষি বিদ্যন্তে অস্যেতি 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ' 'উত' তথা সর্ব্বত্র মুখানি বিদ্যন্তে অস্যেতি 'বিশ্বতোমুখঃ' সর্ব্বত্র বাহবোবিদ্যন্তে অস্যেতি 'বিশ্বতোবাহুঃ' 'উত' সর্ব্বত্র পাদা বিদ্যন্তে অস্যেতি 'বিশ্বতস্পাৎ'। সঃ পরমেশ্বরঃ 'বাহুভ্যাং' 'সং ধমতি' সংধমতি সংযোজযতি মনুষ্যান্ 'পতত্রৈঃ' পতনৈঃ সংধমতি পক্ষিণঃ 'দ্যাবাভূমী' দ্যাবাপৃথিবী 'জনযন্' সৃষ্টবান্ 'দেবঃ একঃ' ॥ ১ ॥

সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্র তাঁহার পাদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি মনুষ্য-দেহে বাহু সংযোগ করেন, এবং পক্ষি-শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন; অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ১ ॥

সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু; তিনি সকলের সাক্ষী; সকলের অন্তর্ব্বাহ্য তিনি সমান-রূপে দৃষ্টি করিতেছেন; তামসী নিশায়

ঘোর অন্ধকারও তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ; পাপীরা তাঁহার রুদ্র মুখ দেখিতে পায়, পুণ্যাত্মারা তাঁহার উৎসাহ-জনন প্রসন্ন মুখ দর্শন করেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু; এই বিশ্ব সংসারে সকল কার্য্যেতে তাঁহারই বল তাঁহারই কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণরূপে স্থিতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্য-দেহে বাহু সংযোগ করেন এবং পক্ষি শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহ ও সুখসাধনার্থে যাহার যে প্রকার অঙ্গের প্রয়োজন, তাহাকে সেই প্রকার অঙ্গ দিয়াছেন। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১ ॥

৬৫

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বামাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ২ ॥

সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য 'তৎ' 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদং' সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ 'সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং' 'সর্ব্বতঃ' শ্রুতিঃ শ্রবণমস্যেতি 'শ্রুতিমৎ' 'লোকে' প্রাণিনিকায়ে 'সর্ব্বমাবৃত্য' সংব্যাপ্য 'তিষ্ঠতি' ॥ ২ ॥

সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক, সর্ব্বলোকে তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সকল জগৎ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ২ ॥

তাঁহাকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান জানিয়া, হে মানবসকল! শুভ কর্ম্ম করিতে উৎসাহী হও এবং পাপাচরণ করিতে ভয় কর ॥ ২ ॥

৩৬

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী সভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥৩॥

সর্ব্বাণি আননানি শিরাংসি গ্রীবাশ্চাস্যেতি 'সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ' সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং হৃদয়ে শেতে ইতি 'সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ' সর্ব্বব্যাপী' চ 'সঃ' 'ভগবান্' ঈশ্বরঃ যস্মাদেবং 'তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ' 'শিবঃ' মঙ্গলঃ ॥ ৩ ॥

এই নানা-শিরো-মুখ-গ্রীবা-বিশিষ্ট পরমেশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। সেই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং সর্ব্বগত এবং তিনি মঙ্গল-স্বরূপ হয়েন ॥ ৩ ॥

সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছেন। তিনি সকল জীবের মঙ্গল-উদ্দেশে এই বিচিত্র সৃষ্টির রচনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যাহা কিছু মঙ্গল লাভ করে, সে সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয়। তিনি আমারদিগের জ্ঞান-দাতা, সুখ-দাতা, মুক্তিদাতা; তিনি আমারদিগের সকল মঙ্গলের নিদান-ভূত ॥ ৩ ॥

৬৭

অপাণিপাদোজবনোগৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ। সবেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ ৪ ॥

'অপাণিপাদঃ' 'জবনঃ' দূরগামী 'গৃহীতা' যদুপাদেয়ং তস্য। 'পশ্যতি' সর্ব্বম্ 'অচক্ষুঃ' অপি সন্ 'সঃ শৃণোতি অকর্ণঃ' অপি। 'সঃ বেত্তি বেদ্যম্' অমনস্কোঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ 'ন চ তস্য অস্তি বেত্তা' 'তম্ আহুঃ' 'অগ্র্যং' প্রথমং সর্ব্বকারণত্বাৎ 'পুরুষং' পূর্ণং 'মহান্তম্'॥ ৪ ॥

তাঁহার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন; তাঁহার পদ নাই, তথাপি তিনি গমন করেন; তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন; এবং তাঁহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই; ধীরেরা তাঁহাকে সকলের আদি ও পূর্ণ ও মহান্ করিয়া বলিয়াছেন॥ ৪ ॥

পরিমিত ক্ষুদ্র জীবের ন্যায় তাঁহার হস্ত পদাদি কোন অবয়ব নাই; অথচ হস্ত পদাদির কার্য্য তাঁহার অচিন্ত্য ঐশী শক্তির দ্বারা সহজেই সম্পন্ন হইতেছে॥ ৪ ॥

৬৮

যএষসুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন॥ ৫॥

'যঃ এষঃ' পুরুষঃ 'সুপ্তেষু' প্রাণিষু 'জাগর্ত্তি' ন স্বপিতি কথং 'কামং কামং' তন্তমভিপ্রেতং অন্নপানাদ্যর্থং 'নির্ম্মিমাণঃ' নিষ্পাদয়ন্। 'তৎ এব' 'শুক্রং' শুভ্রং শুদ্ধং 'তৎ ব্রহ্ম' নান্যৎ গুহ্যং ব্রহ্মাস্তি 'তৎএব' 'অমৃতম্' অবিনাশি 'উচ্যতে' কিঞ্চ পৃথিব্যাদয়ঃ 'সর্ব্বে' 'লোকাঃ' 'তস্মিন্' ব্রহ্মণি 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ সর্ব্বলোককারণত্বাৎ তস্য। 'তৎ' ব্রহ্ম 'উ' 'ন' 'অত্যেতি' অতিবর্ত্ততে 'কশ্চন', কশ্চিদপি॥ ৫॥

যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত-রূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই লোকসকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না॥ ৫॥

আমরা জাগ্রত থাকি বা নিদ্রিত থাকি, তিনি সর্ব্বক্ষণই

জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগের নানাবিধ প্রয়োজনীয় অর্থ-সকল বিধান করিতে থাকেন। যখন আমরা স্বকীয় মঙ্গল সাধনার্থে শ্রম হইতে বিরত হই, তখন তিনি বিরত হন না। তিনি আমারদিগের অবিশ্রান্ত হিত-সাধন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

৬৯

অণোরণীযান্ মহতোমহীযান্
আত্মা গুহাযাং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো-
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম ॥ ৬ ॥

'অণোঃ' সূক্ষ্মাদপি 'অণীয়ান্' অণুতরঃ 'মহতঃ' 'মহীয়ান্' মহত্তরঃ। সচ 'আত্মা' পরমেশ্বরঃ 'অস্য জন্তোঃ' প্রাণিজাতস্য 'গুহায়াং' হৃদয়ে 'নিহিতঃ' স্থিতঃ। 'তম্' 'ঈশম্' 'অক্রতুং' বিষয়ভোগসঙ্কল্পরহিতম্ অস্য চ 'মহিমানং' 'পশ্যতি' যঃ সঃ 'বীতশোকঃ' 'ধাতুঃ' ঈশ্বরস্য 'প্রসাদাৎ'। প্রসন্নে হি পরমেশ্বরে তদ্যাথাত্ম্যজ্ঞানমুপপদ্যতে ॥ ৬ ॥

পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম; এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগত-শোক ব্যক্তি সেই ভোগাভিলাষ-বর্জ্জিত ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন ॥ ৬ ॥

আমারদের আত্মা হইতেও তিনি সূক্ষ্ম এবং অসীম আকাশ হইতেও তিনি মহান্। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দূরে ভ্রমণ করিতে হয় না, তিনি আমারদের হৃদয় মন আত্মাতেই বাস করিতেছেন। তিনি ভোগাভিলাষ-বর্জিত, নিত্য পরিতৃপ্ত আনন্দময়; যে সাধক তাঁহাকে দর্শন পায়, তাহার আর শোক থাকে না; তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইলে তাহার আর কোন অভাব থাকে না ॥ ৬ ॥

৭০

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একঙ্ রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাঙ্ সুখঙ্ শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

সহি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ 'একঃ' 'বশী' সর্ব্বং হ্যস্য জগৎ বশে বর্ত্ততে 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানামন্ত-রাত্মা 'একং রূপং' 'বহুধা' বহুপ্রকারং 'যঃ করোতি' স্বাত্মসত্তামাত্রেণ অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। 'তম্' 'আত্মস্থং' স্বকীয়ে আত্মনি স্থিতং 'যে' 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ 'অনুপশ্যন্তি' সাক্ষা-দনুভবন্তি 'তেষাং' 'শাশ্বতং' নিত্যং 'সুখম্' আনন্দলক্ষণং ভবতি 'ন ইতরেষাম্' অনেবংবিধানাম্ ॥ ৭ ॥

যিনি এক মাত্র, সকলের নিয়ন্তা, ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন; তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদের নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না॥ ৭॥

সকলেই তাঁহার বশে রহিয়াছে, এবং সকলেরই তিনি নিয়ন্তা। তিনি আমারদের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন। তিনি একাকী কাহারও সহায়তা না লইয়া এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি নিত্য স্বকীয় স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া আপনার এক রূপকে বহু প্রকার করিয়াছেন; আপনি অন্য কোন বস্তু হন নাই। এই এক মাত্র সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাকে যিনি স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সহিত সহবাস লাভ করিয়াছেন; তাঁহার যে রূপ বিষয়াতীত শাশ্বত সুখ ভোগ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না॥ ৭॥

৭১

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো-বহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনু-

পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরে-
ষাম্॥ ৮॥

'নিত্যঃ অনিত্যানাং' 'চেতনঃ' 'চেতনানাং' চেতয়িতা সর্ব্বজন্তূনাম্। কিঞ্চ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ 'একঃ' সন্ 'বহূনাং' কামিনাং সংসারিণাং কর্ম্মানুরূপং 'কামান্' 'যঃ' অনায়াসেন 'বিদধাতি' দদাতি। 'তম্' 'আত্মস্থং' 'যে' অনুপশ্যন্তি' 'ধীরাঃ' 'তেষাং শান্তিঃ' 'শাশ্বতী' নিত্যা 'ন ইতরেষাম্' ॥ ৮॥

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের কেবল এক মাত্র চেতয়িতা, একাকী যিনি তাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না॥ ৮॥

এই জগতের সমুদায় বস্তুই অনিত্য, কেবল তিনি একমাত্র নিত্য। তিনি জীব-সকলকে চেতন দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি তাহারদিগকে অন্ন দিয়া পালন করিতেছেন; তিনি এই অসংখ্য প্রজাদিগের কামনা-সকল একাকী পূর্ণ করিতেছেন। এই এক পৃথিবী-লোকেতেই তাঁহার কত প্রজা এবং ইহার এক এক প্রজারই বা কত প্রয়োজন। তিনি এই সকলের প্রয়োজন যথা-উপযুক্ত-

রূপে একাকী বিধান করিতেছেন; তিনি এক ক্ষুদ্রতম কীটের প্রয়োজনও বিস্মৃত নহেন। যাঁহারা এই সকলের সুহৃৎ কল্যাণ-রূপ পরম দেবতাকে স্বকীয় হৃদয়-মন্দিরে সাক্ষাৎ দর্শন করেন; তাঁহারদিগের তৃপ্তি-সরোবর কদাপি শুষ্ক হয় না, সদাই পূর্ণ থাকে, তাঁহারদের নিত্য শান্তি লাভ হয় ॥ ৮ ॥

৭২

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ ৯ ॥

'যদা সর্ব্বে' 'প্রভিদ্যন্তে' ভেদমুপযান্তি বিনশ্যন্তি 'হৃদয়স্য' মনসঃ 'ইহ' জীবিতে এব গ্রন্থয়ঃ' গ্রন্থিবদ্দৃঢ়বন্ধনরূপাঃ অজ্ঞানপ্রত্যয়াঃ। 'অথ মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি' 'এতাবৎ' এতাবন্মাত্রম্ 'অনুশাসনম্' অনুশিষ্টিরুপদেশঃ ॥ ৯ ॥

যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে ॥ ৯ ॥

অজ্ঞান ও মোহজাল আমারদের হৃদয়-গ্রন্থি। পাপাসক্তি ও কুসংস্কার-রূপ হৃদয়-গ্রন্থি-সকল বিনষ্ট না করিলে পরম পবিত্র পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন এই সকল দুশ্ছেদ্য হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করিতে পারিবে; তখনই জানিবে যে, যে প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিলে

তাঁহার সমীপস্থ হওয়া যায় ও অকুতোভয়ে পরমানন্দে তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস করা যায়, সেই পথের পথিক হইয়াছি—মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া পরম পুরুষকে লাভ করিয়াছি। এই অনুশাসন, এই উপদেশ॥ ৯॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

৭৩

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ ১॥

'দ্বা' দ্বৌ 'সুপর্ণা' সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ পক্ষিণৌ 'সযুজা' সযুজৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ 'সখায়া' সখায়ৌ আত্মানৌ ক্ষেত্রজ্ঞপরমেশ্বরৌ 'সমানম্' অবিশেষম্ অধিষ্ঠানতয়া একং 'বৃক্ষম্' উচ্ছেদসামান্যাৎ শরীরং 'পরিষস্বজাতে' পরিষক্তবন্তৌ। 'তয়োঃ' বৃক্ষং পরিষক্তয়োঃ 'অন্যঃ' একঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ 'পিপ্পলং' কর্ম্মনিষ্পন্নং ফলং 'স্বাদু' যথা ভবতি তথা 'অত্তি' ভক্ষয়তি উপভুংক্তে। 'অনশ্নন্' অভুঞ্জানঃ 'অন্যঃ' ইতরঃ ঈশ্বরঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ

ভোজ্যভোক্ত্রোঃ প্রেরয়িতা 'অভিচাকশীতি' পশ্যত্যেব কেবলম্। দর্শনমাত্রং হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ॥ ১॥

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা; তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন॥ ১॥

দুই সুন্দর পক্ষী, জীবাত্মা আর পরমাত্মা; পরমাত্মার সৌন্দর্য্যের আভা পাইয়া জীবাত্মাও সুন্দর হইয়াছে। জীবাত্মা তাঁহার অন্তরতম পরমাত্মার সহিত সর্ব্বদাই একত্র যুক্ত আছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই; তাঁহারা উভয়েই এই শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। পরমাত্মা জীবাত্মাতে সাক্ষিরূপে অবস্থিতি করিয়া তাহাকে কর্ম্ম-ফল প্রদান করিতেছেন, জীবাত্মা তাহা প্রাপ্ত হইয়া উপভোগ করিতেছে। পরমাত্মা প্রেম দান করিয়া জীবাত্মাকে পালন করিতেছেন, জীবাত্মা সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছে। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট; পরমাত্মা নিয়ন্তা, জীবাত্মা তাঁহার অধীন; পরমাত্মা প্রদাতা, জীবাত্মা ভোক্তা; পরমাত্মা আমারদের একমাত্র সহায়, আমরা তাঁহার প্রসাদাৎ বিষয়-সুখ, আত্মপ্রসাদ, ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছি। জীবাত্মা

এই শরীর-রূপ নীড়ে থাকিয়া অখিল-মাতার ক্রোড়ে পুষ্ট হইতেছে, উপযুক্ত হইলে এই শরীর হইতে মুক্ত হইয়া এবং তাঁহার অনুচর হইয়া তাঁহার সহিত নিত্য কাল সঞ্চরণ করিবে ॥ ১ ॥

৭৪

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২ ॥

'সমানে বৃক্ষে' একস্মিন্ শরীরে 'পুরুষঃ' ভোক্তা জীবঃ-কামকর্ম্মফলরাগাদিগুরুভারাক্রান্তঃ 'নিমগ্নঃ'। অতঃ 'অনীশয়া' পুত্রোমম বিনষ্টোমৃতা মে ভার্য্যা কিং মে জীবিতেন ইত্যেবং দীনভাবোঽনীশা তয়া 'শোচতি' সন্তপ্যতে 'মুহ্যমানঃ' অনেকৈরনর্থপ্রকারৈরবিবেকতয়া চিন্তামাপদ্যমানঃ। 'জুষ্টং' সেবিতমনেকৈঃ 'যদা' যস্মিন্ কালে 'পশ্যতি' ধ্যায়মানঃ 'অন্যম্ ঈশং' সর্ব্বস্য জগতঃ অসংসারিণম্ অশনায়াপিপাসা শোকমোহজরামৃত্যুধর্ম্মাতীতম্ 'অস্য চ পরমেশ্বরস্য' 'মহিমানং' বিভূতিম্ 'ইতি বীতশোকঃ' তদা ভবতি ॥ ২ ॥

জীবাত্মা শরীর-মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন-ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে; কিন্তু

যখন সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না ॥ ২ ॥

যখন পরমেশ্বরকে ভুলিয়া কেবল বিষয়-সুখসাধনার্থে সংসারে নিমগ্ন হই, তখন আমারদের পদে পদে শোক হয়; কিন্তু যখন প্রীতি পূর্ব্বক সর্ব্ব-সেব্য পরমেশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখি এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সাধন করিতে থাকি, তখন আর শোক থাকে না, পরমানন্দ উদ্ভব হয় ॥ ২ ॥

৭৫

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরোন শোচতি॥ ৩ ॥

'যদা' যস্মিন্ কালে 'পশ্যঃ' পশ্যতি যঃ সবিদ্বান্ সাধকঃ 'পশ্যতে' পশ্যতি 'রুক্মবর্ণং' রুক্মস্যেব জ্যোতিরস্য স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবং নিত্যচৈতন্যরূপং 'কর্ত্তারং' 'সর্ব্বস্য জগতঃ ঈশং' 'পুরুষং' 'ব্রহ্মযোনিং' ব্রহ্ম চ তদ্যোনিশ্চাসৌ ব্রহ্ম-যোনিঃ তম্। 'তদা' সঃ 'বিদ্বান্' 'পুণ্যপাপে' 'বিধূয' নিরস্য 'নিরঞ্জনঃ' নির্লেপঃ বিগতক্লেশঃ 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'সাম্যং'

সমতাম্ 'উপৈতি' প্রপদ্যতে। 'মহান্তং' 'বিভুং' ব্যাপিনম 'আত্মানম্' ঈশ্বরং 'মত্বা' 'ধীরঃ' ধীমান্ 'ন শোচতি' ॥ ৩ ॥

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন সাধক সপ্রকাশ বিশ্বের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং কারণ-স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে দৃষ্টি করেন; তখন তিনি পুণ্যপাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লিপ্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন; ধীর ব্যক্তি মহান্ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না ॥ ৩ ॥

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক স্বীয় জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে লাভ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়েন এবং পুণ্যের ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আর কর্ম্ম করেন না। তিনি বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া লোকের হিতের নিমিত্ত এবং তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন। যখন প্রভু হৃদয়ে আসীন হন, তখন মনোবৃত্তি-সকল সংযত হয়, তখন চিত্ত সাম্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে জানিয়া আর দীন-ভাবে মুহ্যমান হইয়া শোক করেন না ॥ ৩ ॥

৭৬

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে সযোহ বৈ তদ-চ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদযতে ॥৪॥

'পরম্ এব অক্ষরং' সত্যং পুরুষাখ্যং 'প্রতিপদ্যতে' প্রাপ্নোতি 'সঃ' 'যঃ হ বৈ' 'তৎ' 'অচ্ছাযং' তমোবর্জ্জিতম্ 'অশরীরং' শরীরবর্জ্জিতম্ 'অলোহিতং' লোহিতাদিগুণবর্জ্জিতং 'শুভ্রং' শুদ্ধম্ 'অক্ষরং' ব্রহ্ম 'বেদযতে' বিজানাতি ॥ ৪ ॥

যিনি সেই ছায়া-রহিত, লোহিতাদি গুণরহিত, পরিশুদ্ধ, অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি সেই অক্ষয় পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪ ॥

পরমেশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে জানিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪ ॥

৭৭

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্ ॥ ৫ ॥

সত্যং জ্ঞানমক্ষরম্ 'অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্' 'অগ্রাহ্যং' কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ 'অলক্ষণম্' অলিঙ্গম 'অচিন্ত্যম্' 'অব্যপদেশ্যং' শব্দৈঃ। একঃ জগৎকারণং ব্রহ্মাস্তীতি আত্মনঃ প্রত্যযঃ সারং প্রমাণং যস্যাধিগমে তৎ 'একাত্মপ্রত্যযসারং' প্রপঞ্চস্য সংসারস্য উপশমঃ উপরতিঃ নিবৃত্তিঃ যত্র তৎ 'প্রপঞ্চোপশমং' সংসারধর্ম্মাতীতং 'শান্তং' 'শিবম্' 'অদ্বৈতম্' একম্ ॥ ৫ ॥

পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, তিনি কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমুদয় সংসার-ধর্ম্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয় ॥ ৫ ॥

সেই অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহাকে মনের দ্বারা কল্পনা করা যায় না, তাঁহাকে পরিমিত বস্তুর ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝা যায় না। কেবল নির্ম্মল সহজ জ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হন এবং এক আত্মপ্রত্যয়ের বলে সেই জ্ঞানগোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অকৃত অমৃত অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্মা সেই পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে। জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায়, এবং সেই সত্যেতে আমারদের আত্মার প্রত্যয় হয়। অতএব এই স্বভাব-সিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের একমাত্র হেতু। যখন আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ অনন্ত পুরুষ সহজ জ্ঞানে প্রকাশিত হন, তখন বুদ্ধি তাঁহার জগৎ-রচনার কৌশল দেখিয়া তাঁহার বিজ্ঞানের পরিচয় দেয় এবং জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম দেখাইয়া সেই নিয়ন্তার মঙ্গল ভাব ব্যক্ত করে। যদিও

পরিমিত বুদ্ধি অনন্ত পুরুষকে বুঝিয়া শেষ করিতে পারে না, তথাপি সে সহজ জ্ঞানকে অতিমাত্র পোষণ করে। অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্যক্তি জগৎ-কার্য্যের অন্তর্ব্বাহ্যের আলোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে কদাপি অবহেলা করিবেন না। বুদ্ধি সুমার্জ্জিত হইলে সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের অধিকার ও উদ্দেশ্য আমরা বিশেষ-রূপে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি।

সংসার যাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়া নিয়মিত হইতেছে, তিনি সমুদায় সংসার-ধর্ম্মের অতীত। তাঁহার রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক কোন বৃত্তিই নাই, অতএব তিনি শান্ত। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তিনি সকলের মঙ্গলোদ্দেশে এই সংসার নিয়ত পালন করিতেছেন। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয় ॥ ৫ ॥

৭৮

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা ॥ ৬ ॥

'তৎ এতৎ' ব্রহ্ম অক্ষরং 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরং 'পুত্রাৎ' তথা 'প্রেয়ঃ বিত্তাৎ' হিরণ্যরত্নাদেঃ তথা 'প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ' যৎ যৎ লোকে প্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধং তস্মাৎ 'সর্ব্বস্মাৎ' অন্তরতরাৎ 'অন্তরতরং' 'যৎ অয়ং আত্মা' যদেতৎব্রহ্ম; যোহি লোকে নিরতিশয়ঃ প্রিয়ঃ সর্ব্বযত্নেন লব্ধব্যোভবতি তদেতৎ ব্রহ্ম

সর্ব্বলৌকিকপ্রিয়েভ্যঃ প্রিয়তমং তস্মাৎ তল্লাভে মহান্ যত্ন আস্থেয়ঃ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয় ॥ ৬ ॥

তাঁহা হইতে আন্তরিক প্রিয়তর সুহৃৎ আমাদের আর কেহ নাই ॥ ৬ ॥

৭৯

সযোন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ ॥ ৭ ॥

'সঃ যঃ' কশ্চিৎ ব্রহ্মপ্রিয়বাদী 'আত্মনঃ' ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ 'অন্যং' পুত্রাদিকং 'প্রিয়ং ব্রুবাণং' 'ব্রূয়াৎ' কিং ব্রূয়াৎ তবাভিমতং পুত্রাদিলক্ষণং 'প্রিয়ং' 'রোৎস্যতি' আবরণং প্রাণসংরোধনং প্রাপ্স্যতি বিনঙ্ক্ষ্যতি 'ইতি'। সঃ 'ঈশ্বরঃ' সমর্থঃ পর্য্যাপ্তোহসাবেবং বক্তুং 'হ'। 'তথা' এব স্যাৎ যত্তেনোক্তং প্রাণসংরোধনং তৎ প্রাপ্স্যতি ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মবাদী বলেন, তোমার যে প্রিয়,

সে বিনাশ পাইবে; তাঁহার এপ্রকার বলিবার অধিকার আছে, বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন, তাহাই হয়॥ ৭॥

পুত্র দারা ধন জন সমুদায়ই অনিত্য। এ সংসারের এই সকল প্রিয় বস্তুর সহিত কখন না কখন অবশ্য বিচ্ছেদ হইবে কিন্তু অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মার সহিত ইহ কালে কি পর কালে কখনই বিচ্ছেদ হইবেক না। ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে, যে ব্যক্তি পরমেশ্বর অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহার প্রিয় অবশ্য বিনাশ পাইবে। বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকদিগের এ উপদেশ দিবার অধিকার আছে, এবং তাঁহারদিগের উপদেশ যাহারা গ্রহণ না করে, তাহারা দুঃখ পায়। সকলের অন্তরতর মঙ্গলাকর পরমাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর। তাঁহাকে প্রীতি করিলে তাঁহার প্রেমাস্পদ সকলকেই প্রীতি করিতে হয় এবং এই জগৎ-সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তে তিনি যাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও প্রীতি করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমধিক প্রীতি ও স্নেহ করিতে হয়। কিন্তু পরমাত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে অধিক প্রীতি করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হওয়া বিশুদ্ধ বিহিত প্রীতির রীতি নহে॥ ৭॥

৮০

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। সযআত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্যপ্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥ ৮॥

উজ্‌ঝিত্বা অন্যৎ প্রিয়ম্ ‘আত্মানম্ এব’ ব্রহ্মৈব ‘প্রিয়ম্ উপাসীত’। ‘সঃ যঃ’ ‘আত্মানম্ এব’ ব্রহ্মৈব ‘প্রিয়ম উপাস্তে’ ‘ন হ অস্য প্রিয়ং’ ‘প্রমায়ুকং’ প্রমরণশীলং ভবতি ॥ ৮ ॥

পরমাত্মাকেই প্রিয়-রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়-রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হন না ॥ ৮ ॥

যিনি আমারদের মানস-ক্ষেত্রে প্রীতি-পুষ্পের সুকোমল কলিকা স্থাপন করিয়াছেন, যত্ন-পূর্ব্বক তাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবেক। অবিনশ্বর পরমেশ্বর যাঁহার প্রিয়, তাঁহার প্রিয় কদাপি মরণশীল নহেন, তাঁহার সহিত কোন কালে তাঁহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ॥ ৮ ॥

৮১

আত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥ ৯ ॥

প্রীতিরাত্মন্যেব মুখ্যা তস্মাৎ ‘আত্মা বৈ অরে’ ‘দ্রষ্টব্যঃ’ দর্শনার্হঃ জগদ্রূপকার্য্যদ্বারেণ ‘শ্রোতব্যঃ’ আচার্য্যতঃ ‘মন্তব্যঃ’ তত্ত্বতঃ ততঃ ‘নিদিধ্যাসিতব্যঃ’ নিশ্চযেন ধাতব্যঃ ॥ ৯ ॥

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক ॥ ৯ ॥

পরমাত্মার দর্শন করিবেক, অর্থাৎ তাঁহার এই বিশ্ব-কার্য্যে তাঁহার জ্ঞান শক্তি মহিমা প্রতীতি করিবেক ও সকলের প্রাণ-রূপে তাঁহাকে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানিবেক এবং আচার্য্যের নিকটে তাঁহার মহিমা-প্রতিপাদক উপদেশ বাক্য-সকল অতি শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক। জগতে তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া এবং আচার্য্যের নিকট হইতে তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহার মনন করিবেক, এবং পরে তাঁহার নিদিধ্যাসন করিবেক, তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাতে আত্মার সমাধান করিবেক ॥ ৯ ॥

৮২

সবাঅয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা ॥ ১০ ॥

'সঃ বৈ অয়ম্' অজঃ 'আত্মা' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাম্, অধিপতিঃ'। সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা' ॥ ১০ ॥

সেই যে এই পরমাত্মা, ইনি সকল ভূতের অধিপতি এবং সর্ব্বভূতের রাজা ॥ ১০ ॥

ইনি সকলকে নিয়মে রাখিতেছেন, এবং উপযুক্ত দণ্ড পুরস্কার চিরকাল বিধান করিতেছেন ॥ ১০ ॥

৮৩

তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ। এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥ ১১ ॥

'তৎ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ অরাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ'। 'এবম্ এব' 'অস্মিন্ আত্মনি' জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতে 'সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ 'সর্ব্বে এতে আত্মানঃ' প্রতিশরীরানুপ্রবেশিনোজীবাঃ 'সমর্পিতাঃ' ॥ ১১ ॥

যেমন রথ-চক্রের নাভি-দেশে ও নেমিদেশে সমুদয় অর সমর্পিত থাকে, সেইরূপ এই পরমাত্মাতে সকল ভূত ও সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদায় জীব সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি ভূত-সকল, লোকান্তরবাসী মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মজীবি জীবসকল, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পৃথিব্যাদি লোকসকল, প্রাণীদিগের প্রাণন-ক্রিয়া সকল, এবং

অসংখ্য-লোক-স্থিত অনন্ত জীবদিগের আত্মা-সকল, এই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

৮৪

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ। অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতোজাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥১২॥

'যুজে' অহং সমাদধে 'বাং' বঃ যুষ্মাকং কারণভূতং 'ব্রহ্ম' অস্মাকমপি 'পূর্ব্ব্যং' চিরন্তনং 'নমোভিঃ'। হে 'অনাদিমৎ' আদ্যন্তশূন্যপরমাত্মন্ 'ত্বং' 'বিভুত্বেন' ব্যাপকত্বেন 'বর্ত্তসে' 'যতঃ' ততঃ 'জাতানি ভুবনানি' 'বিশ্বা' বিশ্বানি ॥ ১২ ॥

আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদিগের ও আমারদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি। হে অনাদিমৎ পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে॥ ১২ ॥

ব্রহ্মবাদী আচার্য্য শিষ্যদিগকে কহিতেছেন, আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদিগের ও আমারদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সমাধি করি; তোমরাও আমার সহিত তাঁহার সমাধি কর ॥ ১২ ॥

৮৫

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী

বিনষ্টিঃ। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥ ১৩॥

'অথ' 'ইহ এব সন্তঃ' অহো বযং কৃতার্থাঃ 'তৎ' ব্রহ্ম 'বিদ্মঃ' বিজানীমঃ। 'তৎ' 'ন চেৎ' বেদিতবন্তোবযং ততো-হহম্ 'অবেদিঃ' স্যাম্। বেদনং বেদঃ বেদোঽস্যাস্তীতি বেদী। বেদ্যেব বেদিঃ ন বেদিঃ অবেদিঃ। যদ্যবেদিঃ স্যাং কোদোষঃ স্যাৎ। 'মহতী' 'বিনষ্টিঃ' বিনাশনম্। অহো বযমস্মান্মহতোবিনাশনান্নির্ম্মুক্তাঃ যত্তৎ ব্রহ্ম বযং বিদিতবন্তঃ। 'যে এতৎ বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি'। 'অথ' যে পুনর্নৈবং ব্রহ্ম বিদুঃ তে 'ইতরে' ব্রহ্মবিদোঽন্যে 'দুঃখম্ এব' 'অপিযন্তি' প্রতিপদ্যন্তে॥ ১৩॥

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়॥ ১৩॥

কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিয়াছি, এই অন্ধকারময় সংসারে নিমগ্ন ও আচ্ছন্ন হইয়াও আমাদের জ্ঞান-চক্ষু সেই সত্যজ্ঞান-জ্যোতিকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে এবং হৃদয় তাঁহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি অর্পণ করিয়া পাপ-তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে। ইহা হইতে

আর আশ্চর্য্য কি আছে! ইহাতে আমরা ধন্য হইয়াছি। তিনি এই ভূলোকে আর আর যত জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারদিগকে এ প্রকার ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন নাই, আমারদিগকে অতীব কৃপা করিয়া এই সকল দিয়াছেন; ইহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, ইহার দ্বারা আমরা সকল সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহাকে এখানে জানিতে না পারিতাম, ও তাঁহার সহিত অকাট্য নিত্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ না করিতাম, তবে আমরা অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতাম। তাহা হইলে এই সংসারের বিপদ্-সাগরে পতিত হইয়া আর কোথায় আশ্রয় পাইতাম! লোকের নিকট হইতে নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া আর কোথায় শীতল হইতাম! পাপ তাপ হইতে, মৃত্যু-ভয় হইতে আমারদিগকে আর কে পরিত্রাণ করিত! ॥ ১৩ ॥"

৮৬

ততোযদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ১৪ ॥

'ততঃ' কার্য্যাৎ উত্তরং কারণং ততোপ্যুত্তরং 'উত্তরতরং' কারণস্য কারণং 'যৎ' ব্রহ্ম 'তৎ' 'অরূপং' রূপরহিতং 'অনাময়ং' রোগশোকরহিতম্। 'যে এতৎ বিদুঃ' 'অমৃতাঃ' অমরণ-

ধর্ম্মাণঃ 'তে ভবন্তি' 'অথ ইতরে' যে তদ্‌ব্রহ্ম ন বিদুস্তে 'দুঃখম্ এব অপিযন্তি' ॥ ১৪ ॥

যিনি কারণের কারণ, তিনি রূপহীন ও নিরাময়। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায় ॥ ১৪ ॥

এই সংসারে যে সকল কারণ হইতে যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, সেই সকল কারণের কারণ পরব্রহ্ম। তিনি রূপহীন ও নিরাময়। যাঁহারা ইহাঁকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করত ইহাঁর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করেন, তাঁহারা অমর হয়েন। তদ্ভিন্ন কেহই আর সাংসারিক শোক-দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

৮৭

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতাভবন্তি ॥ ১৫ ॥

'ততঃ' বিশ্বকার্য্যস্য 'পরং' কারণং 'পরং' 'ব্রহ্ম' 'বৃহন্তং' মহৎ 'যথানিকায়ং' যথাশরীরং 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্' অন্তরবস্থিতম। 'বিশ্বস্য একং' 'পরিবেষ্টিতারং' স্বাত্মনা সর্ব্বং ব্যাপ্যাবস্থিতম্। 'তম্' 'ঈশং' পরমেশ্বরং 'জ্ঞাত্বা' 'অমৃতাঃ' 'ভবন্তি' ॥১৫ ॥

বিশ্ব-কার্য্যের কারণ পরব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ; তিনি সর্ব্বভূতে শরীর-মধ্যে গূঢ়-রূপে স্থিতি করিতেছেন। সেই বিশ্ব-সংসারের একমাত্র পরিবেষ্টিতা পরমেশ্বরকে জানিয়া লোকসকল অমর হয়েন॥ ১৫॥

তাঁহা হইতে এই সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব তিনি বিশ্ব-কার্য্যের কারণ এবং মহান্। তিনি অন্তর্ব্বাহ্যে সকল স্থানেই সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছেন, তথাপি কেহ তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না, কারণ তিনি জ্ঞান-স্বরূপ; জ্ঞান-স্বরূপকে জ্ঞান দ্বারাই জানা যায়। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা ইহাঁর সহিত নিত্য সহবাস লাভ করেন॥ ১৫॥

৮৮

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ॥১৬॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাঃ আভাস্যন্তে প্রকাশ্যন্তে যেন ব্রহ্মণা তৎ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং' স্বয়ন্ত 'সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং' সর্ব্বকরণ-রহিতম্। 'সর্ব্বস্য' জগতঃ 'প্রভুম্ ঈশানং' 'সর্ব্বস্য' 'শরণং' রক্ষিতৃ 'সুহৃৎ' মিত্রম্॥ ১৬॥

তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল-ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। তিনি সক-

লের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ॥ ১৬॥

তিনি আমারদিগকে জ্ঞান, সুখ ও সামর্থ্য প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে আমারদের ইন্দ্রিয়গণকে তদুপযোগী বিবিধ গুণে ভূষিত করিয়াছেন। চক্ষু যে বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য শোভা অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে, কর্ণ যে মনোহর বিহঙ্গ-রব, সুমধুর সঙ্গীত-স্বর ও ব্রহ্মগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হইতেছে, রসনা যে নানা রস-মিলিত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধপ্রকার সুস্বাদ সামগ্রীর স্বাদগ্রহ করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা যে অশেষপ্রকার সুগন্ধি পুষ্পের মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গব্যাপী স্পর্শেন্দ্রিয় যে সুস্নিগ্ধ সুমন্দ মারুত হিল্লোলে স্নিগ্ধ হইয়া মনুষ্যের সুখসরোবর পূর্ণ করিতেছে; সকলমঙ্গলাকর পরমেশ্বরই এ সমুদায়ের একমাত্র কারণ। তিনি এই ইন্দ্রিয়গণকে যে রূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদীয় বিষয় সমুদায়কেও তাহার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করাতেই আমরা তাঁহার প্রদত্ত প্রচুর সুখে সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগকে হস্তদ্বয় প্রদান করাতে আমরা সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারিতেছি। তিনি আমারদিগকে গমনেন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত করাতে আমরা সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ হইতেছি।

তিনি আমারদিগকে বাগিন্দ্রিয় দেওয়াতে আমরা মনের ভাব-সকল প্রকাশ করিয়া সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগের এক এক ইন্দ্রিয়কে সুখ-ভাণ্ডারের এক এক দ্বার-স্বরূপ করিয়াছেন। আমারদের প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয় এক এক কল্যাণময় প্রস্রবণতুল্য হইয়া অবিরত কল্যাণ-বারি বিনির্গত করিতেছে, তদ্দ্বারা সকল কল্যাণের অদ্বিতীয় আকর-স্বরূপ বিশ্ব-বিধাতার অদ্ভুত মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

তিনি জীবদিগের উপকারার্থে এই অত্যাশ্চর্য্য ইন্দ্রিয়-সকল সৃজন করিয়াছেন এবং তাঁহার অধিষ্ঠানেই এই ইন্দ্রিয়ের গুণ-সকল প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল-ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। তাঁহার জ্ঞানের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নাই, তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নাই; তিনি চক্ষু-কর্ণ-বিহীন হইয়াও সমুদায় দেখিতেছেন ও সকল শুনিতেছেন এবং পাণি পাদ ব্যতীতও সর্ব্বত্র গমন করিতেছেন এবং সকল গ্রহণ করিতেছেন। ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ ॥ ১৬ ॥

৮৯

মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষপ্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানোজ্যোতিরব্যয়ঃ ॥১৭॥

'মহান্' 'প্রভুঃ' সমর্থঃ জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারে 'বৈ' পুরুষঃ' 'এষঃ' 'ঈশানঃ' 'জ্যোতিঃ' পরিশুদ্ধোবিজ্ঞানপ্রকাশঃ 'অব্যয়ঃ' অবিনাশী 'সত্বস্য' ধর্ম্মস্য 'প্রবর্ত্তকঃ' প্রেরয়িতা। কমর্থমুদ্দিশ্য 'ইমাং' 'সুনির্ম্মলাং' 'শান্তিম্' উদ্দিশ্য ॥ ১৭ ॥

এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু। এই জ্ঞান-জ্যোতিঃ-স্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন ॥ ১৭ ॥

এই মঙ্গলময় মহান্ পুরুষ আমারদিগকে কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ দিয়া পশুদিগের ন্যায় সংসারে বদ্ধ করেন নাই, কিন্তু অমূল্য ধর্ম্ম দিয়া আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বিষয়-সুখ হইতে সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট আত্ম-প্রসাদের উদ্দেশে, আমারদের সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে, স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। তিনি আমারদের আত্মাতে শুভ-বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বল নিয়ত প্রেরণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রসাদে ধর্ম্ম-বলে স্বাধীন হইয়া মুক্তির অধিকারী হইয়াছি ॥ ১৭ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

১০

ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে ॥ ১ ॥

'ওম্ ইতি ব্রহ্ম' ওঙ্কারোহি ব্রহ্মপ্রতিবুদ্ধেরারোহণাযালম্বনম্। 'অস্মৈ' ব্রহ্মণে 'সর্ব্বে' 'দেবাঃ' 'বলিং' পূজাম্ 'আহরন্তি'। 'মধ্যে' 'বামনং' সম্ভজনীযং সর্ব্বৈঃ 'আসীনং' 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'দেবাঃ উপাসতে' ॥ ১ ॥

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইহাঁর পূজা আহরণ করিতেছেন। জগতের মধ্য-স্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদয় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন ॥ ১॥

জগতের এই অদ্বিতীয় কর্ত্তা যেমন ঈশ্বর, মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের বাচ্য, সেই রূপ ওঁ শব্দেরো বাচ্য। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা; তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য মহান্ পুরুষ। পৃথিবী অপেক্ষা অন্য অন্য উৎকৃষ্টতর লোকনিবাসী দেবতারা নিয়ত তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। আম-

রাও যদি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা করি, তবে আমার-দেরো কর্ত্তব্য যে দেবতাদের ন্যায় সেই বিশুদ্ধ মঙ্গল স্বরূ-পের নিতান্ত অধীন ও অনুগত থাকিয়া এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি-বৃত্তি উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার উপাসনাতে রত থাকি॥ ১॥

৯১

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ। ওঁকারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ॥ ২॥

'ওম্ ইতি এবম্' ওঙ্কারালম্বনাঃ সন্তঃ 'ধ্যায়থ' চিন্তয়ত 'আত্মানং' জ্ঞানস্বরূপং পরং ব্রহ্ম 'স্বস্তি' নির্ব্বিঘ্নমস্তু 'বঃ' যুষ্মাকং 'পারায়' পরকূলায় 'তমসঃ' অজ্ঞানতমসঃ 'পরস্তাৎ' ব্রহ্মস্বরূপাবগমনায় ইত্যর্থঃ। 'ওঙ্কারেণ এব' 'আয়তনেন' সাধনেন 'অন্বেতি' প্রাপ্নোতি 'বিদ্বান্' 'যৎ তৎ শান্তম্ 'অজরং' জরাবর্জ্জিতম্ 'অমৃতং' মৃত্যুবর্জ্জিতম্ 'অভয়ং' 'পরং' নিরতিশয়ং 'চ' ব্রহ্ম ওঙ্কারাখ্যম্॥ ২॥

ওঙ্কারপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার-সাধনার দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ২॥

বিশুদ্ধ উজ্জ্বল জ্ঞান দ্বারা সেই ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর; তবে নিশ্চয় তোমরা সংসারের অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হইবে এবং শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২ ॥

৯২

তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিযোযোনঃ প্রচোদযাৎ ॥ ৩ ॥

'তৎসবিতুঃ' তস্য সবিতুঃ জগৎপ্রসবিতুঃ প্রেরকস্য সর্ব্বকামানাম্ বিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্য অন্তর্যামিনো ব্রহ্মণঃ 'দেবস্য' দ্যোতনাত্মকস্য পরমেশ্বরস্য 'বরেণ্যং' বরণীযং 'ভর্গঃ' ভর্গং তেজঃ জ্ঞানং শক্তিঞ্চ 'ধীমহি' ধ্যাযেম বযম্। 'ধিয়ঃ' বুদ্ধিবৃত্তীঃ 'যঃ' সবিতা 'নঃ' অস্মাকং 'প্রচোদযাৎ' প্রেরযতি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায ॥ ৩ ॥

সেই জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

যিনি এই জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি পিতামাতার ন্যায় এই বিশ্ব পালন করিতেছেন, তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও মহতী শক্তি বিশ্ব-নিবাসী অসংখ্য-জীবের কল্যাণ-সাধনার্থেই

তৎপর রহিয়াছে। তিনি আমারদিগের ধর্ম্ম-পথে সহায়ার্থে বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল্ পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার সাধনেতে আমরা সকল প্রকার পাপ তাপ হইতে নিস্তার পাই ॥৩॥

৯৩

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু ॥ ৪ ॥

'অহং ব্রহ্ম' 'মা' 'নিরাকুর্য্যাং' ন ত্যজেয়ং 'মা' মাম্ উপাসকং 'ব্রহ্ম' 'মা' 'নিরাকরোৎ' নাত্যজৎ। মৎকর্ত্তৃকং ব্রহ্মণঃ 'অনিরাকরণম্' অতিরস্করণম্ 'অস্তু' ॥ ৪ ॥

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিত্যক্ত থাকুন ॥ ৪ ॥

করুণাময় বিশ্ব-পিতা কোন বিষয়ে আমারদিগকে বিস্মৃত হন নাই। আমরা প্রত্যেক নিমেষেই তাঁহার কৃপা-বারি প্রাপ্ত হইতেছি এবং প্রত্যেক বারের নিঃশ্বাস-ক্রিয়াতেই তাঁহার করুণা-সমীরণ সেবন করিতেছি। তিনি আমারদিগকে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হন নাই এবং কোন কালে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হইবেনও না; তিনি আমারদিগকে নিয়ত প্রীতি-দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। অতএব আমরা যেন তাঁহাকে বিস্মৃত না হই, যেন কৃতজ্ঞ হইয়া নিয়ত তাঁহার

প্রীতি-সুধা পান করি ও তাঁহার করুণাদত্ত অনুজ্ঞা-সকল সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করিতে প্রবৃত্ত থাকি॥ ৪॥

৯৪

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বোম্মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ॥ ৫॥

'তং' 'বেদ্যং' বেদনীয়ং পূর্ণত্বাৎ 'পুরুষং' পরং ব্রহ্ম 'বেদ' 'যথা' 'বঃ' যুষ্মান্ 'মৃত্যুঃ মা' 'পরিব্যথাঃ' মা পরিব্যথয়তু। ন চেৎ বিজ্ঞায়তে পুরুষোমৃত্যুনিমিত্তাং ব্যথামাপন্নাদুঃখিন এব যূয়ং স্থঃ অতস্তন্মা ভূৎযুষ্মাকমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫॥

তোমাদের মৃত্যু-পীড়া না হউক, এ প্রযুক্ত সেই বেদ্য পুরুষকে জান॥ ৫॥

সেই অমৃত পুরুষকে জান এবং তাঁহাকে সকল হইতে, আপনা হইতেও অধিক প্রীতি কর, তবে তোমারদের মৃত্যু-পীড়ার অবসান হইবে। যিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মের সহিত যাঁহার নিত্য সহবাস হইয়াছে; তিনি এখানে থাকিয়াই সংসারকে অতিক্রম করেন এবং মৃত্যু-পাশ হইতে পরিত্রাণ পান। তাহাঁর নিকটে শূন্য পূর্ণ হয়, বিপদ্ মঙ্গ-লের আধার হয় এবং মৃত্যু, অমৃতের সোপান হয়॥ ৫॥

৯৫

যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমা-

বিবেশ। যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥ ৬ ॥

'যঃ দেবঃ অগ্নৌ যঃ অপ্সু' 'যঃ বিশ্বং ভুবনং' স্বেন রচিতং সংসারম্ 'আবিবেশ' প্রবিষ্টবান্। 'যঃ' 'ওষধীষু', ওষধিষু 'যঃ বনস্পতিষু' 'তস্মৈ' 'দেবায়' পরমেশ্বরায় 'নমঃ নমঃ' দ্বির্ব্বচনমাদরার্থম্ ॥ ৬ ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি ॥৬॥

যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মে রাখিতে-ছেন, ও অসীম সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে বিরাজ করিতে-ছেন; যাঁহার করুণা নিদাঘকালের তৃপ্তিকর বারি-ধারাতে ও প্রাণদ ওষধি বনস্পতিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যিনি ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষে, সকল স্থানেই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

৯৬

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যযং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১॥

'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যযং' ন ব্যেতি ন ক্ষীযতে "তথা অরসং নিত্যং অগন্ধবৎ চ যৎ' ব্রহ্ম। অবিদ্যমানমাদিকারণমস্য তদিদম্ 'অনাদি' তথা অবিদ্যমানোঽন্তোযস্য তৎ 'অনন্তং' 'মহতঃ' মহৎপরিমাণাৎ অপি 'পরং' মহৎ নিরতিশযত্বাৎ 'ধ্রুবং' কূটস্থং নিত্যং 'নিচায্য' অবগম্য 'তম্' এবম্ভূতং ব্রহ্মাত্মানং 'মৃত্যুমুখাৎ' মৃত্যুগোচরাৎ 'প্রমুচ্যতে' বিযুজ্যতে॥ ১॥

যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, যাঁহার ক্ষয় নাই, যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি মহৎ হইতে মহৎ এবং নিত্য ও নির্ব্বিকার; তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয়॥ ১॥

সৃষ্টির অতীত জ্ঞানময় পরমেশ্বর কদাপি শব্দ স্পর্শাদি

ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। তিনি নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিত্য ও মহান্। তাঁহাকে জানিলে লোক মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-ধামে উন্নত হইতে থাকে ॥ ১ ॥

৯৭

এষসর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥২॥

'সর্ব্বেষু ভূতেষু' 'এষঃ' 'গূঢ়োত্মা' গূঢ়ঃ আত্মা প্রচ্ছন্নঃ ব্রহ্মাত্মা 'ন প্রকাশতে' অসংস্কৃতবুদ্ধেরবিজ্ঞেয়ত্বাৎ। 'দৃশ্যতে তু' সংস্কৃতয়া 'বুদ্ধ্যা' 'অগ্র্যয়া' অগ্রমিব অগ্র্যা তয়া একাগ্রতয়োপেতয়া 'সূক্ষ্ময়া' সূক্ষ্মবস্তুনিরূপণপরয়া কৈঃ 'সূক্ষ্মদর্শিভিঃ সূক্ষ্মং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তৈঃ পণ্ডিতৈঃ ॥ ২ ॥

এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতেতে গূঢ় রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, এ প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন ॥২॥

পরমাত্মা সকলের শক্তির শক্তিতে, সকলের প্রাণের প্রাণেতে, সকলের আত্মার আত্মাতে গূঢ় রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন ; বিষয়-মোহে মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকটে তিনি প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শী ধীরেরা একনিষ্ঠ সুমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা

সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বরকে জ্ঞানালোকে দেখিতে পান ॥ ২ ॥

৯৮

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো-
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনূংস্বাম্ ॥ ৩ ॥

'ন অযম্ আত্মা' ব্রহ্মাত্মা 'প্রবচনেন' প্রকৃষ্টবচনেন 'লভ্যঃ' জ্ঞেযঃ 'ন' অপি 'মেধয়া' গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা 'ন বহুনা শ্রুতেন' শ্রবণেন। কেন তর্হি লভ্যইত্যুচ্যতে। 'যম্ এব' ব্রহ্মাত্মানম্ 'এষঃ' সাধকঃ 'বৃণুতে' প্রার্থযতে 'তেন' সাধকেন 'লভ্যঃ'। 'এষঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা 'তস্য' আত্ম-কামস্য 'বৃণুতে' প্রকাশযতি পারমার্থিকীং 'স্বাং' স্বকীযাং 'তনূম্' ॥ ৩ ॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥ ৩ ॥

যদি তাঁহাকে পাইবার নিমিত্তে অনুরাগ ও যত্ন না থাকে; তবে প্রবল মেধাই থাকুক, আর প্রচুর উপদেশ-বাক্যই শ্রুত হউক, কিছুতেই তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া একান্তে তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারই সন্নিধানে পরমাত্মা আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন। তখন সেই সাধক আপ্তকাম হইয়া পবিত্র ও পরিতৃপ্ত হয়েন॥ ৩॥

৯৯

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি॥ ৪॥

'উত্তিষ্ঠত' হে জন্তবঃ ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখাভবত 'জাগ্রত' অজ্ঞাননিদ্রায়াঃ ঘোররূপায়াঃ সর্ব্বানর্থবীজভূতায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত। কথং 'প্রাপ্য' উপগম্য 'বরান্' প্রকৃষ্টান্ আচার্য্যান্ ব্রহ্মবিদঃ তদুপদিষ্টং সর্ব্বব্যাপিনং ব্রহ্মাত্মানং 'নিবোধত' অবগচ্ছত। যথা 'ক্ষুরস্য' 'ধারা' অগ্রং 'নিশিতা' তীক্ষ্ণীকৃতা দুঃখেনাত্যয়োযস্যাঃ সা 'দুরত্যয়া' পদ্ভ্যাং দুর্গমনীয়া তথা 'দুর্গং' দুঃসম্পাদ্যং 'পথঃ' পন্থানং ব্রহ্মজ্ঞানলক্ষণং মার্গং 'তৎ' 'কবয়ঃ' মেধাবিনঃ 'বদন্তি'॥ ৪॥

হে জীব-সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে

জাগ্রৎ হও এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥

হে জীব-সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হও; আর কত কাল তাহাতে অভিভূত থাকিবে, আর কত দিন পরম ধনকে ভুলিয়া রহিবে। কাল যাইতেছে, মৃত্যু সন্নিকট, জড়তা ও দীর্ঘ-সূত্রতা পরিত্যাগ কর; উত্তম জ্ঞানবান্ আচার্য্যের নিকট যাইয়া সকল আশার যষ্টি-স্বরূপ সেই পরম প্রেমাস্পদকে জান; সহস্র গ্রন্থ পাঠে যাহা না হইবে, তাহা উত্তম আচার্য্যের বাক্যেতে হইবে। ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে হইলে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হয়, ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিতে হয়, তিতিক্ষাকে অভ্যাস করিতে হয়, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সকলকে উন্নত করিতে হয় এবং ঈশ্বর-প্রীতিতে মনকে মগ্ন করিতে হয়; অতএব এ পথ অতি দুর্গম পথ। তথাপি ঈশ্বরের প্রসাদে এবং সাধকের অনুরাগে এ দুর্গম পথও সুগম হইয়া উঠে ॥ ৪ ॥

১০০

তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বং এতদমৃতমভয়ং শান্ত-উপাসীত ॥৫॥

‘তৎ এতৎ ব্রহ্ম’ নাস্য পূর্ব্বং কারণং বিদ্যতইতি ‘অপূ-

র্ব্বম্‌' 'এতৎ অমৃতম্‌ অভযং' 'শান্তঃ' সন্‌ লোকঃ 'উপা-
সীত' ॥ ৫ ॥

সেই যে এই ব্রহ্ম, ইহাঁর পূর্ব্বে আর কেহ নাই; ইনি অমৃত ও অভয়। শান্ত হইয়া ইহাঁর উপাসনা করিবেক ॥ ৫ ॥

যিনি এই বিশ্বের কারণ, তাঁহার আর পূর্ব্ব-কারণ নাই; তিনি অনাদি অনন্ত, অমৃত ও পরিপূর্ণ। সেই অভয়ের শরণাপন্ন হইলে আর কোন ভয় থাকে না। শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেক। শান্তি ঈশ্বর-প্রীতির নিবাস-ভূমি। যখন মন নির্ম্মল ও স্থির হ্রদের ন্যায় শান্ত হয়, তখন আত্মাতে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হয়; নতুবা প্রবল বিত্তৈষণা ও মানৈষণা দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলেও ইন্দ্রিয়-লৌল্য জন্য মন অশুচি হইলে পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপ-ভোগে সামর্থ্য থাকে না। অতএব শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেক ॥ ৫ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

১০১

বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥১॥

'বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ' নিশ্চলঃ 'দিবি' দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা। 'তেন' অদ্বিতীয়েন 'পুরুষেণ' পূর্ণেন 'ইদং সর্ব্বং' 'পূর্ণং' নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপ্তম্ ॥ ১ ॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রহিয়া আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে॥ ১ ॥

বিশ্বপতির আশ্রয়ে এই বিশ্ব-চক্র নিরন্তর ঘূর্ণিত ও উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায়-সকল সম্পাদন করিতেছে। তিনি সাক্ষী-স্বরূপে, নিয়ন্তা-রূপে, নিরন্তর নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিয়া স্বাভিপ্রেত শুভোৎপাদনে নিঃশঙ্ক রহিয়াছেন। প্রবাহ-বলে নদী-তীরস্থ গ্রাম ও নগর ভগ্ন হইতেছে, জলপ্লাবনে দেশ প্রদেশ প্লাবিত হইতেছে, প্রলয়-প্রবাত ও ভীষণ ভূমি-কম্প উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ জীব-শ্রেণী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ মঙ্গলা-

লয় পরমেশ্বর এই সমস্ত আপাততঃ দুঃখ-জনক ব্যাপারকে উত্তর-কালীন উন্নতি-সাধনের অনুকূল করিয়া দিয়া অব্যাকুলিত নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। যখন অতি ঘোর শিলা বর্ষণ ও মেঘগর্জ্জন-সহকৃত মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত দ্বারা পৃথ্বীমণ্ডলের প্রলয়াবস্থা উপস্থিত বোধ হয়, অতি ভয়ানক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত উৎপন্ন হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পশুপক্ষি-মনুষ্য-সম্বলিত গ্রাম নগর দগ্ধ করিতে থাকে এবং রাজ-বিপ্লব ও তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া নর-কণ্ঠ-নিঃসৃত শোণিত-প্রবাহ পৃথ্বীতল প্লাবিত করিতে থাকে; তখনো তিনি আপনার চিরাভিপ্রেত চরম-কল্যাণ-সম্পাদন বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় থাকিয়া সমান-রূপ শান্ত ভাবে অবস্থিতি করেন।

তিনি স্বকীয় স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। আর সকলে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তিনি কাহাকেও অবলম্বন করিয়া নাই; তিনি স্বকীয় মহিমাতেই স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে ॥ ১ ॥

১০২

যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরআত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে ॥২॥

'যথা' যেন প্রকারেণ হে 'সৌম্য' প্রিয়দর্শন 'বয়াংসি'

পক্ষিণঃ 'বাসোবৃক্ষং' বাসার্থং বৃক্ষং 'সংপ্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং' স্থাবরজঙ্গমং 'পরে আত্মনি' অক্ষরে ব্রহ্মণি 'সংপ্রতিষ্ঠতে' ॥ ২ ॥

হে প্রিয়! যেমন পক্ষি-সকল তাহারদিগের বাসস্থান বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সকলই পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে ॥ ২ ॥

সকল বস্তুই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয়কে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে। জড় জগতের সঙ্গে তাঁহার যে প্রকার সম্বন্ধ, আমারদের সঙ্গে ইহা অপেক্ষাও তাঁহার আর এক উচ্চতর সম্বন্ধ। আমরা তাঁহার সেই প্রকার আশ্রিত, যেমন পুত্র পিতার আশ্রিত ॥ ২ ॥

১৩৩

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলোনির্গুণশ্চ ॥ ৩॥

'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ 'দেবঃ' দ্যোতনস্বভাবঃ পরমেশ্বরঃ 'সর্ব্বভূতেষু' 'গূঢ়ঃ' প্রচ্ছন্নঃ 'সর্ব্বব্যাপী' 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানাং অন্তরাত্মা অন্তর্যামী। 'কর্ম্মাধ্যক্ষঃ' সর্ব্ব-

প্রাণিকৃতবিচিত্রকর্ম্মণামধ্যক্ষঃ। সর্ব্বাণি ভূতানি অধিবাসযতীতি 'সর্ব্বভূতাধিবাসঃ' প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য জগতঃ 'সাক্ষী' সর্ব্বদ্রষ্টা 'চেতা কেবলঃ' অসঙ্গঃ 'নির্গুণঃ চ' সত্ত্বাদিগুণরহিতশ্চ ॥ ৩ ॥

এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বভূতেতে গূঢ় রূপে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি তাবৎ কার্য্যের অধ্যক্ষ, তিনি সর্ব্ব ভূতের আশ্রয়, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, সকলের সাক্ষী, ও সঙ্গ-রহিত এবং সৃষ্ট পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই ॥ ৩ ॥

যিনি এই ভূলোকের ঈশ্বর, তিনি গ্রহ চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি সকল লোকেরই ঈশ্বর। যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন এবং আমার প্রভু, তিনি সমুদায় জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা এবং সকলেরই প্রভু। সেই এক দেবতা সর্ব্ব ভূতে গূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া অসীম চরাচর শাসন করিতেছেন। তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী এবং সকলেরই অন্তরাত্মা, আমারদিগের যে এই জীবাত্মা-সকল, তাহারদিগেরও প্রত্যেকের মধ্যে তিনি পূর্ণরূপে রহিয়াছেন। তিনি সকলের সাক্ষী এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ। তিনি সর্ব্ব স্থানে থাকিয়া সকলকে দৃষ্টি করিতেছেন। তিনি যে কেবল সাক্ষী মাত্র হইয়া আমার-

দিগকে নিরপেক্ষ-ভাবে দৃষ্টি করিতেছেন, এমত নহে; কিন্তু কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া উপযুক্ত দণ্ড ও পুরস্কার বিধান দ্বারা আমারদের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতেছেন। তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী ও সকলের প্রভু হইয়াও কিছুতেই আসক্ত নহেন, তিনি সঙ্গ-রহিত। সৃষ্ট পদার্থ শরীর ও মনের ধর্ম্ম কিছুই তাঁহাতে নাই, তিনি শুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ ॥ ৩ ॥

১০৪

সর্ব্বা দিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিঃ স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥৪॥

'সর্ব্বা দিশঃ ঊর্দ্ধং অধঃ চ' 'তির্য্যক্' পার্শ্বদিশঃ 'প্রকাশয়ন্' 'ভ্রাজতে' দীপ্যতে 'যৎ' যথা 'উ' 'অনড্বান্' আদিত্যঃ। 'এবং সঃ দেবঃ' দ্যোতনস্বভাবঃ পরমেশ্বরঃ 'ভগবান্' ঐশ্বর্য্য-সমন্বিতঃ 'বরেণ্যঃ' বরণীয়ঃ সম্ভজনীয়ঃ 'যোনিঃ' কারণং কৃৎস্নস্য জগতঃ পৃথিব্যাদীনাং। 'স্বভাবান্' স্বস্বভাবান্ গুণান্ 'অধিতিষ্ঠতি' নিয়ময়তি 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা ॥ ৪ ॥

সূর্য্য যেমন ঊর্দ্ধ অধ তির্য্যক্ সমুদায় দিক্ প্রকাশ করিয়া প্রকাশ পান, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিশ্ব-প্রকা-

শক জগৎ-কারণ বরণীয় পরমেশ্বর সেই রূপ প্রকাশ পাইতেছেন। একাকী তিনি সর্ব্বভূতে তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় ভাব-সকল নিয়োজন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

সূর্য্য যেমন সকলকে প্রকাশ করিয়া আপনি প্রকাশ পান, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরও সেই রূপ তাঁহার এই সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার কেহ প্রকাশক নাই, তাঁহার কেহ স্রষ্টা নাই; তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি বায়ুতে শব্দ, অগ্নিতে ঔষ্ণ্য, জলে শৈত্য, বজ্রে বল, পদে গতি, বৃষ্টিতে তৃপ্তি, নক্ষত্রে জ্যোতিঃ, সকল ভূতেতে তাহারদের স্বীয় স্বীয় ভাব সকল নিয়োজন করিতেছেন ॥৪॥

১০৫

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ॥ ৫॥

'এনং' ব্রহ্মাত্মানম্ 'ঊর্দ্ধং' ঊর্দ্ধদিশি কশ্চিদপি 'ন পরিজগ্রভৎ' ন পরিগৃহীতবান্ 'তির্য্যঞ্চম্' ন পার্শ্বে 'ন' চ 'মধ্যে' ঊর্দ্ধাদিষু দিক্ষু ব্রহ্ম ন কেনাপি পরিগ্রাহ্যং। 'ন' 'তস্য' ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য অচিন্ত্যশক্তেঃ সদৃশাভাবাৎ 'প্রতিমা' উপমা 'অস্তি' 'যস্য' ঈশ্বরস্য 'নাম' অভিধানং 'মহদ্যশঃ' মহদিত্যাদিনা অচ্ছিন্নং সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং যশঃ কীর্ত্তিঃ ॥ ৫ ॥

কি ঊর্দ্ধ দেশে, কি তির্য্যক্, কি মধ্য-দেশে ইহাঁকে কোথাও কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্ যশঃ ॥ ৫ ॥

অত্যুন্নত-মানসিক-বৃত্তি-সমন্বিত শ্রেষ্ঠ জীবেরাও সেই অসীম-জ্ঞান-সমুদ্র, অমৃতময়, মঙ্গলময়ের গাম্ভীর্য্য পরিমাণ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার উপমা নাই, তাঁহার অনুরূপ কোন পদার্থ নাই। সূর্য্য তাঁহার জ্যোতির আভাসও প্রকাশ করিতে পারে না, বজ্র তাঁহার বলের মাত্রাও প্রদর্শন করিতে পারে না—পিতা মাতার অকৃত্রিম স্নেহ, হৃদয়-বন্ধুর নিঃস্বার্থ প্রীতি, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম, তাঁহার প্রেমের ছায়া মাত্র। তাঁহার শরীর নাই, তিনি শরীরের নির্ম্মাতা; তাঁহার মন নাই, তিনি মনের স্রষ্টা; তাঁহার যশঃ আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহার মহিমা ভূলোক ও দ্যুলোকের প্রত্যেক অংশে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অতএব তাঁহার নাম মহদ্-যশঃ ॥ ৫ ॥

১০৬

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এতমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৬ ॥

'অস্য' ঈশ্বরস্য 'রূপং' স্বরূপং রূপাদিরহিতং নির্ব্বিশেষং 'সংদৃশে' দর্শনবিষয়ে 'ন তিষ্ঠতি'। ইন্দ্রিয়াগোচরত্বাদেব 'ন চক্ষুষা পশ্যতি' 'কশ্চন' কোঽপি 'এনম্' ঈশ্বরং চক্ষুরিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈরপি কোঽপি ন তৎ গ্রহীতুং শক্নুয়াৎ। 'হৃদা' হৃৎস্থয়া মনস ঈষ্টে নিয়ন্তৃত্বেন ইতি মনীট্‌ তয়া 'মনীষা' বুদ্ধ্যা বিকল্পবর্জ্জিতয়া 'মনসা' মননরূপেণ সম্যক্‌দর্শনেন 'অভিকৢপ্তঃ' অভিসমর্থিতঃ অভিপ্রকাশিতঃ ঈশ্বরোভবতি। 'যে এনং' ব্রহ্ম 'এবং বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি ॥ ৬ ॥

ইহাঁর স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং ইহাঁকে কেহ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। ইনি হৃদ্‌গত সংশয়-রহিত বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন; যাঁহারা ইহাঁকে এই প্রকারে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ৬ ॥

পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তিনি কেবল জ্ঞাননেত্রের গোচর। যিনি তাঁহার অনুরাগে একাগ্রচিত্ত হইয়া যুক্তি-যোগে স্বীয় বুদ্ধিকে মার্জ্জিত ও সংশয়-বর্জ্জিত করেন; তিনি সেই জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে প্রত্যক্ষ দেখেন এবং তাঁহাকে লাভ করিয়া অমর হয়েন— তাঁহার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন ॥ ৬ ॥

১০৭

শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোপি বহবোযন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭ ॥

'শ্রবণায়' শ্রবণার্থং 'অপি যঃ' ব্রহ্মাত্মা 'ন লভ্যঃ বহুভিঃ' অনেকৈঃ। 'শৃণ্বন্তঃ অপি বহবঃ' অনেকে অন্যে 'যং' ব্রহ্মাত্মানং 'ন বিদ্যুঃ' ন বিদন্তি অভাগিনোঽসংস্কৃতাত্মানোন বিজানীয়ুঃ কিঞ্চ অস্য 'বক্তা আশ্চর্য্যঃ' অদ্ভুতবদ্দিবানেকেষু কশ্চিদেব ভবতি। তথা শ্রুত্বাপি 'অস্য' ব্রহ্মাত্মনঃ 'লব্ধা কুশলঃ' নিপুণ এব ভবতি। তস্য নিপুণঃ 'জ্ঞাতা' 'আশ্চর্য্যঃ' কশ্চিদেব ভবতি 'কুশলানুশিষ্টঃ' কুশলেন নিপুণেনাচার্য্যেণানুশিষ্টঃ সংশিক্ষিতঃ সন্ ॥ ৭ ॥

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারে না; তাঁহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে, এমত বক্তা অতি দুর্লভ; ও অত্যন্ত নিপুণ যে ব্যক্তি, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। নিপুণরূপে অনুশিষ্ট হইয়াছে, এমত জ্ঞাতাও দুর্লভ ॥ ৭ ॥

অনেকে পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃত অভিপ্রায় বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাঁহার জ্ঞান-লাভে সমর্থ হয় না। অনেকে তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ও সমুচিত শ্রদ্ধার অভাবে তাঁহাকে জানিতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হইলে পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় সুন্দররূপে অবগত হওয়া যায় না। এ নিমিত্তে পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞানী সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব জাতি-মধ্যে অতি অল্প। সদ্বুদ্ধিশালী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যে তাঁহাকে জানিতে পারে না এবং বিশুদ্ধ-চিত্ত পরমাত্মজ্ঞানী ব্যতিরেকে তাঁহার বিষয় উপদেশ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। তাঁহার বক্তাও দুর্ল্লভ, তাঁহার লব্ধাও দুর্ল্লভ; অতএব পরমাত্ম-জ্ঞান সাতিশয় যত্ন-সাধ্য। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যে মনোগত স্পৃহা ও একান্ত যত্ন না থাকিলে তাঁহাকে জানা যায় না এবং তাঁহার সমাধি-সাধনেও সমর্থ হওয়া যায় না॥ ৭॥

১০৮

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে
মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ৮॥

'পরাচঃ' বহির্গতানেব 'কামান্' বিষয়ান্ 'অনুযন্তি' অনুগচ্ছন্তি 'বালাঃ' অল্পপ্রজ্ঞাঃ 'তে' তেন কারণেন 'মৃত্যোঃ বিততস্য' বিস্তীর্ণস্য সর্ব্বতোব্যাপ্তস্য 'পাশং' পাশ্যতে বধ্যতে যেন তং 'যন্তি' গচ্ছন্তি। যতএবং 'অথ' তস্মাৎ 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ 'অমৃতত্বং' 'ধ্রুবং' বিদিত্বা' 'অধ্রুবেষু' অনিত্যেষু সর্ব্বপদার্থেষু 'ইহ' সংসারে 'ন প্রার্থয়ন্তে' কিঞ্চিদপি ॥ ৮ ॥

অল্প-বুদ্ধি লোক সকল বহির্ব্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়, ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না ॥ ৮ ॥

যাহারা বহির্ব্বিষয়ই দেখে, যাহারা স্বীয় আত্মাকে এবং আত্মার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না; তাহারা বহির্ব্বিষয়ে আসক্ত হইয়া, স্বীয় প্রবৃত্তির দাস হইয়া, বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়। বিস্তীর্ণ মৃত্যুর রূপ এই জড় জগৎ ও পশু-প্রকৃতি এবং মৃত্যুর পাশ এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলযুক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম। জড় জগৎ ও পশু-প্রকৃতি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়মে, মৃত্যুপাশে, বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এমত উৎকৃষ্ট মানবজন্ম লাভ করিয়াও যাহারা সংসারের বিষয়-কামনাতে অভিভূত হইয়া স্বেচ্ছাচার বালকের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারাও মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয়, এবং স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পরম পদ ও চরম গতি হইতে বহু দূরে

স্থিতি করে। ধীর ব্যক্তিরা অমৃত-স্বরূপের সহিত আত্মার নিত্য যোগ জানিয়া এই অনিত্য সংসারের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম-নিয়মানুসারে স্বীয় প্রবৃত্তির উপরে আত্মার কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া জগৎ-পিতার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারিলেই সর্ব্বতোভাবে তৃপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

১০৯

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥ ৯ ॥

'যেন অহং ন অমৃতা স্যাং কিম্ অহং তেন কুর্য্যাম্'। 'অসতঃ' সংসারাৎ 'মা' মাং 'সৎ' ব্রহ্ম 'গময়'। 'তমসঃ' অজ্ঞানাৎ 'মা' মাং 'জ্যোতিঃ' ব্রহ্মাধিগমং 'গময়'। 'মৃত্যোঃ' 'মা' মাং 'অমৃতং গময়'। হে 'আবিঃ' স্বপ্রকাশব্রহ্মচৈতন্য 'মে' মদর্থং 'আবীঃ এধি' আবীরেধি অজ্ঞানাবরণাপনয়েন প্রকটীভব। হে 'রুদ্র' পরমেশ্বর 'যৎ' 'তে' তব 'দক্ষিণং মুখম্, উৎসাহজনকম্ আহ্লাদকরং 'তেন' অশনায়াপিপাসাশোকমোহাদ্বিতং 'মাং' 'পাহি' রক্ষস্ব 'নিত্যং' সর্ব্বদা ॥ ৯ ॥

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি

কি করিব। অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর॥ ৯॥

যাহার দ্বারা অমৃত পুরুষের সহিত সহবাস লাভ না হইয়া অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব? বিষয় বিভব, মান যশঃ, আমোদ প্রমোদ, সমুদায়ই অস্থায়ী; ইহারা স্থায়ী হইলেও প্রিয়তম ঈশ্বরকে না পাইলে এ সকল লইয়া কি করিব? অতএব, হে পরমেশ্বর! যাহাতে তোমাকে পাইতে পারি, আমাকে এমন উপযুক্ত কর। অসৎ সংসার হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া তোমার সৎ পথে প্রবৃত্ত কর, অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করিয়া আমার আত্মাতে তোমার জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশ কর এবং অমৃতস্বরূপ যে তুমি আমাকে তোমাতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট নিত্য প্রকাশিত থাক, যেন বিপদে পড়িয়া তোমার রুদ্র মুখ দেখিতে না হয়; যেহেতু যখন আমি তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে না পাই, তখন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখি। তুমি আমার অন্ধকারের প্রদীপ, পিপাসার জল এবং আরামের স্থল॥ ৯॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

১১০

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামাযত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥ ১॥

'সত্যম্ এব' 'জয়তে' জয়তি 'ন অনৃতম্'। 'সত্যেন' অনৃতত্যাগেন মৃষাবচনত্যাগেন 'লভ্যঃ' প্রাপ্তব্যঃ 'তপসা' মনস একাগ্রতয়া 'হি এষঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন' যথাত্মভূতব্রহ্মদর্শনেন। 'যেন' সত্যেন তপসা জ্ঞানেন 'আক্রমন্তি' আক্রামন্তে 'ঋষয়ঃ' দর্শনবন্তঃ 'হি' 'আপ্তকামাঃ' বিগততৃষ্ণাঃ 'যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্' আশ্রয়ঃ পরব্রহ্ম॥ ১॥

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। সত্য-কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক জ্ঞান দ্বারা, এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। ঋষিরা এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্তচিত্ত হইয়া সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ১॥

শান্ত-চিত্ত হইয়া সত্যকে জান, এবং সত্যকে জানিয়া সত্যের পথে চল; তবে সত্যের জয়ে তুমি জয়-যুক্ত হইবে। যদি পরমেশ্বরকে লাভ করিবে; তবে সত্যের শরণ গ্রহণ কর, মিথ্যা ও কপটতা পরিহার কর। সত্যের অবলম্বন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক জ্ঞান দ্বারা, সেই সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আপ্তকাম নির্দ্দোষ ঋষিরা কেবল এই সকল উপায় অবলম্বন দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

১১১

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজোহ-প্রাণোহ্যমনাঃ। যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ২ ॥

'দিব্যঃ' দ্যোতনবান্ 'হি' 'অমূর্ত্তঃ' সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ 'পুরুষঃ' পূর্ণঃ সহ বাহ্যাভ্যন্তরেণ বর্ত্ততইতি 'সবাহ্যাভ্যন্তরঃ' 'হি' ন জায়তে কুতশ্চিদিতি 'অজঃ' অবিদ্যমানঃ প্রাণবায়ুর্যস্মিন্ অসৌ 'অপ্রাণঃ' 'হি' অবিদ্যমানং মনোযস্মিন্ সোঽয়ম্ 'অমনাঃ' 'যং' ব্রহ্মাত্মানং 'পশ্যন্তি' উপলভন্তে 'যতয়ঃ' যত্নশীলাঃ 'ক্ষীণদোষাঃ' ক্ষীণপাপাঃ ॥ ২ ॥

প্রকাশবান্, নিরবয়ব, পূর্ণ পুরুষ, সকলের বাহিরেও আছেন, এবং সকলের অন্তরেও আছেন, এবং জন্ম-

রহিত ; তাঁহার শারীরিক প্রাণও নাই এবং মনও নাই ; যাঁহাকে ক্ষীণদোষ যত্নশীল ধীরেরা দৃষ্টি করেন॥ ২॥

তিনি প্রকাশবান্ তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছেন। এই অপরিসীম বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার সত্তার প্রমাণ দিতেছে, ইহার প্রত্যেক শক্তি সেই মূল-শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই, তিনি পূর্ণ পুরুষ, তিনি সকল বস্তুর বাহিরেও আছেন এবং সকল বস্তুর অভ্যন্তরেও স্থিতি করিতেছেন। তিনি জন্মরহিত, তিনি সর্ব্ব কালে বিদ্যমান ও অবিনশ্বর স্বভাব। তিনি মনুষ্যাদির ন্যায় প্রাণ-বায়ু অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকেন না ; তিনি স্বয়ং প্রাণ, তিনি প্রাণের প্রাণ। মন তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট পরিমিত পদার্থ বিশেষ, অতএব তাঁহার এতাদৃশ মন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জ্ঞান আমারদের জ্ঞানের ন্যায় মনের বৃত্তি নহে, তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া স্বভাব সিদ্ধ। যাঁহারা পাপাচরণ হইতে বিরত থাকিয়া পবিত্র হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করেন, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পান॥ ২॥

১১২

যো দেবানামধিপো যস্মিন্ লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ সব এষ মহানজ আত্মা॥ ॥

'যঃ' পরমেশ্বরঃ 'দেবানাম্' 'অধিপঃ' স্বামী 'যস্মিন্' পরমেশ্বরে সর্ব্বকারণে 'লোকাঃ' 'অধিশ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ। 'যঃ' পরমেশ্বরঃ 'অস্য' 'দ্বিপদঃ' মনুষ্যস্য 'চতুষ্পদঃ' গবাদেঃ 'ঈশে' ঈষ্টে 'সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা' ব্রহ্মাত্মা ॥ ৩ ॥

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি, যাঁহাতে লোক-সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পাদ তাবৎ জন্তুদিগকে শাসনে রাখেন; তিনি এই জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা ॥ ৩ ॥

যিনি চক্ষুর অগোচর কীটাণু অবধি, লোকান্তর-নিবাসী দেবগণ পর্য্যন্ত, সকল জীবের একমাত্র অবলম্বন ও অধিপতি, যাঁহার শাসনের অধীন থাকিয়া কি মনুষ্য কি পশু সকলই চিরকাল প্রতিপালিত হইতেছে; তিনি এই জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা ॥ ৩ ॥

১১৩

অদৃষ্টো দ্রষ্টাহশ্রুতঃ শ্রোতাহমতো মন্তাহবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা ॥ ৪ ॥

'অদৃষ্টঃ' ন দৃষ্টঃ . চক্ষুর্গোচরত্বমনাপন্নঃ কস্যচিৎ স্বয়ন্তু 'দ্রষ্টা' তথা 'অশ্রুতঃ' শ্রোত্রগোচরত্বমনাপন্নঃ স্বয়ন্তু 'শ্রোতা' তথা 'অমতঃ' মননবিষয়ত্বমনাপন্নঃ স্বয়ন্তু 'মন্তা' যতঃ সোহদৃষ্টোহশ্রুতোহমতোহতএব 'অবিজ্ঞাতঃ স্বয়ন্তু 'বিজ্ঞাতা' ॥ ৪ ॥

এই পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি-গোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন ॥ ৪ ॥

পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরের চক্ষু-কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয় নাই; কিন্তু আমরা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, সেই স্বয়ম্ভু সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তাহার সমুদায়ই জানেন এবং আমরা যাহা কিছু না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানেন। তিনি নিঃশেষ রূপে সকলের সকলই জানেন, কিন্তু কেহই তাঁহার স্বরূপের অন্ত জানিতে পারে না ॥ ৪ ॥

১১৪

সএষনেতি নেত্যাত্মাহগৃহ্যোন হি গৃহ্যতে ॥ ৫ ॥

'সঃ এষঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা যদ্যৎ ইন্দ্রিয়মনোগোচরত্বেন নির্দ্দিষ্টং বস্তু তত্তৎ ন ব্রহ্মেতি 'ন ইতি ন ইতি' 'অগৃহ্যঃ ন হি গৃহ্যতে' করণাবিষয়ত্বাৎ ॥ ৫ ॥

ইহা নহে, ইহা নহে, এই প্রকার সেই এই পরমাত্মার নির্দ্দেশ; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং

কেহ তাঁহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি সৃষ্টির অতীত বস্তু; এই মাত্র তাঁহার নির্দ্দেশ। চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায়, মন দ্বারা যাহাকে মনন করিতে পারা যায়, তাহা তিনি নহেন; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য। কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সেই সত্য পুরুষকে দর্শন করা যায় ॥ ৫ ॥

১১৫

সএষসর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৬ ॥

'সঃ এষঃ' ব্রহ্মাত্মা 'সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ' 'সর্ব্বম্' 'ইদং' জগৎ 'যৎ ইদং কিঞ্চ' অনবশিষ্টং 'প্রশাস্তি' নিয়ময়তি ॥ ৬ ॥

সেই এই পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতি; তিনি এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়েরই শাসন করেন ॥ ৬ ॥

দেব মনুষ্য পশু পক্ষী, সকলই তাঁহার শাসনে রহিয়াছে; কেহই তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

১১৬

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে ।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি
পঞ্চাগ্নয়োযে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ৭ ॥

'ঋতং' সত্যম্ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং 'পিবন্তৌ' একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুংক্তে নেতরঃ তথাপি পাতৃসম্বন্ধেন পিবন্তাবিত্যুচ্যতে 'সুকৃতস্য' স্বয়ংকৃতস্য কর্ম্মণঃ 'লোকে' শরীরে 'গুহাং' গুহায়াং বুদ্ধ্যে 'প্রবিষ্টৌ' 'পরমে পরার্দ্ধে' প্রকৃষ্টস্থানে । তৌ চ 'ছায়াতপৌ' এব বিলক্ষণৌ সাংসারিত্বাসংসারিত্বেন 'ব্রহ্মবিদঃ' 'বদন্তি' কথয়ন্তি । ন কেবলং ব্রহ্মবিদএব বদন্তি 'পঞ্চাগ্নয়ঃ' গৃহস্থাঃ 'যেচ' 'ত্রিণাচিকেতাঃ' ত্রিকৃত্বোনাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতোযৈস্তে ॥ ৭ ॥

শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধি মধ্যে দুই জন প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন ; তন্মধ্যে এক জন স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করেন, আর একজন সেই ফল প্রদান করেন, ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞেরা তাঁহারদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া বলেন, আর পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মিরাও এই প্রকার বলিয়া থাকেন ॥ ৭॥

জীবাত্মা এবং তাহার আশ্রয় সর্ব্ব-ব্যাপী পরমাত্মা উভয়েই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং আমরা উভয়কেই সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি। ছায়া এবং আতপ যেরূপ পরস্পর বিলক্ষণ ও ভিন্ন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সেইরূপ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। যেমন আতপ ব্যতীত ছায়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ পরমাত্মার আশ্রয় ব্যতীত জীবাত্মার সত্তার সম্ভব হয় না। পরমাত্মা জীবের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন, জীবাত্মা সেই ফল ভোগ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। কেবল তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদেরা এই উভয়কে এরূপ বিলক্ষণ-স্বভাব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এমত নহে; অগ্নিহোত্রী কর্ম্মিরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

১১৭

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥১॥

'যঃ বৈ' 'ভূমা' মহৎ নিরতিশয়ং ব্রহ্ম 'তৎ সুখং' 'ন অল্পে' ব্রহ্মাতিরিক্তে কস্মিংশ্চিদপি বস্তুনি 'সুখং' সম্পূর্ণম্ 'অস্তি' 'ভূমা এব সুখম্' অতঃ 'ভূমাতু এব' 'বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥ ১ ॥

যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনি সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্বরই সুখ-স্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক॥ ১ ॥

মনুষ্যের মন পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থে কখনই সুখী হইতে পারে না। সেই ভূমাতেই আমাদের সুখ, অল্প বিষয়ে সুখ নাই। বিষয়-সুখে আমারদের আত্মা তৃপ্ত হয় না। বিষয়-সুখ সকলই ক্ষণভঙ্গুর, অতীব ক্ষুদ্র—কখনো বা ধর্ম্মের অনুকূল, কখনো বা প্রতিকূল; কখনো বা সেব্য, কখনো ত্যাজ্য। সেই ভূমা ঈশ্বরই আমারদের তৃপ্তির স্থল, আমারদের পবিত্র শান্তি-নিকেতন। অতএব তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবেক, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক ॥ ১ ॥

১১৮

সভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতইতি স্বে মহিম্নি ॥২॥

হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'সঃ' ভূমা ব্রহ্মাত্মা 'কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি, ইত্যুক্তবন্তং শিষ্যং প্রতি আহ আচার্য্যঃ 'স্বে মহিম্নি' আত্মীয়ে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতোভূমা ॥ ২ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? আচার্য্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ২ ॥

পরমেশ্বর নিরালম্ব, স্বতন্ত্র ও মুক্তস্বভাব। অন্য সকল বস্তু যেমন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে; তিনি তদ্রূপ কাহাকেও অবলম্বন করিয়া স্থিতি করেন না। এই বিশ্বরূপ-শৃঙ্খল তাঁহাতে আবদ্ধ থাকিয়া লম্বমান রহিয়াছে, তিনি এক মাত্র শঙ্কুস্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিয়া আছেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই আবদ্ধ নহেন, তাঁহাকে কেহ ধারণ করিয়া রহে নাই। সেই নিরবলম্ব পূর্ণ ব্রহ্ম স্বকীয় মহিমাতেই অবস্থিতি করিতেছেন, আপনাতে আপনিই নিত্য রহিয়াছেন; তাঁহার কেহ জনকও নাই এবং তাঁহার কেহ আশ্রয়ও নাই ॥ ২ ॥

১১৯

সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ। ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্য সউ শ্বঃ॥ ৩॥

'সঃ এব' ভূমা 'অধস্তাৎ' বিদ্যতে তথা 'সঃ উপরিষ্টাৎ সঃ পশ্চাৎ সঃ পুরস্তাৎ সঃ দক্ষিণতঃ সঃ উত্তরতঃ'। সভূমা 'ঈশানঃ' 'ভূতভব্যস্য' কালত্রয়স্য 'সঃ এব' নিত্যঃ কূটস্থঃ 'অদ্য' ইদানীং বর্ত্তমানঃ 'সঃ' 'শ্বঃ' 'উঃ' অপি বর্ত্তিষ্যতে॥৩॥

তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে; তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে; তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন॥ ৩॥

কি ঊর্দ্ধে, কি অধোতে; কি পশ্চাতে, কি সম্মুখে; কি দক্ষিণে, কি উত্তরে; আমারদিগের চতুর্দ্দিকে সকল স্থানেই তিনি দীপ্যমান রহিয়াছেন। আমরা যদি পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও তিনি বিরাজমান; যদি গভীর সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করি সেখানেও তিনি বর্ত্তমান। দিবাকরের মধ্যাহ্ন কালের কিরণে যেমন তিনি স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন, তদ্রূপ তামসী বিভাবরীর অন্ধতম তিমিরেও জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন। সকল স্থানই তাঁহার রাজ্য, সকল স্থানেই

তাঁহার দৃষ্টি। যেমন তিনি সর্ব্ব-দেশ-ব্যাপী, তেমনি তিনি সর্ব্ব-কাল-বিদ্যমান। তিনি যেমন ইহ কালের নিয়ন্তা, তেমনি পর কালেরও নিয়ন্তা; তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন ॥ ৩ ॥

১২০

য একোঽবর্ণোবহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ
সনোবুদ্ধ্যা শুভযা সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥

'যঃ' 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা 'অবর্ণঃ' নির্ব্বিশেষঃ 'বহুধা' নানা 'শক্তিযোগাৎ' 'নিহিতার্থঃ' গৃহীতপ্রযোজনঃ প্রজানাং 'বর্ণান্' প্রযোজনপদার্থান্ 'অনেকান্' 'দধাতি' বিদধাতি প্রজাভ্যঃ। 'আদৌ' 'অন্তে' 'চ' মধ্যে চ 'বিশ্বং' যস্মিন্ 'বি এতি' ব্যাপ্নোতি 'সঃ' 'দেবঃ' দ্যোতনস্বভাবঃ বিজ্ঞানৈকরসঃ পরমেশ্বরঃ। 'সঃ' 'নঃ' অস্মান্ 'শুভযা' 'বুদ্ধ্যা' 'সংযুনক্তু' সংযোজয়তু ॥ ৪ ॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন; এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু-প্রকার শক্তি যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে

যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর ; তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

নানা বর্ণের স্বজন-কর্ত্তা সেই যে এক পরমেশ্বর, তিনি স্বয়ং বর্ণহীন হইয়াও বিশুদ্ধ-সত্ত্ব জ্ঞানিদিগের নিকটে জাজ্বল্যমান প্রকাশ রহিয়াছেন। তাঁহারা সেই সত্য পুরুষকে, ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ সৌভাগ্যের প্রেরয়িতারূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানেন এবং নিষ্কাম হইয়া মনের প্রীতিতে তাঁহার উপাসনা করেন। তাঁহার নিকটে তাঁহারদিগের কিছুই প্রার্থনা নাই, কেবল তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্তে শুভ বুদ্ধির প্রার্থনা ॥ ৪ ॥

১২১

সবৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো-
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ৫ ॥

'সঃ' পরমেশ্বরঃ 'বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ' বৃক্ষকালাকৃতিভ্যঃ বৃক্ষাৎ সংসারাৎ কালাৎ আকৃতেশ্চ 'পরঃ' 'অন্যঃ' প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্টঃ 'যস্মাৎ' ঈশ্বরাৎ 'অয়ং' 'প্রপঞ্চঃ' সংসারঃ 'পরিব-

র্ত্তে।' জ্ঞাত্বা তং 'ধর্ম্মাবহং' ধর্ম্মস্যাকরভূতং 'পাপনুদং' পাপস্য ক্ষয়িতারং 'ভগেশং' ভগস্য ঐশ্বর্য্যস্য ঈশং স্বামিনম্ 'আত্মস্থং' সর্ব্বেষামাত্মনি স্থিতম্ 'অমৃতম্' অমরণধর্ম্মাণং 'বিশ্ব-ধাম' বিশ্বস্যাধারভূতম্। 'জ্ঞাত্বা' চ 'বিশ্বস্য একং পরিবে-ষ্টিতারং' 'শিবম্' 'এতি' প্রাপ্নোতি 'শান্তিম্ অত্যন্তম্' ॥ ৫ ॥

তিনি সংসার, কাল ও সাকার বস্তু সমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং সুতরাং ভিন্ন; যাঁহা কর্ত্তৃক এই প্রপঞ্চ সং-সার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি ধর্ম্মের আবহ, পাপের মোচয়িতা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী। সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে, সেই মঙ্গল-স্বরূপ একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

এই জগৎ সংসারে যে কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, তাহার মত তিনি কিছুই নহেন; না তিনি বাহ্য বিষয়ের মত, না তিনি অন্তরস্থ মনেরই মত। তিনি বিষয় ও মন সকলেরই সৃষ্টি-কর্ত্তা, সুতরাং তিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সকল হইতে ভিন্ন। তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ; তাঁহার সহিত কাহারও উপমা হয় না। তিনি যেমন এই আকাশে থাকিয়া নিয়ন্তা-রূপে সমুদায় জড় জগৎকে ও পশুপ্রকৃতিকে নিয়মে রাখিতেছেন, সেইরূপ তিনি মনুষ্যের

আত্মাতে ধর্ম্মাবহ-রূপে অবস্থিতি করিয়া অহরহ ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। জড় জগৎ ও পশু পক্ষীরা নিয়ম না জানিয়া নিয়মের বলে বদ্ধ হইয়াই কার্য্য করিতেছে, আত্মা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আলোকে ধর্ম্মের নিয়ম অবগত হইয়া স্বাধীন-ভাবে ধর্ম্ম-কার্য্য সাধন করিতেছে। যখন আত্মা মানসিক কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয় এবং ধর্ম্ম নিয়মের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আদেশ অবহেলা করিয়া পাপ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে আপনার স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যু-পাশে বদ্ধ হয় ও আন্তরিক দুঃসহ গ্লানি ভোগ করিতে থাকে। পাপ-মোচয়িতা ঈশ্বর ভিন্ন তখন তাহার আর গতি নাই। যখন সেই পাপাক্রান্ত আত্মা অকৃত্রিম অনুতাপে দগ্ধ হইয়া এমন আর করিব না বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তখনই তিনি তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার আপনার সৎপথে সমুন্নত করেন। এই তাঁহার মহিমা, এই তাঁহার করুণা। এই পাপময় দুঃখময় সংসারে সেই এক মাত্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ অমৃত ঈশ্বরকে স্বীয় আত্মাতেই প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাকে পাপের মোচয়িতা ও অক্ষয় মুক্তিদাতা জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়॥ ৫॥

১২২

সবিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞঃ

কালকালোগুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ৬ ॥

'সঃ' পরমেশ্বরঃ 'বিশ্বকৃৎ' বিশ্বস্য কর্ত্তা বিশ্বং বেত্তীতি 'বিশ্ববিৎ' আত্মনাং যোনিরিতি 'আত্মযোনিঃ' জানাতীতি 'জ্ঞঃ' 'কালকালঃ' কালস্য কর্ত্তা 'গুণী' বিচিত্রশক্তিমান্ 'সর্ব্ববিৎ যঃ'। 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ' প্রধানং প্রপঞ্চঃ 'ক্ষেত্রজ্ঞো বিজ্ঞানাত্মা তয়োশ্চ পালয়িতা 'গুণেশঃ' গুণানামীশঃ 'সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ' সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধানাং হেতুঃ কারণম্ ॥ ৬ ॥

তিনি বিশ্ব-কর্ত্তা, বিশ্ব-বেত্তা, সকল আত্মার স্রষ্টা, প্রজ্ঞাবান্, কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জড় কি জীব তাবতের প্রতিপালক, সর্ব্বগুণের মহেশ্বর এবং সংসারের স্থিতি, বন্ধ ও মোক্ষের হেতু ॥ ৬ ॥

তিনি সকলের স্রষ্টা, সকলের পাতা, সকলের সুহৃৎ, সকলের প্রভু। কোন বস্তু তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না। তাঁহারই নিয়মে জীবাত্মা শরীরে বদ্ধ থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মে স্বাধীন হইয়া মুক্তির অধিকারী হইয়াছে এবং পরিশেষে তাঁহারই প্রসাদে তাঁহাকে লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৬ ॥

১২৩

সতন্ময়োহ্যমৃতঈশসংস্থো-
জ্ঞঃ সর্ব্বগোভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
যঈশেহস্য জগতোনিত্যমেব
নান্যোহেতুর্ব্বিদ্যতঈশনায়।
তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ ৪॥

'সঃ' পরমেশ্বরঃ 'তন্ময়ঃ' চৈতন্যজ্যোতির্ম্ময়ঃ 'হি' 'অমৃতঃ' অমরণধর্ম্মা ঈশশ্চাসৌ সংস্থশ্চেতি 'ঈশসংস্থঃ' ঈশ স্বামী সম্যক্ স্থিতির্যস্যাসৌ সংস্থঃ। জানাতীতি 'জ্ঞঃ' সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি 'সর্ব্বগঃ' 'অস্য' ভুবনস্য 'গোপ্তা' পালয়িতা। 'যঃ' 'ঈশে' ঈষ্টে 'অস্য জগতঃ' 'নিত্যম এব' নিয়মেন 'ন অন্যঃ হেতুঃ বিদ্যতে' 'ঈশনায়' শাসনায়ৈব_ 'তং' 'হ' হশব্দোহ বধারণে 'দেবং পরমেশ্বরং আত্মনি যা বুদ্ধিঃ তাং প্রকাশয় তীতি 'আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং' মুমুক্ষুঃ' 'বৈ' 'অহং' 'শরণং' 'প্রপ দ্যে' প্রযামি॥ ৭॥

তিনি চৈতন্যময়, মরণ-ধর্ম্ম-রহিত এবং সর্ব্বস্বামী রূপে সম্যক্ স্থিতি করিতেছেন। তিনি প্রজ্ঞাবান্, সর্ব্বত্র গামী এবং এই জগতের প্রতিপালক। যিনি এই

জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিতেছেন, তদ্ব্যতীত বিশ্ব-শাসনের আর অন্য হেতু নাই। আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই ॥ ৭ ॥

তিনি আমারদিগের আত্মাতে কর্ত্তব্য-জ্ঞান, ধর্ম্ম-বুদ্ধি, প্রকাশ করিতেছেন। রাজা যেমন স্বাধীন প্রজাদিগের জন্য রাজ-নিয়মসকল প্রচার করেন, ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর সেইরূপ মনুষ্যের আত্মাকে স্বাধীন করিয়া দিয়া তাহাতে ধর্ম্মের নিয়ম-সকল প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শুভ বুদ্ধির আলোচনা দ্বারা কর্ত্তব্যজ্ঞানের আলোকে আত্ম-পটে চির-মুদ্রিত ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল পাঠ করি এবং তদনুযায়ী আচরণ করিয়া ভদ্র হই, সাধু হই, বিনয়ী হই, সুশীল হই, ঈশ্বরের প্রিয় হই। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য-জ্যোতিতে আত্মা পবিত্র হইলে আমরা সুনির্ম্মল আত্ম-প্রসাদ লাভ করি এবং সেই আত্ম-প্রসাদে মনের সকল দুঃখের হানি হয়। আমরা ধর্ম্মের অনুরোধে মানসিক প্রবৃত্তির, হৃদিশ্রিত কামনার, প্রতিকূলে গিয়া আত্ম-প্রসাদে যত উন্নত হই, যত পবিত্র হই; ততই সেই পবিত্র-স্বরূপে আমারদের অনুরাগ যায় এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সংসারের মৃত্যু-পাশ হইতে মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই ॥ ৭ ॥

১২৪

তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যম্।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥ ৮॥

'তস্য হ বৈ এতস্য ব্রহ্মণঃ' 'নাম' অভিধানং 'সত্যম্'। ব্রহ্মণঃ স্বরূপং দর্শযতি। 'নিষ্কলং' কলা অবয়বা নির্গতা যস্মাৎ তৎ নিরবযবং 'নিষ্ক্রিয়ম্' অপি স্বয়ং নিযমেন সর্ব্বং জগৎ প্রশাস্তি 'শান্তম্' উপসংহৃতসর্ব্ববিকারং 'নিরবদ্যম্' অগর্হনীযং 'নিরঞ্জনং' নির্লেপম্। অমৃতস্য মোক্ষস্য প্রাপ্তয়ে 'পরং সেতুং' সংসারমহোদধেরুত্তরণোপায়ত্বাৎ। 'দগ্ধেন্ধনম্' 'অনলম্' 'ইব' দেদীপ্যমানম্॥ ৮॥

সেই এই ব্রহ্মের নাম সত্য। তিনি নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তিনি অনিন্দনীয়, নির্লিপ্ত ও মুক্তির পরম সেতু এবং দগ্ধ-দারুনিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান॥ ৮॥

সেই এই অতি দূরস্থ এবং অতি নিকটস্থ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের নাম সত্য; যেহেতু তিনি সত্য-স্বরূপ। সেই সত্য স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া এই সমুদায় জগৎ সত্য হইয়াছে। তিনি সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, আত্মার আত্মা।

তিনি একমাত্র, প্রজ্ঞানঘন; তাঁহার অবয়ব নাই তাঁহার অংশ নাই, তাঁহার কোন পরিমাণ নাই। তিনি

অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম সকল স্থাপন করিয়া বিশ্ব রাজ্য পালন করিতেছেন। সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই সংসার নির্ব্বাহ নিমিত্তে যাহাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছেন, সে তাহা প্রাণ-পণে বহন করিতেছে; আপনি সকলের অধিপতি হইয়া নিয়ন্তৃ-রূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ হইয়া যথা-কালে সূর্য্য উদয় হইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে; বৃক্ষ ফল-বান্ হইতেছে; এবং তাঁহার ধর্ম্ম নিয়মের শাসনে মনুষ্য স্বাধীন হইয়া বিপথগামী হইলে ধর্ম্মদণ্ড পাপ-গ্লানি সহ্য করিতেছে, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে, পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মের পুরস্কারে আত্ম-প্রসাদে পবিত্র হইতেছে, পবিত্র হইয়া সেই পবিত্র-স্বরূপকে লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত হইতেছে। তাঁহার স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিতে হয় না, তাঁহার স্বয়ং কোন আয়াস লইতে হয় না, তিনি নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার এক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সকলে মিলিয়া, কেহ বা বদ্ধ-ভাবে কেহ বা স্বাধীন-ভাবে, তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। তিনি সংসারের কর্ত্তা, অথচ সংসার হইতে অতীত; তিনি স্বয়ং সাংসারিক কোন কর্ম্মে লিপ্ত নহেন; তিনি নিরঞ্জন, নির্লিপ্ত। তিনি পূর্ণ-স্বরূপ, তাঁহার স্বরূপে দোষ নাই, তিনি নিরবদ্য, অনিন্দ-

নীয়। সেই অমৃতের শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকে পাইয়া আর মৃত্যু-ভয় থাকে না, তিনি অমৃতের পরম সেতু। যাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান, তাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বত্র জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রকাশবান্ দেখেন ॥৮॥

১২৫

সসেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়। নৈনংং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকঃ ॥ ৯ ॥

'সঃ' ব্রহ্মাত্মা সেতুরিব 'সেতুঃ' 'বিধৃতিঃ' বিধরণঃ অনেন হি সর্ব্বং জগৎ বিধৃতম্। অধ্রিয়মানং হীশ্বরেণেদং বিশ্বং বিনশ্যেত যতস্তস্মাৎ সসেতুর্ব্বিধৃতিঃ। 'এষাং' ভূরাদীনাং 'লোকানাম্' 'অসম্ভেদায়' অবিদারণায় অবিনাশায়েত্যেতৎ। 'ন এনং সেতুং' ব্রহ্মাত্মানম্ 'অহোরাত্রে' সর্ব্বস্য জনিমতঃ পরিচ্ছেদকে 'তরতঃ'। যথা অন্যে সংসারিণঃ কালেন অহোরাত্রাদিলক্ষণেন পরিচ্ছেদ্যাঃ ন তথা অয়ং কাল পরিচ্ছেদ্যঃ। এনং 'ন' 'জরা' তরতি প্রাপ্নোতি তথা 'ন' 'মৃত্যুঃ' 'ন' তু 'শোকঃ' ॥ ৯ ॥

তিনি এই লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন। এই সেতু-স্বরূপ পরব্রহ্ম

অহোরাত্রের পরিচ্ছেদ্য নহেন এবং জরা মৃত্যু শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

সমুদয় লোক না চূর্ণ হইয়া যায়, এই হেতু তিনি এই সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি নিত্য বস্তু; তিনি অমুক দিবসে জন্মিয়াছিলেন, এত দিন বর্ত্তমান আছেন, অমুক দিবস পর্য্যন্ত থাকিবেন, এ প্রকার অহোরাত্র দ্বারা তাঁহাকে পরিমাণ করা যায় না। তিনি নির্ব্বিকার; সুতরাং জরা-শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। যিনি কালের স্রষ্টা ও আশ্রয় এবং নিয়ন্তা, কাল তাঁহাকে কি প্রকারে অতিক্রম করিবেক। যাঁহার শরণাপন্ন হইলে জরা মৃত্যু শোক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই অমৃত-স্বরূপকে জরা মৃত্যু কি প্রকারে অধিকার করিবেক ॥ ৯ ॥

১২

য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকোবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি ॥ ১০ ॥

'যঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা 'অপহতপাপ্মা, বিজরঃ বিমৃত্যুঃ

বিশোকঃ' 'বিজিঘৎসঃ' জিঘৎসা অত্তুমিচ্ছা তদ্রহিতঃ 'অপিপাসঃ' পিপাসাবর্জ্জিতঃ 'সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ'। 'সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'। কিং তস্যান্বেষণাৎ বিজিজ্ঞাসনাচ্চ স্যাৎ ইত্যুচ্যতে 'সঃ' 'সর্ব্বান্ চ লোকান আপ্নোতি' 'সর্ব্বান্ চ কামান্' 'যঃ তম্' 'আত্মানং' ব্রহ্মাত্মানম্ 'অনুবিদ্য' অন্বিষ্য 'বিজানাতি' ॥ ১০ ॥

যে পরমাত্মা পাপশূন্য এবং অজর, অমর, অশোক ও ক্ষুৎ-পিপাসা-বর্জ্জিত, এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকে অন্বেষণ করিবেক এবং তাঁহাকেই বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়॥ ১০ ॥

আমরা অপূর্ণ, ভ্রান্ত, পাপাক্রান্ত জীব হইয়া যে সেই পাপশূন্য, পরিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ, সত্য অক্ষয় পুরুষকে জানিতে পারি; ইহা আমাদের সামান্য সৌভাগ্য নহে। কিন্তু তাঁহাকে জানিতে হইলে আমারদের একান্ত ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক করে। তৃষিত মৃগ যেমন জল অন্বেষণ করে, তদ্রূপ সেই ধ্রুব সত্য অকৃত অমৃতের প্রার্থী হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিবেক এবং করতলন্যস্ত ফল যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নিঃসংশয়-রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বহু অন্বেষণ পরে তাঁহাকে আপনার নির্দ্দোষ জ্যোতির্ম্ময় আত্মার অভ্যন্তরে আত্মার আত্মা প্রাণের প্রাণ, সকলের কারণ ও আশ্রয়-রূপে সাক্ষাৎ জানিতে পারিলে তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেমন জল পাইলে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ তিনি পরিতৃপ্ত হয়েন; তাহার সকল কামনা সিদ্ধ হয় ও ভূরাদি সকল লোকের সুখ প্রাপ্তি হয়; তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া সকল আনন্দ উপভোগ করেন॥ ১০॥

১২৭

আকাশোবৈ নাম নামরূপযোর্নির্ব্বহিতা।
তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতম্॥ ১১॥

'আকাশঃ বৈঃ' ব্রহ্মণঃ 'নাম' অভিধানম্ আকাশইবাশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাচ্চ সঃ পরমাত্মা আকাশাখ্যঃ। 'নামরূপযোঃ' 'নির্ব্বহিতা' নির্ব্বোঢ়া 'তে' নামরূপে 'যদন্তরা' যস্য অন্তরা বিলক্ষণে 'তৎব্রহ্ম' যদি তদ্‌ব্রহ্ম নামরূপাভ্যাং বিলক্ষণং অস্পৃষ্টং তথাপি তযোর্নির্ব্বোঢ়া। 'তৎ অমৃতম' ॥ ১১॥

ব্রহ্মের নাম আকাশ। তিনি নাম, রূপের নির্ব্বহিতা; এবং সেই নাম রূপ যাঁহা হইতে ভিন্ন; তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত॥ ১১॥

মন যখন ব্রহ্মের সেই অনন্ত ভাব অনুভব করে, বাক্য তখন তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া তাঁহার নাম আকাশ দেয়।

বাস্তবিক তাঁহার কোন নাম নাই এবং রূপও নাই; নাম রূপ-বিশিষ্ট যাবতীয় পদার্থ তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে পালিত হইতেছে ॥ ১১ ॥

১২৮

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

'ন এব বাচা ন মনসা' 'ন চক্ষুষা' নান্যৈরপি ইন্দ্রিয়ৈঃ 'প্রাপ্তুং শক্যঃ' শক্যতে কেনচিৎ। তস্মাৎ 'অস্তি ইতি ব্রুবতঃ' অস্তিবাদিনঃ আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্দধানাৎ 'অন্যত্র' নাস্তিকবাদিনি নাস্তি জগতোমূলং ব্রহ্ম নিরন্বয়মেবেদং কার্য্যমিতি মন্যমানে বিপরীতদর্শিনি 'কথং' 'তৎ' ব্রহ্ম 'উপলভ্যতে' ন কথঞ্চন উপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

তিনি বাক্য দ্বারা কি মনের দ্বারা কি চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হন না। যে ব্যক্তি বলে যে, তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন ॥ ১২ ॥

পরমেশ্বরের স্বরূপ অদৃশ্য, অনির্ব্বচনীয়, অচিন্ত্য। তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা, অথবা বাক্য দ্বারা, অথবা মন দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না; তাঁহাকে কেবল এক আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'আমরা আপনারদিগকে অপূর্ণ

ও পরতন্ত্র বলিয়া যে বিশ্বাস করিতেছি, তাহার অন্তর্ভূত এই বিশ্বাস আছে যে এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ আছেন; যে হেতু যদি এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকেন, তবে আমারদিগকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবার কোন ভূমি নাই। পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব দ্বারা এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব বুঝায়। এই বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতু ইহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ নহে। সকলের আত্মাতে এই স্বাভাবিক আত্ম-প্রত্যয় আছে যে পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের স্রষ্টা ও আশ্রয় এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পুরুষ আছেন। পরে যখন এ বিষয়ে সংশয় হয়, তখনই যুক্তি ও বিচার উপস্থিত হয়; কিন্তু সেই বিচারের পরেও এই সিদ্ধান্ত হয় যে বাক্য মনের অতীত; জ্ঞান-গোচর এক স্বতন্ত্র পূর্ণ পুরুষ আছেন; যে হেতু যখন আমারদের নির্ম্মল জ্ঞানে সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষ প্রকাশ পান, তখন আত্ম-প্রত্যয় তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপিত করে। এই আত্ম-প্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করিতে গেলে একেবারে যুক্তির মূল ছেদন করা হয় এবং মহাভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয়। তাহা হইলে আপনার অস্তিত্বে, বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বে, এবং কার্য্যকারণের অস্তিত্বে, সংশয় জন্মিয়া বুদ্ধি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর না করেন, তিনি কখনো জ্ঞান-গোচর নিত্য সত্য মঙ্গল-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ পুরুষকে

নিঃসংশয়-রূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না, প্রতি তর্কের তরঙ্গে তিনি অস্থির হন এবং ঈশ্বর-সহবাস-জনিত সুনির্ম্মলা শান্তি তিনি কদাপি লাভ করিতে পারেন না। আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তি বলে যে তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কথনই উপলব্ধ হয়েন না ॥ ১২ ॥

১২৯

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥ ১৩ ॥

'যদা' যস্মিন্ কালে 'এতম্' 'আত্মানং' ব্রহ্মাত্মানং 'দেবং' দ্যোতনবন্তং 'ঈশানম্' ঈশিতারং 'ভূতভব্যস্য' কালত্রয়স্য 'অঞ্জসা' সাক্ষাৎ 'অনুপশ্যতি' তদা 'ততঃ' তস্মাদীশানাৎ দেবাৎ স্বকীয়াত্মানং 'ন' 'বিজুগুপ্সতে' বিশেষেণ জুগুপ্সতে গোপায়িতুমিচ্ছতি ॥ ১৩ ॥

যিনি যখন প্রকাশবান্, ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দেখেন; তিনি তখন আর আপনাকে তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সেই আপনাকে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যদিও আপনাকে

অন্যের নিকটে অত্যন্ত গোপন করা যায়, তথাপি সকলের অন্তরাত্মা সর্ব্বদৃক্ পুরুষের নিকটে কথনই গোপন করিতে পারা যায় না। যিনি প্রকাশবান্, ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা পরমাত্মাকে করতল-ন্যস্ত আমলক ফলের ন্যায় সহজে সাক্ষাৎ দেখেন, তিনি আর কোন দোষে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না; সুতরাং আপনাকেও তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না। মোহ-বশতঃ যদি তিনি কখনো কোন দোষে লিপ্ত হয়েন, তবে তিনি তাঁহার নিকট হইতে তাহা গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না; কিন্তু সেই দোষ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য সরল হৃদয়ে, সন্তাপিত চিত্তে, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করেন এবং তিনি তাঁহাকে তাহা হইতে মুক্ত করেন ॥ ১৩॥

১৩০

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥১॥

'ন' 'দুশ্চরিতাৎ' পাপকর্ম্মণঃ 'অবিরতঃ' অনুপরতঃ 'ন' অপি ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ 'অশান্তঃ' 'ন' অপি 'অসমাহিতঃ' 'অনেকাগ্রমনাঃ' বিক্ষিপ্তচিত্তঃ। 'ন বা অপি' 'অশান্তমানসঃ' কর্ম্মফলার্থিত্বাৎ কেবলং 'প্রজ্ঞানেন' 'এনং' ব্রহ্মাত্মানম্ 'আপ্নুয়াৎ'। যস্তু দুশ্চরিতাৎ বিরতঃ ইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ সমাহিতচিত্তঃ কর্ম্মফলাদপ্যুপশান্তমানসশ্চাচার্য্যবান্ সঃ প্রজ্ঞানেন পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি॥১॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্ম-ফল-কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই; সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না॥১॥

প্রিয়তম পরমাত্মাকে জানিলাম, কিন্তু তাঁহাতে মনঃ সমাধানের এবং তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম যোগের বিমল আনন্দ কথনো আস্বাদ করিলাম না; তাঁহাকে মহৎ ও বিশুদ্ধ

জানিয়াও আপনার চরিত্রকে মহৎ ও বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইলাম না; তাঁহাকে আমরা নিয়ন্তা ও বিধাতা জানিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্যপথে কথনো বিচরণ করিলাম না; কেবল স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই আজন্ম কাল নিযুক্ত রহিলাম; তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আর কি সম্ভাবনা রহিল? ॥ ১ ॥

১৩১

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়োবৃণীতে ॥ ২ ॥

'শ্রেয়ঃ' নিঃশ্রেয়সং 'চ' 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরং 'চ' 'মনুষ্যম্' 'এতঃ' প্রাপ্নুতঃ। 'তৌ' শ্রেয়ঃপ্রেয়ঃপদার্থৌ 'সংপরীত্য' সম্যক্ পরিগম্য সম্যঙ্ মনসালোচ্য গুরুলাঘবং 'বিবিনক্তি' পৃথক্ করোতি 'ধীরঃ' ধীমান্। বিবিচ্য চ 'তয়োঃ' 'শ্রেয়ঃ' 'আদদানস্য' উপাদানং কুর্ব্বতঃ 'সাধু' শোভনং শিবং 'ভবতি'। 'যঃ উ' যস্তু 'প্রেয়ঃ' 'বৃণীতে' উপাদত্তে সোঽদূরদর্শী বিমূঢ়ঃ 'হীয়তে' বিযুজ্যতে 'অর্থাৎ' পুরুষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনাৎ নিত্যাৎ ॥ ২ ॥

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়; তিনি সম্যক্

বিবেচনা করিয়া এই দুইকে পৃথক্ করেন। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হন॥ ২॥

ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করা শ্রেয়, আর সংসারের সুখে নিমগ্ন হওয়া প্রেয়। কথনো ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে স্পৃহা হয়, কথনো সাংসারিক সুখ মনকে আকর্ষণ করে। ইহার মধ্যে যিনি ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করেন, তাঁহার পরম মঙ্গল হয়; আর যিনি সাংসারিক সুখে নিমগ্ন থাকেন, তিনি কদাপি সেই পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভের উপযুক্ত হন না। যিনি ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, তিনি সেই পরম প্রেমাস্পদের অভিপ্রেত কার্য্য বলিয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; আর যিনি সংসারেতে আসক্ত থাকেন, তিনি সাংসারিক সুখের উদ্দেশে পরম মঙ্গলালয় ঈশ্বরের উপাসনা করেন। সংসারাসক্ত স্বার্থপর ব্যক্তি মনের সহিত কদাপি এ বাক্য বলিতে পারেন না যে "হে পরমাত্মন্! তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।" যখন উৎসাহ-পূর্ব্বক এই বাক্য বলিতে পারিবে এবং তোমার সমুদয় কার্য্যের এই এক মাত্র লক্ষ্য হইবে, তখন জানিবে যে তোমার শ্রেয়কে সম্যক্ রূপে অবলম্বন করা হইয়াছে॥ ২॥

১৩২

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপোভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ॥ ৩ ॥

যথা কর্ত্তুং যথা চরিতুং শীলমস্য সোঽয়ং মনুষ্যঃ 'যথাকারী যথাচারী' সঃ 'তথা ভবতি'। 'সাধুকারী সাধুঃ ভবতি পাপকারী পাপঃ ভবতি'। 'পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন' ॥ ৩ ॥

মনুষ্য যেমন কর্ম্ম করেন আর যেমন আচরণ করেন, তাঁহার সেই রূপ গতি হয়; যিনি সাধু কর্ম্ম করেন, তিনি সাধু হয়েন, আর যিনি পাপ কর্ম্ম করেন, তিনি পাপী হয়েন; পুণ্য-কর্ম্ম-ফলে আত্মা পবিত্র হয়, আর পাপ-কর্ম্ম-ফলে আত্মা পাপময় হয় ॥ ৩ ॥

পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা এবং পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিয়া ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিবেক ॥ ৩ ॥

১৩৩

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ ॥ ৪ ॥

'যঃ তু' 'অবিজ্ঞানবান্' অবিবেকী 'ভবতি' 'অযুক্তেন' অপ্রগৃহীতেন 'মনসা সদা' যুক্তোভবতি। 'তস্য' অকুশলস্য 'ইন্দ্রিয়াণি' 'অবশ্যানি' অশক্যনিবারণানি 'দুষ্টাশ্বাঃ' অদান্তাশ্বাঃ 'ইব' 'সারথেঃ' ভবন্তি ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি অবিবেকী ও যাহার মন অবশীভূত; তাহার ইন্দ্রিয়-সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না ॥ ৪ ॥

মন স্বীয় বশে না থাকিলে সেই দুর্ভাগ্য পুরুষকে ধর্ম্ম-পথ হইতে বিপথগামী করে এবং কণ্টকময় পাপারণ্যে নিপাতিত করিয়া তাহাকে অশেষ-যন্ত্রণাগ্রস্ত করে। অতএব কোন প্রকারে মন ও ইন্দ্রিয় যেন বুদ্ধি-বৃত্তির অবশীভূত ও ধর্ম্ম-শাসনের বহির্ভূত না হয় ॥ ৪ ॥

১৩৪

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ ॥ ৫ ॥

'যঃ' 'তু' পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতঃ 'ভবতি' 'বিজ্ঞানবান' বিবেকবান্ 'যুক্তেন মনসা' প্রগৃহীতমনাঃ 'সদা' 'তস্য ইন্দ্রিয়াণি' 'বশ্যানি' প্রবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুং বা শক্যানি 'সদশ্বাঃ ইব সারথেঃ' ॥ ৫ ॥

যিনি জ্ঞানবান্ এবং স্ববশ-চিত্ত; তাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় বশে থাকে॥ ৫॥

যাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন, তাঁহাকে তাহারা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-পথে লইয়া যায় এবং তাঁহার অতীব কল্যাণ সাধন করে॥ ৫॥

১৩৫

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥ ৬॥

'যঃ তু অবিজ্ঞানবান্ ভবতি' 'অমনস্কঃ' অপ্রগৃহীতমনস্কঃ সতএব 'সদা অশুচিঃ' 'ন সঃ' 'তৎ' ব্রহ্ম যৎ পরং 'পদং' আপ্নোতি সংসারং চ অধিগচ্ছতি'॥ ৬॥

যিনি অজ্ঞ ও অবশচিত্ত এবং সর্ব্বদা অশুচি; তিনি সেই ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু সংসার-গতিকেই প্রাপ্ত হন॥ ৬॥

যিনি ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ জানেন না, যিনি আপনার মনকে স্বীয় বশে রাখিতে পারেন না, যিনি পাপ-চিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদা অপবিত্র থাকেন; তিনি সংসারের কুটিল পথেতেই ভ্রমণ করেন, সংসারের পার যে অভয় ব্রহ্মপদ, তাহা প্রাপ্ত হন না॥ ৬॥

১৩৬

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাৎ ভূয়োন জায়তে॥ ৭ ॥

'যঃ তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি' 'সমনস্কঃ' যুক্তমনাঃ 'সদা শুচিঃ'। 'সঃ তু তৎপদং আপ্নোতি' 'যস্মাৎ' আপ্তাৎ পদাৎ প্রচ্যুতঃ সন্ 'ভূয়ঃ' পুনঃ 'ন জায়তে' সংসারে ॥ ৭॥

যিনি জ্ঞানবান্, স্ববশ ও সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত; তিনি সেই ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হয় না॥ ৭॥

যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়েন, ধর্ম্ম তাঁহার পরম বন্ধু হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপ নিকেতনে লইয়া যান; যেখান হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হইয়া অধোগতি হয় না, কিন্তু অনন্ত উন্নতিই তিনি লাভ করিতে থাকেন॥৭॥

১৩৭

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৮ ॥

'যঃ তু' 'বিজ্ঞানসারথিঃ' বিজ্ঞানং সারথির্যস্যেতি 'মনঃ প্রগ্রহবান্' প্রগৃহীতমনাঃ 'নরঃ' বিদ্বান্। 'সঃ' 'অধ্বনঃ' সংসারগতেঃ 'পারং' পরমেবাধিগন্তব্যম্ 'আপ্নোতি' 'তৎ

'বিষ্ণোঃ' ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'পদং' স্থানম্ ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার-পার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

যিনি আপনার মনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বশীভূত করেন, তিনি সংসারের দুর্জ্জয় মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে লাভ করেন ॥ ৮ ॥

১৩৮

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং ॥ ৯ ॥

'তৎ' 'বিষ্ণোঃ' ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ 'পরমং' উৎকৃষ্টং 'পদং' স্থানং 'সদা' সর্ব্বদা 'পশ্যন্তি' 'সূরয়ঃ' ব্রহ্মবিদঃ। 'দিবি' আকাশে 'ইব' যথা 'আততং' বিস্তৃতং বস্তুজাতং 'চক্ষুঃ' বিরোধাভাবেন বিশদং পশ্যতি ॥ ৯ ॥

চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত বস্তুকে দর্শন করে, ব্রহ্মবিদেরা সেই রূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের সেই পরম-স্থানকে সর্ব্বদা দর্শন করেন ॥ ৯ ॥

এই আকাশস্থ দীর্ঘ প্রস্থে বিস্তৃত বস্তু-সকল যেমন

আমরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই দেখিতে পাই, সেই রূপ পরব্রহ্মকে ঈশ্বর-পরায়ণ ধীরেরা একাগ্র-চিত্ত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্র দ্বারা আপন আপন আত্মার অভ্যন্তরে দর্শন করেন। যেহেতু আত্ম-রূপ উজ্জ্বল কোষই সর্ব্বব্যাপী পর-ব্রহ্মের পরম স্থান; প্রতি জনের আত্মাই তাঁহার প্রকৃষ্ট আসন ॥ ৯ ॥

১৩৯

অনন্দানাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবুধো-জনাঃ ॥ ১০ ॥

"'অনন্দাঃ' অনানন্দাঃ অসুখাঃ 'নাম তে লোকাঃ' 'অন্ধেন' অদর্শনলক্ষণেন 'তমসা আবৃতাঃ' তমসা অজ্ঞানেন আবৃতাঃ ব্যাপ্তাঃ। 'তান্' লোকান্ 'তে' 'প্রেত্য' মৃত্বা 'অভিগচ্ছন্তি' অভিযন্তি। কে যে 'অবিদ্বাংসঃ' ব্রহ্মাবগম-বর্জ্জিতাঃ 'অবুধঃ' অবুধাঃ দুর্ব্বুদ্ধয়োঽযুক্তমনসঃ 'জনাঃ' ॥১০॥

দুর্ব্বুদ্ধি অজ্ঞান ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরে সেই সমুদয় লোক প্রাপ্ত হয়, যে সকল লোক আনন্দ-শূন্য এবং নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ॥ ১০ ॥

যাহারা এই ভূলোকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের প্রতি অবহেলা করিয়া পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ না করিল,

মৃত্যুর পরে তাহারদের জ্ঞানময় আনন্দময় লোক হইতে বহু দূরে থাকিতে হইবে। যে অনুসারে যে লোকে জ্ঞান-ধর্ম্ম-সহকারে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইবেক, সেই অনুসারে উৎকৃষ্ট গতি হইবেক। অতএব এখানে থাকিয়াই যুক্তমনা ও পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবেক; উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই ॥ ১০ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

১৪০

শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি ॥ ১ ॥

'শান্তঃ' ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ উপশান্তঃ। 'দান্তঃ' যুক্তমনাঃ 'উপরতঃ' বিনির্ম্মুক্তঃ 'তিতিক্ষুঃ' দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ একাগ্ররূপেণ 'সমাহিতঃ ভূত্বা' আত্মনি জীবাত্মনি 'এব' 'আত্মানং' পরমাত্মানং স্বয়ম্ভুবং 'পশ্যতি' ব্রহ্মবিৎ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন ॥১॥

এক দিকে সাংসারিক সুখের কামনা, আর দিকে ঈশ্বর-লাভের স্পৃহা। যে পরিমাণে সাংসারিক সুখের কামনা

খর্ব্ব হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বর-লাভের স্পৃহা প্রদীপ্ত হইতে থাকে। ঈশ্বর-স্পৃহা প্রদীপ্ত হইলে বুদ্ধি তখন তাঁহাকে অনুসন্ধান করে এবং অনুসন্ধান করিয়া যখন সেই পূর্ণ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহাকে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ দেখে। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি জ্ঞান-প্রসাদে বিশুদ্ধ হইয়া সেই সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, মঙ্গলস্বরূপকে আপনার অন্তরে স্বীয় আত্মাতেই দৃষ্টি করেন এবং কৃতার্থ হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। সেই পূর্ণ পুরুষ আমারদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে নহেন, যেখানে আমারদিগের জীবাত্মা, সেই খানেই তিনি স্থিতি করিতেছেন; সকল ভূত, সকল লোক, সকল জীব, তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যত দিন জ্ঞান-নেত্র না প্রস্ফুটিত হয়, তত দিন লোকে তাঁহাকে অতি দূরস্থ করিয়া জানে; কিন্তু যাঁহার জ্ঞান-নেত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতেই তাঁহাকে দেখিতে পান॥ ১॥

১৪১

নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপোবিরজোঽবিচিকিৎসোব্রাহ্মণোভবতি॥ ২॥

'ন' 'এনং' সাধকং 'পাপ্মা' পাপঃ 'তরতি' প্রাপ্নোতি অযন্ত 'সর্ব্বং পাপ্মানং' 'তরতি' অতিক্রামতি। 'ন' চ 'এনং পাপ্মা' 'তপতি' তাপযতি অযং 'সর্ব্বং পাপ্মানং' 'তপতি' তাপযতি। সঃ 'বিপাপঃ' বিগতপাপঃ 'বিরজঃ' বিগতচিত্তমলঃ 'অবিচিকিৎসঃ' করতলন্যস্তামলকবৎ অস্তিব্রহ্মেতি নিশ্চিতমতিঃ 'ব্রাহ্মণঃ' 'ভবতি' ॥ ২ ॥

পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ ইহাঁকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপের সন্তাপক হয়েন। ইনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল-চিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন ॥ ২ ॥

যিনি জ্ঞান-নেত্রকে সেই ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যের প্রতি এক ভাবে রাখিয়া ধর্ম্ম-পথে পদ-চারণা করিতেছেন, তাঁহাকে পাপ আসিয়া আশ্রয় করিতে পারে না। তিনি পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণ হয়েন ॥ ২ ॥

১৪২

সম্মোদতে মোদনীযংহি লব্ধা। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তো-ঽমৃতোভবতি ॥ ৩ ॥

'সঃ' বিদ্বান্ 'মোদতে' 'মোদনীয়ং' হর্ষণীয়ং ব্রহ্ম 'হি লব্‌ধ্বা'। 'তরতি শোকং' মানসং সন্তাপং অতিক্রান্তোভবতি 'তরতি' 'পাপ্মানম্'। 'গুহাগ্রন্থিভ্যঃ' হৃদয়াজ্ঞানমোহগ্রন্থিভ্যঃ 'বিমুক্তঃ' সন্ 'অমৃতঃ ভবতি'॥ ৩॥

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয়-গ্রন্থি-সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন॥ ৩॥

সকলের শ্রেষ্ঠ, মনের এক মাত্র তৃপ্তিকর পদার্থ পর-ব্রহ্মকে লাভ করিয়া তদ্গত-প্রাণ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করেন। যিনি পরব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহারি ইচ্ছানুসারে সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, ফল কামনা-শূন্য হইয়া তাঁহারি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিতে থাকেন এবং স্বার্থ-পরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেই যত্নশীল থাকেন। অতএব তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং সংসারের মোহ-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরন্তন পর-ব্রহ্মে নিত্য কাল অবস্থিতি করেন॥ ৩॥

১৪৩

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশ-লান্ন প্রমদিতব্যম্॥ ৪॥

'সত্যাৎ' 'ন' 'প্রমদিতব্যং, বিচ্ছেত্তব্যং অনৃতং ন বক্তব্যং 'ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যং' 'কুশলাৎ' মঙ্গলযুক্তাৎ কর্ম্মণঃ 'ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ৪ ॥

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না ॥ ৪ ॥

সত্য কথা, সত্য ব্যবহার, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জীবন। যাঁহারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কদাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ সদ্ভাবে সাধুভাবে সর্ব্বদা সেই ধর্ম্মাবহ মঙ্গলালয়ের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকিবেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত হৃদয় পবিত্র হয় না, ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ হয় না, ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রকাশ পায় না। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি কদাপি ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আপনার সাধু ইচ্ছার যোগ দিয়া তাঁহার আদিষ্ট সংসারের হিত-সাধন-কার্য্যে প্রবৃত্ত না থাকিলে তাঁহার মঙ্গল ভাব আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না ॥ ৪ ॥

১৪৪

সত্যং বদ। সমূলোবা এষপরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি ॥ ৫ ॥

'সত্যং' সত্যবচনং 'বদ'। 'সমূলঃ' সহ মূলেন 'বৈ' 'এষ' পরিশুষ্যতি' শোষমুপৈতি 'যঃ' 'অনৃতম্' অযথাভূতার্থম্ 'অভিবদতি' ॥ ৫ ॥

সত্য কথা কহ ; যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে, সে সমূলে শুষ্ক হয় ॥ ৫ ॥

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই ধর্ম্মের মূল ; অতএব ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি সত্য-ব্রত হইয়া সত্য কথা কহিবেন এবং সত্য ব্যবহার করিবেন ॥ ৫ ॥

১৪৫

ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি। ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু ॥ ৬ ॥

'ধর্ম্মং' 'চর' আচর। 'ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি' ধর্ম্মেণ হি সর্ব্বে নিয়ম্যন্তে। 'ধর্ম্মঃ' সর্ব্বেষাং নিয়ন্তা প্রাণিভিরনুষ্ঠীয়মানরূপশ্চ 'সর্ব্বেষাং ভূতানাম্' উপকারকত্বেন 'মধু' ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু-স্বরূপ ॥ ৬ ॥

কর্ত্তব্য-সাধনের নাম ধর্ম্ম। আপনার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য

কর্ম্ম, প্রতিবাসী ও বন্ধুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দীন দরিদ্র নিরাশ্রয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই সকল কর্ত্তব্য-সাধনের নাম ধর্ম্ম। যে দেশে, যে কালে, যে অবস্থাতে, যে কর্ম্ম করা আমারদের কর্ত্তব্য, ঠিক সেই দেশে, সেই কালে, সেই অবস্থাতে, সেই কর্ম্ম করিবার আদেশ আমাদের প্রত্যেকের শুভ বুদ্ধিতে তিনি অনুক্ষণ প্রেরণ করিতেছেন; আমরা তাঁহার সেই সকল আদেশের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া সত্য-পথে, ধর্ম্ম-পথে, কল্যাণ-পথে পদ নিক্ষেপ করিয়া চলিলে ছিন্নশিরা হইলেও তাঁহার অমৃত নিকেতনে জীবন লইয়া উপনীত হইতে পারি ॥ ৬ ॥

১৪৬

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্ ॥ ৭ ॥

যৎকিঞ্চিৎ দেয়ং তৎ 'শ্রদ্ধয়া' এব 'দেয়ং' দাতব্যম্। 'অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্' ॥ ৭ ॥

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক, অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক না ॥ ৭ ॥

শোকাবিষ্ট হইয়া দান করিবেক না, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক ॥ ৭ ॥

১৪৭

মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব আচার্য্যদেবোভব॥৮॥

মাতা দেবোযস্য সঃ মাতৃদেবঃ ত্বং 'মাতৃদেবঃ' 'ভব'। এবং 'পিতৃদেবঃ ভব' 'আচার্য্যদেবঃ ভব' ॥ ৮ ॥

মাতাকে দেবতুল্য, পিতাকে দেবতুল্য, আচার্য্যকে দেবতুল্য জান ॥ ৮ ॥

যে পিতা মাতা এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের মঙ্গলরূপের প্রতিরূপ হইয়া তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া আমারদিগকে স্নেহ পূর্ব্বক রক্ষণ ও পালন করিতেছেন এবং যে সদ্‌গুরুর উপদেশে আমরা অজ্ঞান অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া অজর অমর অভয় নিরতিশয় ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছি, তাঁহারদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবেক ॥ ৮ ॥

১৪৮

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি ॥ ৯ ॥

'যানি' 'অনবদ্যানি' অনিন্দিতানি 'কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি' ত্বযা। 'নো' 'ইতরাণি' নিন্দিতানি কর্ত্তব্যানি ॥ ৯ ॥

কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না॥ ৯॥

সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের শুভাভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিয়া শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক; অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না॥ ৯॥

১৪৯

যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি॥ ১০॥

'যানি' 'অস্মাকম্' আচার্য্যাণাং 'সুচরিতানি' শোভনানি আচরিতানি 'তানি' এবং 'ত্বয়া' উপাস্যানি' নিয়মেন কর্ত্তব্যানি 'নো ইতরাণি' বিপরীতানি॥ ১০॥

আমরা যে সকল সদাচার করিয়া থাকি, তুমি তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান কর; তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না॥ ১০॥

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য উপদেশ করিতেছেন, আমরা যে সকল সদুপদেশ প্রদান করি এবং যে সকল সদাচার অনুষ্ঠান করি, তাহার অনুবর্ত্তী হও; অসৎ লোকদিগের কুদৃষ্টান্তে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না॥ ১০॥

১৫০

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ১১ ॥

'এতৈঃ উপায়ৈঃ' পূর্ব্বোক্তৈর্হেযোপাদেয়ৈঃ 'যততে' প্রযত্নং করোতি মুমুক্ষুঃ সন্ 'যঃ তু' 'বিদ্বান্' ব্রহ্মবিৎ। 'তস্য' বিদুষঃ 'এষঃ আত্মা' 'বিশতে' সংপ্রবিশতি 'ব্রহ্মধাম' আশ্রয়ম্ ॥ ১১ ॥

যে ব্রহ্মবিৎ এই সমস্ত উপায় দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

যে ব্রহ্মবিৎ সত্যকে অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মের অনুগত হইয়া, শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, মাতা পিতা আচার্য্যকে ভক্তি করিয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত্ন করেন; তাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়। তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়া তাঁহার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত ভূমানন্দ উপভোগ করেন ॥ ১১

১৫১

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ ১২ ॥

'শৃণ্বন্তু' 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'অমৃতস্য' ব্রহ্মণঃ 'পুত্রাঃ' 'যে' 'ধামানি' 'দিব্যানি' রমণীয়ানি 'আতস্থুঃ' অধিতিষ্ঠন্তি ॥ ১২ ॥

হে দিব্য-ধাম-বাসী অমৃতের পুত্র-সকল! তোমরা শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥

প্রাতঃকালের সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় অকৃত অমৃত ব্রহ্মকে অন্তরে লাভ করিয়া নবোৎসাহে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মবাদী কহিতেছেন যে, হে অমৃত পুরুষের পুত্রেরা! দ্যুলোক ও ভূলোকবাসী দেব ও মনুষ্যেরা! শ্রবণ কর; আমি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি ॥ ১২ ॥

১৫২

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৩॥

'বেদ' জানে 'অহম্' 'এতং' 'পুরুষং' 'পূর্ণং' 'মহান্তম্' 'আদিত্যবর্ণং' প্রকাশস্বরূপং 'তমসঃ' অজ্ঞানাৎ 'পরস্তাৎ'। 'তম এব বিদিত্বা' 'মৃত্যুম্' 'অতি-এতি' অত্যেতি অতিক্রামতি অস্মাৎ 'ন অন্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে' 'অয়নায়' পরমপদ-প্রাপ্তয়ে ॥ ১৩ ॥

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই॥ ১৩॥

এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তিনি অনন্ত কাল সেই জ্ঞানময় প্রেমময় পুরুষের সহচর অনুচর থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই॥ ১৩॥

১৫৩

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ॥ ১৪॥

যস্মাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাদনন্তরং পরমপুরুষার্থসিদ্ধিঃ তস্মাৎ 'এতৎ' ব্রহ্ম 'নিত্যম্ এব' জ্ঞেয়ম্। আত্মনি সংতিষ্ঠতীতি 'আত্মসংস্থং' 'ন অতঃ পরং বেদিতব্যং হি 'কিঞ্চিৎ' অস্তি॥ ১৪॥

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য; তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই॥ ১৪॥

যিনি সকলের আশ্রয়, তিনি চিরকাল আপনাতেই

আপনি স্থিতি করিতেছেন। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবেক এবং তাঁহাকেই জানিবেক; তাঁহাকে জানিলে সকল জানার সমাপ্তি হয়, তাঁহার উপরে জানিবার বস্তু আর কিছুই নাই ॥ ১৪ ॥

১৫৪

সংপ্রাপ্যৈনমৃষযোজ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানোবীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগংং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা-
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥ ১৫ ॥

'সংপ্রাপ্য' সমবগম্য 'এনং' পরমেশ্বরম্ 'ঋষয়ঃ' দর্শনবন্তঃ 'জ্ঞানতৃপ্তাঃ' জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ 'কৃতাত্মানঃ' সংস্কৃতাত্মানঃ 'বীতরাগাঃ' বিগতরাগাদিদোষাঃ 'প্রশান্তাঃ' ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য-রহিতাঃ 'তে' এব 'সর্ব্বগং' সর্ব্বব্যাপিনং 'সর্ব্বতঃ' সর্ব্বত্র 'প্রাপ্য' 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ 'যুক্তাত্মানঃ' সমাহিতস্বভাবাঃ 'সর্ব্বম্ এব' 'আবিশন্তি' প্রবিশন্তি জ্ঞানেন ॥ ১৫ ॥

ঋষিরা ইহাঁকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন, আত্মার উন্নতি লাভ করেন, এবং বিষয়ে অনাসক্ত ও প্রশান্তচিত্ত হয়েন। সেই যুক্তাত্মা ধীরেরা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন ॥ ১৫ ॥

যে ধীরেরা জ্ঞান দ্বারা সেই সত্য পুরুষকে জানিয়াছেন, প্রীতি দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ভাবের অর্চ্চনা করিয়াছেন এবং তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আপনার সাধু ইচ্ছাকে যুক্ত করিয়া যুক্তাত্মা হইয়াছেন ; তাঁহারা সেই সর্ব্বগত সকল-মঙ্গলালয়ের সহবাস লাভ করিয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন এবং সকলের মধ্যে সেই প্রেমময় অমৃতময়কে দেখিতে পান ॥ ১৫ ॥

১৫৫

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র ।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ ॥ ১৬ ॥

'বিজ্ঞানাত্মা' 'সহ দেবৈঃ চ' ইন্দ্রিয়ৈঃ 'সর্ব্বৈঃ' 'প্রাণাঃ' 'ভূতানি' পৃথিব্যাদীনি 'সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র' যস্মিন্ অক্ষরে ব্রহ্মণি ; 'তৎ অক্ষরং' ব্রহ্ম 'বেদয়তে' জানাতি 'যঃ তু সোম্য' 'সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বং এব' 'আবিবেশ' আবিশতি জ্ঞানেন ॥ ১৬ ॥

হে প্রিয় শিষ্য ! জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, ও ভূত-সকল যাঁহাতে স্থিতি করে ; সেই অবিনাশী

পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনি সকল জানেন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন ॥ ১৬ ॥

জীব, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, সমুদায় বস্তু যাঁহার ইচ্ছাতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহার ইচ্ছাতে স্থিতি করিতেছে, সেই অবিনাশী পুরুষকে যিনি জানেন; তাঁহার সকল সংশয় ছেদ হয় এবং তিনি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। সকলেতেই মঙ্গলময় অমৃত পুরুষকে দেখেন ॥ ১৬ ॥

১৫৬

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥১৭॥

'যঃ চ অয়ম অস্মিন আকাশে' 'তেজোময়ঃ' চিন্মাত্রপ্রকাশময়ঃ 'অমৃতময়ঃ' অমরণধর্ম্মা 'পুরুষঃ' সর্ব্বমনুভবতীতি 'সর্ব্বানুভূঃ' 'যঃ চ অয়ং অস্মিন আত্মনি তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ' 'তম এব বিদিত্বা' 'মৃত্যুম্' 'অতি এতি' অত্যেতি অতিক্রামতি। 'ন অন্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' ॥ ১৭ ॥

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ,

যিনি সকলি জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন ; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন,—তদ্ভিন্ন মুক্তি-প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বরের দুই কার্য্য মহান ; এক, আমারদের সম্মুখে অগণ্য-নক্ষত্র-মণ্ডিত অসীম আকাশ ; দ্বিতীয়, আমারদের অন্তরে উন্নতিশীল এই চিরজীবী আত্মা। আত্মা স্থূলও নহে অণুও নহে, কিন্তু সে কি সারবান বস্তু ! এক বিন্দু আত্মা অসীম আকাশ দর্শন করিতেছে, এক বিন্দু আত্মার উপর যেন সমুদয় আকাশ অবলম্বিত রহিয়াছে। আত্মা না থাকিলে আর কিছুই থাকে না—আত্মার অভাবে শত শত সূর্য্য অন্ধকারময় ; আত্মার উদয়েই সকল বস্তু জ্যোতিষ্মান হয়। বাহিরে আকাশ, অন্তরে আত্মা ; দুইই সেই "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্" অনন্ত পুরুষের আদর্শ, এ দুয়েতেই তাঁহার আবির্ভাব। অসীম আকাশে তিনি বর্ত্তমান আবার হিরণ্ময় আত্মাতেও তাঁর সিংহাসন। অন্তরে বাহিরে তিনি প্রাণরূপে রহিয়াছেন। যখন নিভৃতালয়ে যাই, সেখানে সাক্ষী-রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই ; যখন কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করি, তখন দেখি তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ-রূপে সকল ঘটনাকেই নিয়মিত করিতেছেন। তিনি বিষয়-রাজ্যের যেমন রাজা, তেমনি আত্মারও অধীশ্বর। তিনি ধর্ম্ম-রাজ্যে

আত্ম-সিংহাসনে থাকিয়া, পাপকে দমন করিয়া ও পুণ্যের পুরস্কার দিয়া, আপনার দিকে সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁর করুণা বিস্তৃত আকাশে, তাঁর করুণা নিভৃত আত্মাতে,—তিনি বৃষ্টি দিয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছেন, তিনি অমৃত সিঞ্চন করিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করিতেছেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতেছি এবং অমৃত হইয়া তাঁহার সহবাসে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

১৫৭

উক্তা তউপনিষৎ ব্রাহ্মীং বাব তউপনিষদমব্রূমেত্যুপনিষৎ ॥ ১৮ ॥

উপনিষদং শ্রুতবতি শিষ্যে আচার্য্যআহ উক্তেতি। 'উক্তা' অভিহিতা 'তে' তব সম্বন্ধে 'উপনিষৎ'। কা পুনঃ সেত্যাহ 'ব্রাহ্মীং' ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ইযং 'বাব' এব 'তে' তব 'উপনিষদং' 'অব্রূম'। 'ইতি' 'উপনিষৎ' অবধারণার্থঃ ॥ ১৮ ॥

তোমার নিকটে উপনিষদ্ উক্ত হইল, ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় উপনিষদই আমি তোমাকে বলিয়াছি। ইহাই উপনিষৎ, ইহাই উপনিষৎ ॥ ১৮ ॥

যে বিদ্যা আমারদিগকে ব্রহ্মেতে লইয়া যায়, তাহাই এই উপনিষৎ। উপনিষৎই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে উক্ত

হইল; ইহার উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রদ্ধাবান্ মুমুক্ষুরা পরম পদ লাভ করিবেন ॥ ১৮ ॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো-বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ-নিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে যউপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

স্বাবয়বপাটবপূর্ব্বকং স্বস্মিন্নৌপনিষদধর্ম্মাবস্থিতিমিচ্ছন্ মন্ত্রমাহ। 'বাক্ প্রাণঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং অথো বলং ইন্দ্রিয়াণি' চ এতানি সর্ব্বাণি 'মম' উপাসকস্য 'অঙ্গানি' 'ঔপনিষদং' উপনিষৎ প্রতিপাদ্যং 'সর্ব্বং' সর্ব্বান্তর্যামি 'ব্রহ্ম' 'আপ্যায়ন্তু'। 'অহং' 'ব্রহ্ম' 'মা' 'নিরাকুর্য্যাং' ন ত্যজেয়ং। 'ব্রহ্ম' 'মা' মামুপাসকং 'মা' 'নিরাকরোৎ' নাত্যজৎ। ব্রহ্মণঃ 'অনিরা-করণং' স্বরূপতিরস্কারাভাবঃ 'অস্তু' 'মে' মৎকর্ত্তৃকং 'অনিরা-করণং' 'অস্তু'। কিঞ্চ 'তদাত্মনি' পরমাত্মনি 'নিরতে' নিতরাং রমমাণে 'ময়ি' উপাসকে 'যে উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ' 'তে' 'ময়ি সন্তু' 'তে ময়ি সন্তু' ইতি পুনরুক্তিরাদরার্থা ॥

উপনিষৎবেদ্য সর্ব্বান্তর্যামি পরব্রহ্ম আমার বাক্য, প্রাণ,

চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বল, ইন্দ্রিয়, সমুদায় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি। তিনি সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। আমি পরমাত্মাতে নিয়ত রত ; অতএব উপনিষদে যে সকল ধর্ম্ম তাহা আমাতে হউক, তাহা আমাতে হউক॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

প্রথমখণ্ডং

উপনিষৎ সমাপ্তা।

দ্বিতীয়খণ্ডম্।

অনুশাসনম্।

ওঁ তৎসৎ

দ্বিতীয়খণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

১
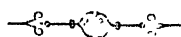
ওমাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি ॥ ১ ॥

'আচার্য্য' 'অন্তেবাসিনং' শিষ্যম 'অনুশাস্তি' কর্ত্তব্যং ধর্ম্মং গ্রাহয়তি ॥ ১ ॥

আচার্য্য শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন ॥ ১ ॥

জ্ঞান-নেত্রে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহাতে প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। ধর্ম্ম তাঁহার প্রিয়, অধর্ম্ম তাঁহার অপ্রিয়; অতএব ধর্ম্মই মনুষ্যের কর্ত্তব্য ও উপাদেয় এবং অধর্ম্মই মনুষ্যের অকর্ত্তব্য ও পরিত্যাজ্য হইয়াছে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ফল হয় এবং অধর্ম্মের আচরণে আত্মা মলিন হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। তিনি মনুষ্যকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিবার যে শক্তি দিয়াছেন, তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞান কহে; মনুষ্য তাহা দ্বারা উভয়কে পৃথক্ করিয়া অধর্ম্মাচরণ পরিহারপূর্ব্বক নিষ্পাপ থাকিয়া ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া পবিত্রস্বরূপ

পরমেশ্বরের সন্নিহিত হইতে থাকিবেন। আচার্য্য শিষ্যের সেই ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রস্ফুটিত ও পরিমার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত কোন্ কর্ম্ম বিহিত ও কোন্ কর্ম্ম নিষিদ্ধ, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন

২

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পযেৎ॥ ২॥

'গৃহস্থঃ' ব্রহ্মণ্যেব নিষ্ঠা নিশ্চযেন স্থিতির্যস্য সঃ 'ব্রহ্মনিষ্ঠঃ' 'স্যাৎ' ভবেৎ। কিঞ্চ 'তত্ত্বজ্ঞানপরাযণঃ' তত্ত্বজ্ঞানং পরং প্রকৃষ্টম্ অযনম্ আশ্রযোযস্যেতি। 'যৎ যৎ' লোকহিতং ধর্ম্ম্যং 'কর্ম্ম' 'প্রকুর্ব্বীত' অনুতিষ্ঠেৎ তস্য তস্য ফলাভিসন্ধিং পরিহায 'তৎ' কর্ম্ম 'ব্রহ্মণি' সর্ব্বমঙ্গলাস্পদে পূর্ণে পরমেশ্বরে 'সমর্পযেৎ' ॥ ২॥

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন॥ ২॥

মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারগণের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেক না। সেই সম্বন্ধ মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর হইতে সংঘটিত হইয়াছে;

তাহার উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য নহে। গৃহস্থ হইয়া সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিবেক।

কিন্তু যিনি সেই শুভাবহ সম্বন্ধের যোজয়িতা, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া মোহপাশে আবদ্ধ হইবেক না। তাঁহাতেই যোজিত-চিত্ত হইয়া সংসার-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। সম্পৎকালে তাঁহারই অনুগত হইয়া চলিবেক; বিপৎকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবেক। শরীর পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিবে; কিন্তু আত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিত থাকিবে। কর্ম্মের সময় তাঁহাতে থাকিয়াই কর্ম্ম করিবে; বিশ্রামের সময় তাঁহাতে থাকিয়াই বিশ্রাম করিবে। অন্তরিন্দ্রিয় আত্মার অধীন হইবে, এবং বহিরিন্দ্রিয় আত্মার অধীন হইবে; আত্মা পরমাত্মার অধীন থাকিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া জানিবে, তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিবে; যাহা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে, তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবে।

স্বরূপতঃ বস্তু সকলকে অবগত হওয়ার নাম তত্ত্বজ্ঞান। সৃষ্ট বস্তুকে যেন স্রষ্টা বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন না হয়; সত্য ও অসত্য, মঙ্গল ও অমঙ্গল এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যেন পৃথক্ করিতে সামর্থ্য থাকে; এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিবে এবং সেই জ্ঞান অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

ফলের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া কেবল প্রেমাস্পদ ঈশ্ব-

রের প্রীতি-কামনায় তাঁহার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। সুখই হউক, দুঃখই হউক; সম্পদই হউক, বিপদই হউক; সম্মানই হউক, অপমানই হউক; তাঁহার আদেশ প্রতিপালনই সাধকের একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে। আমি তাঁহার কর্ম্ম করিবার আদেশ পাইয়াছি, ইহাই আমার পরম লাভ; যদি সেই আদেশ প্রতিপালনে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহাই আমার পরম লাভ; আমি তাঁহার আজ্ঞাকারী, তাঁহার আজ্ঞাপালনই আমার ধর্ম্ম; সুখ হয় হউক, দুঃখ হয় হউক, তাহা গণনা না করিয়া তাহাতেই নিযুক্ত থাকিব; এই রূপে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যে কোন কর্ম্ম করুন, অভিমান-শূন্য হইয়া তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন ॥ ২ ॥

৩

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্ ।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥ ৩ ॥

'মাতরং পিতরং চ এব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং' 'মত্বা' বিচিন্ত্য 'গৃহী' 'নিষেবেত' শুশ্রূষেত 'সদা' 'সর্ব্বপ্রযত্নতঃ' সর্ব্বপ্রযত্নেন ॥ ৩ ॥

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতা-

স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোপাসক পিতামাতাকে স্নেহদানে ও প্রতিপালনে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিবেন এবং সেই আন্তরিক সম্মান তাঁহাদের সেবাতে প্রদর্শন কবিবেন। কদাপি তাহাতে যত্নের শৈথিল্য করিবেন না। পিতামাতার সেবাতে পুণ্য লাভ হয়; তাহা না করিলে প্রত্যবায় জন্মে। বিশ্ব-পিতা অখিলমাতা পরমেশ্বর পিতামাতা দ্বারা আপনার পিতৃভাব ও মাতৃভাব প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে পিতৃ-মাতৃসেবা অতি মহৎ ও অতি পবিত্র কর্ম্ম। শরীর দিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে; মন দিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে; বাক্য দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবে এবং উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবে ॥ ৩ ॥

৪

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥৪॥

'শ্রাবয়েৎ' 'মৃদুলাং' কোমলাং 'বাণীং' বাচং 'সর্ব্বদা' 'প্রিয়ং' হিতম্ 'আচরেৎ' কুর্য্যাৎ। 'পিত্রোঃ' মাতাপিত্রোঃ 'আজ্ঞানুসারী' আজ্ঞানুবর্ত্তী চ 'স্যাৎ' ভবেৎ 'সৎপুত্রঃ' 'কুলপাবনঃ' কুলপাবিত্র্যজননঃ ॥ ৪ ॥

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক॥ ৪॥

কদাপি পিতামাতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিবেক না। কোমল বচনে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিবেক; বিনীত বেশে তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবেক, ভক্তি-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিবেক এবং আনন্দ সহকারে তাঁহাদিগের আদেশ-বাক্যের প্রতীক্ষা করিবেক। অহরহঃ তাঁহাদিগের শুভানুধ্যান ও হিতানুষ্ঠান করিবেক। তাঁহারা যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহা সম্পাদন করিবেক। যদি তাঁহাদের কোন আজ্ঞা অন্যায় বোধ হয়, তাহা অস্বীকার করিবার সময় সমধিক নম্রতা, বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করিবেক। আপনার সুখ-ভোগের কামনা খর্ব্ব করিয়াও তাঁহাদিগকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবেক। ইহাই সৎপুত্রের লক্ষণ। এইরূপ পুত্রই পরম পিতা ঈশ্বরের সৎপুত্র হন। ইহাঁ দ্বারা কুল পবিত্র হয়॥ ৪॥

৫

গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ।
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা॥৫॥

যে যে গুরুত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ তেষাং 'সর্ব্বেষাং' 'চ' 'গুরূণাং' মধ্যে 'মাতা' 'এব' 'পরমকঃ' পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ 'গুরুঃ' 'মাতা গুরুতরা ভূমেঃ' 'তথা' 'খাৎ' অন্তরিক্ষাৎ 'উচ্চতরঃ' 'পিতা' ॥ ৫ ॥

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন। মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর ॥ ৫ ॥

সকল মনুষ্যের মধ্যে পিতামাতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেক। পিতামাতা অপেক্ষা বিদ্বান্ ও ক্ষমতাবান অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু এরূপ গুরুতর ও মাননীয় সম্বন্ধ আর কাহারও সহিত নাই। পুত্র যদি পিতামাতা অপেক্ষা বিদ্যা, ধন ও ক্ষমতাতে শ্রেষ্ঠ হন, তথাপি সেই গুরুতর সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে চিরকাল গুরুতর ও পূজ্যতর করিয়া রাখিবেক। বিদ্যা-মদে বা ধন-মদে মত্ত হইয়া কদাপি পিতামাতাকে অবহেলা করিবেক না ॥ ৫ ॥

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৬ ॥

'নৃণাম্' অপত্যানাং 'সম্ভবে' সতি 'যং' 'ক্লেশং' 'মাতাপিতরৌ' 'সহেতে'। 'তস্য' ক্লেশস্য 'নিষ্কৃতিঃ' আনৃণ্যং 'কর্ত্তুং বর্ষশতৈঃ অপি' 'ন' 'শক্যা' ন শক্যতে ॥ ৬ ॥

সন্তান হইলে পিতামাতা যে রূপ ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে শক্ত হয় না ॥ ৬ ॥

পিতামাতা সন্তানের জন্য যেরূপ শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ ভোগ করেন, পুত্র উপযুক্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে আমৃত্যু তাঁহাদের সেবা করিলেও তাহার পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিয়াও কখন এরূপ অভিমান করিবেক না যে, আমি তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার করিতেছি। প্রত্যুত তাঁহাদিগের অমায়িক স্নেহ ও অচলা সহিষ্ণুতা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা কৃতজ্ঞচিত্ত থাকিবেক। আমরণ তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্য ও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবেক এবং তাঁহারা পরলোকে গমন করিলেও তাঁহাদিগের প্রিয় কামনা সকল পূর্ণ করিতে যত্নশীল থাকিবেক ॥ ৬ ॥

৭

ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ।
ছায়া স্বদাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরম্।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা ॥ ৭ ॥

'জ্যেষ্ঠঃ' 'ভ্রাতা' 'পিত্রা' "সমঃ' পিতৃতুল্যঃ। 'ভার্য্যা পুত্রঃ' চ 'স্বকা তনুঃ' স্বশরীরমেব। 'স্বদাসবর্গঃ চ" নিত্যা-

নুগতত্বাৎ আত্মনঃ 'ছায়া' ইব। 'দুহিতা' 'পরং' 'কৃপণং' কৃপাপাত্রম্। 'তস্মাৎ' কারণাৎ উক্তৈঃ 'এতৈঃ' 'সদা' 'অধিক্ষিপ্তঃ' আক্রোশিতোঽপি 'অসংজ্বরঃ' অসন্তাপ্তঃ সন্ 'সহেত' ॥ ৭ ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ-তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাস-বর্গ আপনার ছায়া-স্বরূপ, আর দুহিতা অতিকৃপা-পাত্রী; এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক ॥ ৭ ॥

পরম-প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের প্রীতি-কামনায় পরিবারগণকে প্রতিপালন করিবেক; সমুদায় পরিবারকে তাঁহারই পরিবার বিবেচনা করিবেক। অতএব ভ্রাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা ও দাসদাসীগণ হইতে যদি ক্রোধ ও বিরক্তির কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ক্রোধ ও বিরাগ সম্বরণ করিয়া, যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তদনুসারে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখিবেক; কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিবেক, ভার্য্যা ও সন্তানগণকে আপনার অঙ্গ-সদৃশ জানিবেক এবং দাস দাসীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেক। কাহারও দোষ দেখিলে ক্রোধান্ধ হইয়া নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিবেক না, প্রত্যুত ক্ষমাশীল হইয়া সকলকে সংশোধন করিবেক।

ঈশ্বর যে অটল স্নেহে সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার অনুকরণ করিয়া পরিবারগণের ভরণ পোষণ এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিবেক ॥ ৭ ॥

৮

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ ॥৮॥

'অতিবাদান্' অতিক্রমবাদান্ পরোক্তান্ 'তিতিক্ষেত' সহেত। 'কঞ্চন' কঞ্চিদপি 'ন' 'অবমন্যেত'। 'ন চ ইমং' 'দেহং' ক্ষণভঙ্গুরং 'আশ্রিত্য' অবলম্ব্য তদর্থং 'কেনচিৎ' সহ 'বৈরং' বিরোধং 'কুর্বীত' 'কুর্য্যাৎ ॥ ৮ ॥

পরের অত্যুক্তি-সকল, সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই মানবদেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না ॥ ৮ ॥

সহিষ্ণুতা দ্বারা অন্যের অত্যুক্তিকে পরাজয় করিবেক; অত্যুক্তির পরিবর্ত্তে অত্যুক্তি করিবেক না; কেন না, ধর্ম্ম-সাধন জীবনের উদ্দেশ্য, বৈর নির্য্যাতন উদ্দেশ্য নহে। কাহাকেও অবমাননা করিবেক না; ঈশ্বর কোন মনুষ্যকেই অবজ্ঞাত থাকিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই; সকলেই তাঁহার স্নেহের আস্পদ, অতএব সকলের প্রতি সমাদর করিবে।

এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ ধারণ করিয়া গর্ব্বিত হইয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করিবেক না; প্রত্যুত যে কএক দিন এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, সকলের হিতসাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেক। ঈশ্বর সকলের পিতা, মনুষ্যগণ পরস্পর ভ্রাতা, পরস্পর শত্রুতা দ্বারা এই পবিত্র সম্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিবেক না॥ ৮॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধোভবেৎ পুমান্।
যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্ গৃহম্॥ ১॥

'যাবৎ' 'পুমান্' পুরুষঃ 'জায়াং' 'ন বিন্দতে' ন লভতে 'তাবৎ' 'অর্দ্ধঃ' অসর্ব্বঃ 'ভবেৎ' ভবতি। 'যৎ' গৃহং 'বালৈঃ' বালকৈঃ গৃহাভরণভূতৈঃ 'ন' 'পরিবৃতং' ন সুসজ্জীকৃতং 'তৎ গৃহং' 'শ্মশানম্ ইব'॥ ১॥

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশানসমান॥ ১॥

প্রজাকাম পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহার শুভ সংকল্প লক্ষ্য করিয়া পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে পরস্পর সম্মিলিত হইবেক; তাহা তাঁহার অনভিপ্রেত বিবেচনা করিবেক না। বালক বালিকা পিতা মাতার হৃদয়ের আনন্দ ও গৃহের ভূষণ—বিবাহ-বন্ধনের এই পবিত্র পুরস্কার ॥ ১ ॥

১০

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥২॥

'প্রজনার্থং' অপত্যোৎপাদনার্থং এতাঃ স্ত্রিয়ঃ 'মহাভাগাঃ' বহুকল্যাণভাজনভূতাঃ, 'পূজার্হাঃ' সম্মানার্হাঃ 'গৃহদীপ্তয়ঃ' গৃহশোভাকারিণ্যঃ। 'স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ঃ চ গেহেষু' তুল্যরূপাঃ 'ন' অনযোঃ 'বিশেষঃ অস্তি' 'কশ্চন' কশ্চিদপি। যথা নিঃশ্রীকং গৃহং ন শোভতে এবং নিঃস্ত্রীকম্ ইতি ॥ ২ ॥

সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে স্ত্রী-সকল বহুকল্যাণ-পাত্রী এবং আদরণীয়া; ইহাঁরা গৃহকে উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী-স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই ॥ ২ ॥

স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই পরম পিতা পরমেশ্বরের তুল্যরূপ স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের পাত্র। কিন্তু সংসারে আসিয়া

যাঁহাকে যেরূপ কার্য্যভার বহন করিতে হইবে, সর্ব্বদর্শী মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর তাঁহাকে তদনুযায়ী শরীর ও মন, জ্ঞান ও ভাব, ধর্ম্ম ও ভূষণ প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীরা গর্ভধারণ, শিশুদিগকে পোষণ ও প্রতিপালন করিবেন, এই জন্য সেই অখিলমাতা পরমেশ্বর আপনার সুকোমল মাতৃভাবে তাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া গৃহের শ্রী-স্বরূপা করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের প্রতি যত্ন, সমাদর ও সন্তোষ প্রদর্শন করিবেক ॥ ২ ॥

১১

সর্ব্বাবযবসম্পূর্ণাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ।
ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে ॥ ৩ ॥

'সর্ব্বাবযবসম্পূর্ণাং' 'সুবৃত্তাং' সুশীলাং কন্যাং 'নরঃ' 'উদ্বহেৎ' পরিণয়েৎ। 'যা' 'চ' 'কন্যা', 'ক্রয়ক্রীতা' ক্রয়েণ মূল্যেন ক্রীতেতি 'সা' 'পত্নী ন বিধীয়তে' ॥ ৩ ॥

পুরুষ সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধি-সম্মত পত্নী নহে ॥ ৩ ॥

সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্না ও সাধুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। রুগ্না অঙ্গহীনা অথবা দুশ্চরিত্রার পাণি গ্রহণ করিবেক

না। যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ চির-রুগ্ন অথবা বিকলাঙ্গ, তাঁহারা সেই মঙ্গল-সংকল্প প্রজাপতির প্রজা বর্দ্ধনে আপনাদিগকে অনধিকারী বিবেচনা করিবেন এবং তাঁহার অন্যান্য সহস্র প্রকার প্রিয় কার্য্য আছে, তাহার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন; অসংযত হইয়া সংসারে রোগ ও শোক বিস্তার করিবেন না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেহ চারিত্র্যহীন হইলে অশেষ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়; অতএব পরস্পর পরস্পরের সুশীলতা অবগত হইয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবেক। পুরুষ মূল্য দ্বারা পত্নী ক্রয় করিবেন না, তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে ॥ ৩ ॥

১২

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারোভবেদামরণান্তিকঃ।
এষধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ ॥ ৪ ॥

ভার্য্যাপত্যোঃ 'অন্যোঽন্যস্য' পরস্পরস্য 'আমরণান্তিকঃ' মরণান্তং যাবৎ তাবৎ ধর্ম্মার্থকামেষু 'অব্যভিচারঃ' 'ভবেৎ'। 'এষঃ' 'স্ত্রীপুংসয়োঃ' 'পরঃ' প্রকৃষ্টঃ 'ধর্ম্মঃ' 'সমাসেন' সংক্ষেপেণ 'জ্ঞেয়ঃ' ॥ ৪ ॥

স্ত্রী-পুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না; সংক্ষেপেতে তাঁহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে ॥ ৪ ॥

পতি ও পত্নী কি ধর্ম্মে, কি সাংসারিক কার্য্যে, কি ভোগে পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না। পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবেন, সহকর্ম্মিণী হইবেন ও সহভোগিনী হইবেন। ধর্ম্ম-কার্য্যে পরস্পর পৃথক হওয়াকে ধর্ম্ম-বিষয়ক ব্যভিচার কহে; ইহা স্ত্রীপুরুষের আধ্যাত্মিক প্রেমে বিঘ্ন উৎপাদন করে। সাংসারিক কার্য্যে পরস্পর ভিন্ন হওয়াকে অর্থ বিষয়ক ব্যভি-চার কহে; তাহা দ্বারা সংসারে অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। যদি পতি অন্য স্ত্রীতে ও পত্নী অন্য পুরুষে আসক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ভোগবিষয়ে ব্যভিচারী হইলেন; ভোগ-বিষয়ক ব্যভিচারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মন্দ; কেন না ইহা হইতে পাপ ও অপবিত্রতা উৎপন্ন হইয়া ব্যভিচারীকে ধর্ম্ম হইতে পতিত করিয়া রাখে। যদি পুরুষ অন্য স্ত্রীকে ও স্ত্রী অন্য পুরুষকে আসক্ত চিত্তে দর্শন বা ধ্যান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মানসিক ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইলেন। অতএব স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই যে ধর্ম্মার্থ-কামবিষয়ে তাঁহারা পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না; কায়মনোবাক্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রতিপালন করিবেন ॥ ৪ ॥

১৩

তথা নিত্যং যতেযাতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্ ॥ ৫ ॥

'স্ত্রীপুংসৌ' স্ত্রীচ পুমাংশ্চ তৌ 'তু' 'কৃতক্রিয়ৌ' কৃত

বিবাহৌ 'তথা' 'নিত্যং' সর্ব্বদা 'যত্তেযাতাং' যত্নং কুর্য্যাতাং 'যথা' ধর্ম্মার্থকামবিষয়ে 'বিযুক্তৌ' বিচ্ছিন্নৌ সন্তৌ 'তৌ ইতরেতরং' পরস্পরং 'ন অভিচরেতাং' ন ব্যভিচরেতাম্ ॥ ৫ ॥

স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহার প্রতি ব্যভিচার না করেন; এমত যত্ন তাঁহারা সর্ব্বদা করিবেন ॥ ৫ ॥

পতি ও পত্নী উভয়েই ব্যভিচার হইতে আপনাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। পরমেশ্বর কি শুভ অভিপ্রায়ে পরস্পরকে কিরূপ গুরুতর সম্বন্ধে সম্মিলিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক রাখিবেন। স্ত্রীপুরুষের বিশুদ্ধ প্রেম ঈশ্বরের প্রিয় ও সমুদায় জগতের প্রিয়, এবং দম্পতীর কল্যাণ-কর, বংশের কল্যাণকর ও সমুদায় সংসারের কল্যাণ কর; পরস্পর যত্নবান্ হইয়া তাহা পরিবর্দ্ধিত করিবেন; মনে মনেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। উভয়ের হৃদয় এক হইবে, উভয়ের লক্ষ্য এক হইবে, উভয়ের সুখ দুঃখ এক হইবে, এবং উভয়ে আপনাদিগকে সর্ব্বাধিপতি পরমেশ্বরের সম্মিলিত দাস-দাসী বিবেচনা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার আজ্ঞা পালনে চিরব্রতী থাকিবেন। ইন্দ্রিয়-সুখ ক্ষুদ্র বোধ করিবেন, সামান্য আলাপ পরিত্যাগ করিবেন; যাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাহার আলোচনা করিবেন। কার্য্যবশতঃ কখন পরস্পর বিযুক্ত

হইলে যত্নপূর্ব্বক এই পবিত্র দাম্পত্য ব্রত প্রতিপালন করিবেন ॥ ৫ ॥

১৪

সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥৬॥

'যস্মিন্ এব কুলে' 'নিত্যং' 'ভর্ত্তা' 'ভার্যায়া' 'সন্তুষ্টঃ' 'তথা এব' 'ভার্য্যা' 'চ' 'ভর্ত্রা' সন্তুষ্টা 'তত্র' 'ধ্রুবং' নিশ্চিতং 'বৈ' অবধারণে 'কল্যাণং' শ্রেয়ঃ ভবতি ॥ ৬ ॥

যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি, এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চিত কল্যাণ ॥ ৬ ॥

ভর্ত্তা ও ভার্য্যা পরস্পরকে সম্প্রীত ও সন্তুষ্ট রাখিতে ও পরস্পরের উপর প্রীত ও প্রসন্ন থাকিতে যত্নশীল হইবেন। যাহাতে পরস্পরের আলাপ ও আচরণ পরস্পরের বিরক্তি-জনক না হয়, তাহার নিমিত্ত চেষ্টাবান্ থাকিবেন। কেহ কাহারও প্রতি উগ্রতা প্রদর্শন করিবেন না, কেহ কাহাকে হীন বোধ করিবেন না, কেহ কাহাকেও অবিশ্বাস করিবেন না। পরস্পর প্রিয়াচরণ করিবেন, পরস্পর হিতানুষ্ঠান করিবেন, পরস্পর ক্ষমাশীল হইবেন। উভয়ে মিলিত হইয়া সংসারের হিত চিন্তা ও উন্নতি সাধন করিবেন। একের

মাতা পিতাকে উভয়েই মাতা পিতা বলিয়া বোধ করিবেন, একের ভ্রাতা ভগিনীকে উভয়েই ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করিবেন, একের সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদ্ উভয়েই বিভাগ করিয়া লইবেন; এবং উভয়েই পবিত্রতা, শান্তি, শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বলের জন্য সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষের শরণাপন্ন হইয়া থাকিবেন। যে পরিবারে এরূপ দম্পতী থাকেন, তথায় সুখ শান্তি ও কল্যাণ প্রচুর রূপে বর্দ্ধিত হয়॥ ৬॥

১৫

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥ ৭॥

'সা ভার্য্যা' 'যা' 'পতিপ্রাণা' পতিরেব প্রাণো যস্যাঃ ইতি 'সা ভার্য্যা' 'যা' 'প্রজাবতী' সাপত্যা সা ভার্য্যা যা 'মনোবাক্কর্ম্মভিঃ' 'শুদ্ধা' পবিত্রা সতী 'পতিদেশানুবর্ত্তিনী' পত্যুরাজ্ঞানুসারিণী॥ ৭॥

সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী, এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী॥ ৭॥

স্ত্রী স্বামীকে প্রাণতুল্য দেখিবেন, বংশের প্রতিষ্ঠার্থ সন্তান কামনা করিবেন; চিন্তাতে পবিত্র থাকিবেন,

বাক্যেতে ভদ্র হইবেন, বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন; স্বামী যাহা বলিবেন, তাহা প্রীতি ও প্রফুল্লতার সহিত প্রতিপালন করিবেন ॥ ৭ ॥

১৬

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া ॥ ৮ ॥

'ছায়া ইব অনুগতা' 'স্বচ্ছা' বিশুদ্ধা 'সখী ইব হিতকর্ম্মসু'। 'সদা' 'প্রহৃষ্টয়া' হর্ষযুক্তয়া 'গৃহকার্য্যেষু' 'দক্ষয়া' কুশলয়া স্ত্রিয়া 'ভাব্যং' ভবিতব্যম্ ॥ ৮ ॥

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিত-কর্ম্ম-সাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ-কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবেন ॥ ৮ ॥

স্ত্রী ধর্ম্মার্থভোগ বিষয়ে স্বামীকে আপনার নেতা করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগত হইয়া চলিবেন, তাহাতে স্ত্রীর কোমল-স্বভাব বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইবে; অতএব, তিনি স্বামীকে আশ্রয়-তরু ও আপনাকে আশ্রিত লতা বিবেচনা করিবেন; কিন্তু স্বামীর ভ্রম প্রমাদে অন্ধ হইয়া থাকিবেন না, কেন না ঈশ্বর তাঁহাকেও যথেষ্ট বিবেচনা-শক্তি দিয়াছেন। অতএব হিতকারিণী সখীর ন্যায় স্বামীকে অহিত

বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন ও সৎকর্ম্ম সাধনে সুমন্ত্রণা দিবেন; এবং তাঁহার শরীর ও মনকে সুস্থ রাখিতে যত্নবতী থাকিবেন। স্বয়ং শরীর, পরিচ্ছদ, ও অন্তঃকরণে নির্ম্মলা হইবেন। প্রফুল্ল হৃদয়ে গৃহকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিবেন এবং তাহাতে সুনিপুণ হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন ॥৮॥

১৭

ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী।
ন চাতিব্যয়শীলা স্যাৎ ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী॥ ৯॥

'ন' 'চ' কেনচিৎ' সহ 'বিবদেৎ' বিবাদং কুর্য্যাৎ 'অপ্রলাপবিলাপিনী' ন অনর্থকথনশীলা। 'ন চ অতিব্যয়শীলা স্যাৎ' 'ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী' ভবেৎ ॥ ৯ ॥

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থ-বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না ॥ ৯ ॥

যে পরিবারে দ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও বিবাদ-বিসংবাদ প্রবিষ্ট হয়, সুখ ও সন্তোষ তথা হইতে পলায়ন করে এবং সে পরিবার শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। অতএব গৃহিণী তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেন; যাহাতে সমুদায় পরিবারের মধ্যে শান্তি থাকে, তাহার উপায় বিধান করিবেন; সকলের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিবেন এবং সকলের কল্যাণ কামনা করি-

বেন। অসার কথা পরিত্যাগ করিয়া মিতভাষিণী হইবেন; যে সকল বাক্যে লজ্জা বা ঘৃণা জন্মে, অথবা যাহা দ্বারা অন্যের প্রতি অভিশাপ দেওয়া হয়, এই ত্রিবিধ অশ্লীল বাক্য পরিত্যাগ করিবেন; সারবৎ মধুর বাক্যে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিবেন। কোন বিষয়ে অনাবশ্যক ব্যয় করিবেন না এবং আবশ্যক ব্যয়ে সংকুচিত হইবেন না। যাহাতে ধর্ম্মের বা সাংসারিক কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়, তাদৃশ আচরণে ও তাদৃশ আমোদ-প্রমোদে আসক্ত হইবেন না ॥৯॥

১৮

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্॥১০॥

'পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা' পত্যুঃ প্রিয়েহিতে চ কার্য্যে নিযুক্তা 'স্বাচারা' শোভনাচারা 'সংযতেন্দ্রিয়া' নিযতেন্দ্রিয়া চ সতী 'ইহ' জীবন্তী 'কীর্ত্তিং' যশঃ 'অবাপ্নোতি' প্রাপ্নোতি 'প্রেত্য' পরলোকে 'অনুপমং' নিরুপমং 'সুখং' 'চ' ॥ ১০॥

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পর লোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১০ ॥

স্বামীর প্রিয়কারিণী ও হিতকারিণী সদাচারা এবং জিতেন্দ্রিয়া স্ত্রীর প্রতি যেমন মনুষ্যেরা সন্তুষ্ট হন, সেইরূপ

সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর প্রসন্ন থাকেন। ঐরূপ স্ত্রী ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন এবং তাঁহার কীর্ত্তি পৃথিবীতে অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে সাধু কর্ম্মে উৎসাহ দান করে ॥১০॥

১১

স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যম্ এষধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিযাঃ।
সদ্বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ ॥১১॥

'স্ত্রীভিঃ' সাধ্বীভিঃ 'ভর্ত্তৃবচঃ' পতিবাক্যং 'কার্য্যং' 'এষঃ' 'স্ত্রিযাঃ' 'পরঃ' প্রকৃষ্টঃ 'ধর্ম্মঃ'। 'সদ্বৃত্তচারিণীং' সদাচারশীলাং 'পত্নীং ত্যক্ত্বা' 'ধর্ম্মতঃ' 'পততি' পতিতোভবতি ॥১১॥

স্ত্রীরা স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা তাঁহারদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী সদাচারশালা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়েন ॥ ১১ ॥

স্ত্রী স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন। স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক মৃদুতার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকে কঠোর অনুরোধ করিবেন না। তাঁহার শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে যত্নবান্ থাকিবেন। সদুপদেশ প্রদান ও সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। প্রীতি ও সমাদরের সহিত পত্নীকে প্রতিপালন করিবেন এবং আপনার ধর্ম্ম, অর্থ ও ভোগ-বিষয়ে তাঁহাকে সহভাগিনী করিবেন। যিনি সাধ্বী স্ত্রী প্রার্থনা করেন, তিনি স্বয়ং সৎপতি হইতে

চেষ্টা করুন। সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা হয়; অতএব পুরুষ সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবেন না॥ ১১॥

২০

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যাবিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ॥১২॥

'সূক্ষ্মেভ্যঃ অপি' স্বল্পেভ্যোঽপি 'প্রসঙ্গেভ্যঃ' দুঃসঙ্গেভ্যঃ 'বিশেষতঃ' বিশেষেণ 'স্ত্রিয়ঃ' 'রক্ষ্যাঃ' রক্ষণীয়াঃ কিং পুনর্মহদ্ভ্যঃ। 'হি' যস্মাৎ 'অরক্ষিতাঃ' সত্যঃ 'দ্বয়োঃ' 'কুলয়োঃ' পিতৃভর্ত্তৃকুলয়োঃ 'শোকং' সন্তাপং 'আবহেয়ুঃ' দাপয়েয়ুঃ॥১২॥

স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্ট রূপে রক্ষা করিবেক, যে হেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন॥ ১২॥

যে স্থানে অভদ্র দর্শন ও অভদ্র শ্রবণে মন অভদ্র হইতে পারে, যে সকল আমোদ-প্রমোদে ধর্ম্ম-ভাব মলিন হইয়া যায়, যেখানে পাপ-প্রলোভন মনকে বিচলিত করে, তথায় অবস্থান কর্ত্তব্য নহে। যাহাদিগকে অপবিত্রতা ভাল লাগে ও যাহারা অপবিত্রতাতে মগ্ন হইয়া আছে, তাহাদের সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাজ্য; পাতিব্রত্য ধর্ম্মে যাহাদের অনুরাগ নাই,

তাহাদের স্বভাব অতি ভয়ানক; এই সকল দুঃস্থান ও দুঃসঙ্গ হইতে যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিবেক। পাপ-সংসর্গে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে ॥ ১২ ॥

২১

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥ ১৩॥

যা দুঃশীলতয়া নাত্মানং রক্ষন্তি তাঃ 'আপ্তকারিভিঃ আপ্তাঃ বিশ্বস্তাঃ কারিণঃ আজ্ঞাকারিণঃ আপ্তাশ্চ তে কারিণশ্চেতি আপ্তকারিণস্তৈঃ 'পুরুষৈঃ' 'গৃহে রুদ্ধাঃ' অপি 'অরক্ষিতাঃ ভবন্তি। 'যাঃ তু' ধর্ম্মজ্ঞতয়া 'আত্মানং আত্মনা 'রক্ষেয়ুঃ' রক্ষন্তি 'তাঃ' এব 'সুরক্ষিতাঃ' ভবন্তি। অতঃ স্ত্রীভ্যোধর্ম্মমুপদিশেদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধ থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা ॥ ১৩ ॥

অন্তঃকরণেই পাপের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে কার্য্যও পাপময় হইয়া উঠে। অন্তঃকরণ পবিত্র থাকিলেই কার্য্য পবিত্র হয়। অতএব স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিবেক; তাহা হইলে তাহাদিগের

মন ধর্ম্মরূপ দুর্গে অবস্থান করিয়া পাপ হইতে আপনা-দিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেক। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই রক্ষা পান ॥ ১৩ ॥

২২

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা ॥ ১৪॥

'জ্যেষ্ঠস্য' 'ভ্রাতুঃ' 'যা ভার্য্যা' 'সা' 'অনুজস্য, ভ্রাতুঃ 'গুরুপত্নী' ভবতি। 'যবীয়সঃ' কনিষ্ঠস্য ভ্রাতুঃ 'তু যা ভার্য্যা' 'সা' 'জ্যেষ্ঠস্য' 'স্নুষা' বধূরিব মুনিভিঃ 'স্মৃতা' ॥ ১৪ ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরু-পত্নী-স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র-বধূস্বরূপ ; ইহা মুনিরা কহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যেমন পিতৃ-তুল্য দেখিবেক, সেইরূপ তাঁহার ভার্য্যার প্রতি মাতৃ-সমুচিত সম্মান করিবেক ; এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে যেমন পুত্র-সদৃশ দেখিবেক, সেইরূপ তাঁহার পত্নীর প্রতি পুত্রবধূ-সমুচিত স্নেহ করিবেক। যাঁহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তাঁহার ভার্য্যার প্রতি তদনুরূপ সদ্ভাব প্রদর্শন করিবেক ॥ ১৪ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায

২৩

গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১॥

'গৃহস্থঃ' পালয়েৎ দারান্ বিদ্যাম অভ্যাসয়েৎ সুতান্'।
'গোপয়েৎ' রক্ষেৎ 'স্বজনান্ বন্ধূন' 'এষঃ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ' ॥১॥

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্র-দিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক, এবং স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবেক; এই সনাতন ধর্ম্ম ॥ ১ ॥

পত্নীকে প্রতিপালন, সন্তানগণকে শিক্ষা দান এবং স্বজন ও বন্ধুগণের সহায়তা করা গৃহস্থের নিত্য কর্ম্ম জানিবে। সন্তানগণকে কেবল অন্ন বস্ত্র প্রদান করিলেই পিতামাতার সমুদায় কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হয় না। যাহাতে পুত্রগণ সাধুভাব ও সদ্ভাব সহকারে ঈশ্বরের প্রতি ও সমুদায় মনুষ্যের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া ইহলোকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ও পর লোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়, পিতামাতা সন্তানগণকে সেইরূপ শিক্ষা দান করিবেন। গৃহস্থ সাধ্যানুসারে স্বজন ও বন্ধুগণের আনুকূল্য করিবেন; অন্যের হিত-সাধনে কদাপি পরাঙ্মুখ হইবেন না ॥ ১ ॥

২৪

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ২ ॥

'কন্যা অপি' 'এবম্' ঈদৃশেন প্রকারেণ 'পালনীয়া' 'শিক্ষণীয়া' চ 'অতিযত্নতঃ'। 'বিদুষে' পণ্ডিতায় 'বরায়' 'ধনরত্নসমন্বিতা' সা 'দেয়া' ॥ ২ ॥

কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক ॥ ২ ॥

কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় প্রীতিপালন ও জ্ঞান ধর্ম্মে শিক্ষা দান করিবেক। কন্যা পতিকুলে অবস্থান করিয়া যে সকল গুরুতর ভার গ্রহণ করিবে, তাহা জনকের উপদেশ ও জননীর দৃষ্টান্ত দেখিয়াই অধিক শিক্ষা করে। অতএব জনক জননী যত্ন পূর্ব্বক কন্যাদিগের সেই শিক্ষা সম্পাদন করিবেন। যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-ভক্তি উজ্জ্বল হয় এবং মহানুভাবতা উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে পুত্র ও কন্যাকে নির্ব্বিশেষে সুশিক্ষিত করিবেন। পরে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিবেন॥ ২॥

২৫

যাদৃগ্গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি ।
তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥ ৩ ॥

'যাদৃগ্গুণেন' 'ভর্ত্রা' সাধুনাঽসাধুনা বা 'যথাবিধি' 'স্ত্রী সংযুজ্যেত'। 'সা' 'তাদৃগ্গুণা' 'ভবতি' 'সমুদ্রেণ ইব' যথা সমুদ্রেণ সংযুক্তা 'নিম্নগা' নদী স্বাদূদকাপি ক্ষারজলা জায়তে তথা ॥ ৩ ॥

যে স্ত্রী যাদৃগ্-গুণ-বিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধি পূর্ব্বক সংযুক্ত হয়, সে স্ত্রী তাদৃক্ গুণই প্রাপ্ত হয়; যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয় ॥ ৩ ॥

স্বামীর গুণে পত্নীও গুণবতী হয়, এবং স্বামীর দোষে পত্নীরও দোষ জন্মিতে পারে; অতএব কন্যার জন্য গুণবান্ পাত্র অন্বেষণ করিবেক। যিনি জ্ঞানবান্, ঈশ্বর-পরায়ণ, আচার ব্যবহারে সাধু ও ভদ্র, যাঁহার কুল ও শীল কন্যা অপেক্ষা হীনতর নহে এবং যাঁহার প্রতি কন্যার বিরাগ ও বিদ্বেষ না থাকিবে, তাদৃশ সৎপাত্রে কন্যা দান করিবেক ॥ ৩ ॥

২৬

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্ ॥ ৪॥
(ধর্ম্ম শিক্ষা তন্ত্র)

'অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাম্' অজ্ঞাতা পতিমর্য্যাদা যয়া তাং তথা 'অজ্ঞাতপতিসেবনাম্'। তথা 'অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং' 'বালাং' 'পিতা' 'ন উদ্বাহয়েৎ' ন বিবাহয়েৎ ॥ ৩ ॥

কন্যা যত দিন পতি-মর্য্যাদা ও পতি-সেবা না জানে এবং ধর্ম্ম-শাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না ॥ ৪ ॥

দাম্পত্যব্রত কিরূপ গুরুতর, স্বামীর সহিত সম্বন্ধ কিরূপ অনুল্লঙ্ঘনীয় এবং ধর্ম্ম কেমন যত্নের ধন, এই সমস্ত বিষয় কন্যা যে বয়সে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হয়, তাদৃশ বয়সে কন্যার বিবাহ দিবেক না ॥ ৪ ॥

২৭

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াৎ শুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী ॥৫॥

'কন্যায়াঃ পিতা' 'বিদ্বান্' শুল্কগ্রহণদোষজ্ঞঃ কন্যাদাননিমিত্তকম্ 'অণু অপি' অল্পমপি 'শুল্কং' মূল্যং 'ন' 'গৃহ্নীয়াৎ'।

'হি' যস্মাৎ 'নরঃ' 'লোভেন' শুল্কং 'গৃহ্ণন্' 'অপত্যবিক্রয়ী' সন্তানবিক্রেতা 'স্যাৎ' ॥ ৫ ॥

জ্ঞানবান্ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও পণ গ্রহণ করিবেন না ; লোভাসক্ত হইয়া পণ গ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয় ॥ ৫ ॥

কন্যাকে প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও সৎপাত্রে সমর্পণ পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই তাঁহারা আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিবেন। কন্যা দান করিয়া তাহার পণ গ্রহণ করিবেন না ; পণ গ্রহণ করিলে দান করা হয় না, বিক্রয় করা হয়। যে পিতামাতা লোভাসক্ত হইয়া কন্যাকে বিক্রয় করে, তাহারা নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়; কেননা মনুষ্য-বিক্রয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার ॥ ৫ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

২৮

ন তেন বৃদ্ধোভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যোবৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥১॥

'ন' 'তেন' হেতুনা 'বৃদ্ধঃ ভবতি যেন' 'অস্য' মনুষ্যস্য 'পলিতং' শুক্লকেশং 'শিরঃ' মস্তকম্। কিন্তু 'যুবা অপি' সন্ 'যঃ' 'অধীয়ানঃ' বিদ্বান্ 'তং' 'বৈ' এব 'দেবাঃ' 'স্থবিরং' বৃদ্ধং 'বিদুঃ' জানন্তি ॥ ১ ॥

সে কখন বৃদ্ধ হয় না, যাহার কেবল শুক্লকেশ; কিন্তু যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান্, তাঁহাকে দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন ॥ ১ ॥

যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করিবেক; তাহার প্রতি অবহেলা করিবেক না। বিদ্যা দ্বারা জ্ঞান-চক্ষু নির্ম্মল হয়। যে ভ্রম ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভের বিঘ্নকারী, যে ভ্রম সত্যকে অসত্যরূপে ও অসত্যকে সত্যরূপে প্রকাশ করে, যে ভ্রম কার্য্যকে অকার্য্য ও অকার্য্যকে কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে, জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহা হইতে মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই। অতএব বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিবেক। ভৌতিক বিদ্যা অভ্যাস করিবেক; কেন না

ভৌতিক জগতে ভূতাধিপতি পরমেশ্বরের জ্ঞান শক্তি মঙ্গল ভাব ও আশ্চর্য্য মহিমা দীপ্যমান দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং সকলের কল্যাণকর কার্য্য অনুষ্ঠানে সামর্থ্য জন্মিবে। আত্মবিদ্যা শিক্ষা করিবেক; আত্মা সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের সাদৃশ্য ধারণ করিতেছে। আত্মস্বরূপ অবগত হইতে পারিলে সেই অদৃশ্য অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্ত্য অনন্ত স্বরূপের আভাস প্রাপ্ত হইবে এবং স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের প্রচুর উপায় অবগত হইতে পারিবে। এইরূপে উভয় বিদ্যা দ্বারা সর্ব্ব-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবান্ হইবেক এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেক॥ - ॥

মৌনান্ন সমুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ।
স্বলক্ষণন্তু যোবেদ সমুনিঃ শ্রেষ্ঠউচ্যতে॥ ২॥

'মৌনাৎ' বাক্যাভাবাৎ 'ন সঃ মুনিঃ ভবতি' 'ন' 'অরণ্যবসনাৎ' 'বনবাসাৎ 'মুনিঃ'। 'স্বলক্ষণং তু' আত্মস্বরূপং তু 'যঃ' 'বেদ' জানাতি 'সঃ' 'শ্রেষ্ঠঃ' 'মুনিঃ' মননশীলঃ 'উচ্যতে' কথ্যতে॥ ২॥

মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না, অরণ্য-বাস

প্রযুক্তও কেহ মুনি হয় না ; কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি ॥ ২ ॥

বনে বাস বা বাক্যত্যাগ মুনির লক্ষণ নহে। নিভৃত হইয়া আপনার বিষয় আলোচনা করিবেক। আমি কে, এই শরীরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, এই জগতের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, কোথা হইতে আইলাম, কে আমাকে আনয়ন করিলেন, কি জন্য এখানে অবস্থান করিতেছি, পরিশেষে কোথায় যাইব ; কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন সম্পদ, কখন বিপদ, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আমাতে উপস্থিত হইতেছে, এই সকলের উদ্দেশ্য কি ; এই শরীর, এই ইন্দ্রিয়, এই প্রবৃত্তি, এই বাসনা কি জন্য আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে ; চতুর্দ্দিকে সুখের সামগ্রী সুসজ্জিত আছে, কেন তাহা চিরকাল তৃপ্তিকর হয় না ; সকল কামনা ভেদ করিয়া যে অমৃতত্বের কামনা উত্থিত হইতেছে, কোথায় তাহা পরিপূর্ণ হইবে ; প্রকৃত মুনি আপনাতে প্রবেশ করিয়া এই সকল বিষয় মনন করিতে থাকেন এবং ঈশ্বরপ্রসাদে যে আলোক লাভ করেন, তাহাতে আপনার গন্তব্য পথ দর্শন করিয়া আপ্যায়িত হন ॥ ২ ॥

৩০

নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্ ॥৩॥

'পূর্ব্বাভিঃ' পূর্ব্বকালবর্ত্তিভিঃ 'অসমৃদ্ধিভিঃ' ধনানাম সম্পত্তিভিঃ মন্দভাগ্যোঽহমিতি 'আত্মানং' 'ন' 'অবমন্যেত' নাবজানীযাৎ। কিন্তু 'আমৃত্যোঃ' মরণপর্য্যন্তং 'শ্রিযং' সম্পত্তিং 'অন্বিচ্ছেৎ' তৎসিদ্ধিনিমিত্তম্ উদ্যমং কুর্য্যাৎ 'ন এনাং' 'দুর্ল্লভাং' 'মন্যেত' বুধ্যেত ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বধনসম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। আমরণ ধনসম্পত্তির চেষ্টা করিবেক, তাহা দুর্লভ মনে করিবেক না ॥ ৩ ॥

ত্রিভুবন-পালক পরমেশ্বর মনুষ্যকে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়া জীবিকা-সংস্থানের যথেষ্ট উপায় করিয়া দিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বতন ধন সম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে দুর্ভাগ্য বোধ করিবেক না এবং তাহা দুর্লভ ভাবিয়া নিরুদ্যম হইবেক না। দারিদ্র্য দুঃখে নিপতিত হইয়াও আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। ন্যায়-পথে থাকিয়া পরিশ্রম করিবেক এবং চিরজীবন আপনাকে ধনোপার্জ্জনের অধিকারী জানিবেক। পৃথিবী হইতে দারিদ্র্য দুঃখ দূর করা আনন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য জানিবেক ॥ ৩ ॥

৩১

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখযোঃ ॥ ৪ ॥

'সর্ব্বং' 'পরবশং' 'দুঃখং' দুঃখহেতুঃ 'সর্ব্বম্ আত্মবশং' 'সুখং' সুখকারণম্। 'এতৎ' 'সমাসেন' সংক্ষেপেণ 'সুখ-দুঃখযোঃ' 'লক্ষণং' 'বিদ্যাৎ' জানীয়াৎ ॥ ৪ ॥

যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ; সংক্ষেপেতে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে ॥ ৪ ॥

ঈশ্বর করুণা করিয়া মনুষ্যকে যে সকল শক্তি দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবেক। আত্ম-চিন্তা ও আত্ম-নির্ভর অভ্যাস করিবেক। যতদূর সাধ্য আপনার কর্ম্ম আপনি করিবেক। বন্ধুগণের পরামর্শ যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেক, কিন্তু স্বয়ং হিতাহিত বিবেচনা করিতে ক্ষান্ত থাকিবেক না। কৃতজ্ঞ চিত্তে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিবেক; কিন্তু স্বয়ং নিশ্চেষ্ট হইবেক না। সাধ্য থাকিতে অন্যের গলগ্রহ হইবেক না ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবেক না ॥ ৪ ॥

৩২

নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনোমূলং পরেষাং চাতিতৃষ্ণয়া।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনোমূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥৫॥

'আত্মনঃ মূলং' ধনাদিকং যৎ কিঞ্চিৎ তৎ 'ন উচ্ছি-

ন্দ্যাৎ' ন উৎপাদয়েৎ 'পরেষাং চ' ধনাদিকম্ 'অতিতৃষ্ণয়া নোচ্ছিন্দ্যাৎ'। 'হি' যস্মাৎ 'আত্মনঃ' পরেষাঞ্চ 'মূলম' 'উচ্ছিন্দন্' 'আত্মানং' 'তান্ চ' মনুষ্যান্ 'পীড়য়েৎ' পীড়য়তি ॥ ৫ ॥

আপনার এবং লোভাতিশয় প্রযুক্ত পরের অর্থ নাশ করিবেক না; যে হেতু আপনার ও পরের ধন নাশ করিলে আপনাকে ও পরকে পীড়া দেওয়া হয় ॥ ৫ ॥

অতিলোভে কেবল যে পরের অর্থ বিনাশ করা হয় এমত নহে, আপনারও তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে পারে। অতএব মিতব্যয় অভ্যাস করিয়া অতি লোভ পরিত্যাগ করিবেক। মিতব্যয় দ্বারা আপনার ও পরিবারের ও সমাজের কুশল রক্ষা করিবেক, কদাপি কৃপণতা-দোষে লিপ্ত হইবেক না ॥৫॥

৩১

যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতম্।
কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালোভবিষ্যতি ॥৬॥

'যুবা এব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ' যতঃ 'জীবিতং' জীবনং 'খলু' নিশ্চিতম 'অনিত্যম'। 'কঃ হি জানাতি' যৎ 'অদ্য' 'কস্য' 'মৃত্যুকালঃ ভবিষ্যতি' ॥ ৬ ॥

যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবেক, জীবন কখনই নিত্য

নহে; কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যু-কাল উপস্থিত হইবে॥ ৬॥

যৌবন কাল সুখভোগের জন্য ও বার্দ্ধক্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য ইহা অবিবেকীর বাক্য। অধর্ম্ম বৃদ্ধকেও কলঙ্কিত করে, যুবাকেও কলঙ্কিত করে। যৌবন কালে যাহা অভ্যাস হয়, প্রায় চিরজীবন তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। যৌবন কালেই পাপ-প্রলোভন তীব্র বেগে মনুষ্যকে আক্রমণ করে। ইহা বিস্মৃত হইবেক না যে, মৃত্যু যুবাকেও পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়া দেয়। অতএব যৌবন কাল অবধিই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকিবেক; সদাচরণ অভ্যাস করিবেক; পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে যত্নশীল হইবেক, কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবেক এবং কঠোরতা সহকারে অহরহঃ আপনাকে পরীক্ষা করিতে থাকিবেক॥ ৬॥

৩৪

সুবৃত্তঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিদ্ বুধঃ।
প্রাপ্যেহ লোকে সম্মানং সুগতিং প্রেত্য গচ্ছতি॥৭॥

'সুবৃত্তঃ' শোভনচরিত্রঃ 'শীলসম্পন্নঃ' সদ্‌গুণসম্পত্তিযুক্তঃ 'প্রসন্নাত্মা' প্রসন্নচিত্তঃ 'আত্মবিৎ' ব্রহ্মবিৎ 'বুধঃ' পণ্ডিতঃ।

'ইহ' 'লোকে' 'সম্মানং' পূজাং 'প্রাপ্য' 'প্রেত্য' ব্যাবৃত্যাস্মাৎ লোকাৎ 'সুগতিং' সাধুগতিং 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

যিনি বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নাত্মা ও ব্রহ্মজ্ঞানী; তিনি ইহলোকে সমাদর লাভ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

সদসদ্-বিবেচনার নিমিত্ত বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিবেক ও সুমার্জ্জিত শুভ বুদ্ধির আদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সচ্চরিত্র ও সুশীল হইবেক; সচ্চরিত্র ও পবিত্র হইয়া মনকে প্রসন্ন রাখিবেক এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্ম-পরায়ণ হইবেক। ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে সদ্গতি ইহার পুরস্কার ॥ ৭ ॥

৩৫

যস্য বাঙ্মনসী স্যাতাং সম্যক্ প্রণিহিতে সদা।
তপস্ত্যাগশ্চ সত্যঞ্চ সবৈ পরমবাপ্নুযাৎ ॥ ৮ ॥

'যস্য' জনস্য 'বাঙ্মনসী' বাক্ চ মনশ্চ 'সদা' সম্যক্ 'প্রণিহিতে' প্রকৃষ্টাবধানযুক্তে 'স্যাতাং' ভবেতাং 'তপঃ' 'ত্যাগঃ চ' দানঞ্চ 'সত্যং চ' 'সবৈ' সএব 'পরং' পদম 'অবাপ্নুযাৎ' প্রাপ্নোতি ॥ ৮ ॥

যাঁহার বাক্য ও মন সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে সংযত থাকে

এবং যাঁহার তপস্যা, দান ও সত্য-কথনের অনুষ্ঠান থাকে, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

বাক্য ও মন পরস্পর সংযত না হইলে মিথ্যা কথা ও প্রলাপ বাক্য এই দুই মহৎ দোষে পতিত হইতে হয়। মন যাহা জানিতেছে, বাক্য তাহার সঙ্গে মিল না রাখিয়া অন্যথা বলিলেই তাহা মিথ্যা হইল এবং বাক্য যাহা বলিতেছে, তাহার অনুযায়ী মনের চিন্তা না হইলেই তাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ হইল। অতএব বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানধারণারূপ তপস্যা, সৎ পাত্রে দান ও সত্য ব্যবহার করিবেক ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মনিত্যঃ প্রশান্তাত্মা কার্য্যযোগবহঃ সদা।
নাধর্ম্মে কুরুতে বুদ্ধিং ন চ পাপে প্রবর্ত্ততে ॥৯॥

'ধর্ম্মনিত্যঃ' ধর্ম্মে নিতরাং রতঃ, 'প্রশান্তাত্মা' সমাহিতচিত্তঃ 'কার্য্যযোগবহঃ' কার্য্যোপায়তৎপরঃ 'সদা'। 'ন অধর্ম্মে কুরুতে বুদ্ধিং ন চ পাপে প্রবর্ত্ততে' ॥ ৯ ॥

যে প্রশান্তাত্মা ধর্ম্মকে নিত্য আশ্রয় করিয়া কার্য্যোপায়ে সদা তৎপর থাকেন, তিনি অধর্ম্মের আলোচনা করেন না এবং পাপেতেও প্রবৃত্ত হয়েন না ॥ ৯ ॥

শান্তচিত্ত ও ধর্ম্মের অনুগত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠানে ও তাহার উপায় চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিবেক। অলস ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিলে মন পাপের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবে ও তাহা হইতে কর্ম্মও পাপময় হইয়া উঠিবে। আলস্য সকল দোষের আকর॥ ৯॥

৩৭

ধর্ম্মার্থৌ যঃ পরিত্যজ্য স্যাদিন্দ্রিয়বশানুগঃ।
শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং সপরিহীয়তে॥ ১০।

'যঃ' ধর্ম্মশ্চ অর্থশ্চ 'ধর্ম্মার্থৌ' তৌ 'পরিত্যজ্য' 'ইন্দ্রিয়-বশানুগঃ' ইন্দ্রিয়াণাং বশানুগামী 'স্যাৎ' 'সঃ' 'ক্ষিপ্রং' শীঘ্রং 'শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ' 'পরিহীয়তে' প্রহীনো ভবতি॥ ১০॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়, সে শ্রী, প্রাণ, ধন, দারা হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয়॥ ১০॥

ঈশ্বরের আরাধনা ও সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিকর আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইবেক না। বিষয়সুখ মনুষ্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, মনুষ্য বিষয়-সুখের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য অতি মহান্। তাহার প্রতি অবহেলা করিয়া যে ব্যক্তি মূঢ়তা-

বশতঃ ইন্দ্রিয়গণের দাস ও বিষয়সুখে আসক্ত হইয়া থাকে, মঙ্গলময় ঈশ্বর তাহাকে চেতনা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত দণ্ড দান করেন, সে শ্রী প্রাণ ধন দারা হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয় ॥ ১০ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
সএব নিয়তোবন্ধুঃ সএব নিয়তোরিপুঃ ॥ ১১ ॥

'যেন' 'আত্মনা' যেন 'আত্মা' 'জিতঃ' বশীকৃত 'তস্য' আত্মনঃ 'আত্মা' 'এব' স্বএব 'বন্ধুঃ'। 'সঃ' 'এব' আত্মৈব

আত্মা দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু এবং আত্মাই নিয়ত রিপু ॥ ১১ ॥

আত্মাতে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে; সকল প্রবৃত্তিই আপনার আপনার বিষয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে। আত্মা যদি কেবল এই সকল প্রবৃত্তি-স্রোতে অবগাহন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না। এই জন্য ঈশ্বর তাহাকে কর্ত্তৃত্ব-শক্তি দিয়াছেন; তাহা দ্বারা আত্মা আপনার প্রবৃত্তি সক-

লকে বশীভূত করিয়া কল্যাণময় পথে অগ্রসর হইতে পারে। মনুষ্য এইরূপে আপনাকে দমন করিতে না পারিলে আপনিই আপনার যে রূপ অনিষ্ট করে, অন্য লোকে সেরূপ করিতে সমর্থ নহে এবং আপনি আপনার প্রভু হইয়া যেরূপ আপনার হিত সাধন করিতে পারে, অন্য লোকে সেরূপ কিছুই কবিতে পারে না। অতএব আপনাকে শাসনে রাখিয়া আপনার মঙ্গল করিয়া আপনাব সহিত বন্ধুতা করিবেক; আপনি আপনাব শত্রু হইবেক না। কর্ত্তৃত্ব সহকারে আপনি আপনার প্রভু হইয়া থাকিবেক; মঙ্গলের পথে বলপূর্ব্বক আপনাকে চালনা করিবেক। যদি কোন আন্তরিক রিপু প্রবল হইয়া তাহাতে বিঘ্ন দেয়, বলপূর্ব্বক তাহার বাধা অতিক্রম করিবেক। কখনই আত্মশাসনে আলস্য ও ঔদাস্য করিয়া আপনাকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবেক না। সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের অনুগত হইয়া চলিলেই আপনার সহিত বন্ধুতা করা হইবেক॥ ১১॥

প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ॥১২॥

'যঃ তু' 'উত্তমং' মানবং 'জন্ম' 'প্রাপ্য' 'চ অপি' 'ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম' ইন্দ্রিয়াবৈকল্যং 'লব্ধ্বা চ'। 'আত্মহিতং'

'ন বেত্তি' ন জানাতি 'সঃ' 'আত্মঘাতকঃ' আত্মঘাতী 'ভবেৎ' ভবতি ॥ ১২ ॥

উত্তম মানব-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্ম-হিত না জানে, সে আত্ম-ঘাতী হয় ॥ ১২ ॥

সর্ব্বদা আত্মার হিত চিন্তা করিবেক। কি প্রকারে আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হয়, কি প্রকারে ঈশ্বর-প্রেম ও পবিত্রতা পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং কি প্রকারে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া আত্মা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় সকল অনুসন্ধান করিবেক; আত্মার অনন্ত জীবনের অপরিমেয় দীর্ঘতা স্মরণ করিয়া তাহার সম্বল আহরণ করিবেক। ক্ষুদ্রতা ও মলিনতাতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবেক। যাহা অনন্ত কালের জন্য আত্মার হিতকর হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। পাপাচরণ করিলেই আপনার অনিষ্ট করা হয়। অতএব আপনি আপনার অনিষ্ট করিয়া আত্মাকে বিনাশ করিবেক না, এমন উৎকৃষ্ট মানব-জন্ম পাপাচার দ্বারা মলিন করিয়া রাখিবেক না ॥ ১২ ॥

৪০

পূর্ব্বং বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎকুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ॥ ১৩॥

'যেন' কর্ম্মণা 'বৃদ্ধঃ' সন্ 'সুখং' যথা স্যাৎ তথা 'বসেৎ' 'তৎ' কর্ম্ম 'পূর্ব্বে বয়সি' পূর্ব্ববয়সি 'কুর্য্যাৎ'। 'যেন' 'অমুত্র' পরত্র লোকে 'সুখং' 'বসেৎ তৎ' যাবজ্জীবেন, 'যাবজ্জীবনেন 'কুর্য্যাৎ' ॥ ১৩ ॥

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক, যদ্দ্বারা বৃদ্ধকালে সুখে থাকিতে পারে। আর যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক, যদ্দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারে॥ ১৩ ॥

কেবল বর্ত্তমান সুখের লোভে মুগ্ধ ও মত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিবেক না। যাহা কেবল অদ্যকার জন্য সুখকর, তাহার অনুরোধে চিরস্থায়ী মঙ্গলে অবহেলা করিবেক না। কেবল ক্রীড়া কৌতুক লইয়া বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত করিবেক না। ধর্ম্ম শিক্ষা, জ্ঞান শিক্ষা ও পরিশ্রম অভ্যাস প্রভৃতি বাল্য ও যৌবনের কার্য্য সকল যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক, নতুবা বৃদ্ধকাল কেবল দুঃখ ও বিরক্তি ভোগের আধার হইয়া থাকিবেক। এবং চিরজীবন ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া তাঁহাতে প্রীতি বৃদ্ধি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে পর লোকে সদ্গতি লাভ হইবেক। যদি ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়াই প্রথম বয়স অতিবাহিত কর, মনে করিয়া দেখ, যখন বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইবে, যখন শরীর বলহীন হইয়া পড়িবে, যখন ইন্দ্রিয় গণ জীর্ণ হইয়া যাইবে, তখন শান্তি ও আরামের কোন

ভরসা থাকিবে না। আলোচনা করিয়া দেখ, যদি পৃথিবীর সুখই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া নির্বিচারচিত্তে চিরজীবন তাহারই সেবাতে আসক্ত হইয়া থাক, যদি জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতা সঞ্চয় করিতে না পার, তাহা হইলে যখন পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া এমন স্থানে যাইবে যে, সেখানে পৃথিবীর কোন বস্তু সঙ্গে লইতে পারিবে না, তখন কি যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে; কেন না, সেখানে যাহা আবশ্যক, তাহা তোমার নিকটে কিছুই নাই॥ ১৩॥

৪১

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা॥১৪॥

'মরণং' 'ন অভিনন্দেত' ন কাময়েৎ 'জীবিতং' চ ন অভিনন্দেত। কিন্তু 'কালম্ এব' 'প্রতীক্ষেত' অপেক্ষেত 'যথা' 'ভৃতকঃ' 'নির্দ্দেশং' নির্দ্দিশ্যতে অসৌ নির্দ্দেশো ভৃতিঃ তৎপরিশোধনকালং তথা॥ ১৪॥

মরণকেও ইচ্ছা করিবেক না এবং জীবনকেও ইচ্ছা করিবেক না; কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক, যেমন কর্ম্মচারী ভৃতিলাভের কালকে প্রতীক্ষা করে॥১৪॥

আপনার অনিত্য জীবন বিস্মৃত হইয়া পার্থিব বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকিবেক না এবং পরলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিয়া ঐহিক জীবনে উপেক্ষা ও অবহেলা করিবেক না ; ঈশ্বর আমাদের সমস্ত জীবনের প্রভু ; তিনি যত দিন পৃথিবীতে রাখেন, সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার আজ্ঞা বহন কর ; তিনি যখন লোকান্তরে লইয়া যাইতে মৃত্যুকে প্রেরণ করিবেন, শোকশূন্য হইয়া তাঁহার আজ্ঞায় সন্তুষ্ট হইবে। আপনার আশা ভূলোকেও বদ্ধ করিও না, দ্যুলোকেও বদ্ধ করিও না : সেই পরম লোক পরমেশ্বরে তাহা সংস্থাপিত করিয়া রাখ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

৪২

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতোভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১ ॥

'সুখার্থী' সুখপ্রার্থকঃ 'পরং' 'সন্তোষম্' 'আস্থায়' অবলম্ব্য 'সংযতঃ ভবেৎ'। 'হি' যস্মাৎ 'সুখং' 'সন্তোষমূলং' সন্তোষহেতুকং 'বিপর্য্যয়ঃ' অসন্তোষঃ 'দুঃখমূলং' দুঃখকারণম্ ॥ ১ ॥

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবে ; যে হেতু সন্তোষই সুখের মূল এবং তদ্বিপরীত অসন্তোষই দুঃখের মূল ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি যেমন যোগ্য, ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ সুখ প্রদান করেন। অতএব আপনার যোগ্যতার অনুরূপ সুখ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেক। যে ব্যক্তি যোগ্যতার অতীত সুখ প্রার্থনা করে, তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষ কহে। দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া অনর্থক অসন্তুষ্ট হইবেক না; তাহাতে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহার নিমিত্ত অকারণ কষ্ট ভোগ হইবে, এবং উপস্থিত সুখেরও আস্বাদন পাইবে না। অতএব সুখদাতা ঈশ্বর তোমার সাধ্য ও চেষ্টানুযায়ী যে সুখ প্রদান করিবেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইবে। ধন মান পদমর্য্যাদা প্রভৃতি কোন বিষয়েব নিমিত্তই দুরাকাঙ্ক্ষ হইবে না॥ ১॥

৪৩

অসন্তোষপরামূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
অন্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্॥২॥

'মূঢ়াঃ' মূর্খাঃ 'অসন্তোষপরাঃ' 'পণ্ডিতাঃ' 'সন্তোষং যান্তি' সন্তুষ্টাভবন্তি। যতঃ 'পিপাসায়াঃ' বিষয়তৃষ্ণায়াঃ 'অন্তঃ ন অস্তি' অপি তু 'সন্তোষঃ পরমং সুখম্' ॥ ২ ॥

মূর্খেরাই অসন্তোষ-পরায়ণ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করেন। বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ ॥ ২ ॥

যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয়-তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে। এক বিষয় হস্তগত কর, আবার বিষয়ান্তরে মন প্রধাবিত হইবে এবং তাহা লাভ করিলে পুনর্ব্বার অন্য বিষয়ের জন্য লালায়িত হইবে। পণ্ডিতেরা বিষয়-তৃষ্ণার এইরূপ প্রকৃতি দর্শন করিয়া সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক সুখী হন এবং প্রকৃত তৃপ্তির স্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করেন। স্থূলদর্শীরা তাহা না জানিয়া বাহ্য আড়ম্বরই সুখের কারণ বলিয়া স্থির করে, এবং যেখানে যত অধিক বাহ্য বিষয় দর্শন করে, সেখানে তত অধিক সুখ আছে বলিয়া বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে বাহ্য বিষয়ের ন্যূনাধিক থাকিলেও সুখ ও দুঃখ ভোগের পরিমাণ সর্ব্বত্রই সমান। এই জন্য তাহারা সুখরত্নের স্পর্শমণি-স্বরূপ সন্তোষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া সর্ব্বদাই অসুখিত থাকে। অতএব বিষয়-তৃষ্ণা জয় করিয়া সন্তোষ অভ্যাস করিবেক॥ ২॥

৪৪

সুখদুঃখং হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণোপসেবতে।
সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতঞ্চ বহেৎ॥৩॥

'হি' যস্মাৎ 'পুরুষঃ' 'সুখদুঃখং' সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ তৎ 'পর্য্যা-

যেণ' ক্রমেণ 'উপসেবতে'। তস্মাৎ 'আপতিতম্' আগতং 'সুখং' 'সেবেৎ' সেবেত 'দুঃখম্ আপতিতং বহেৎ' ॥ ৩ ॥

মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করেন। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক ॥ ৩ ॥

মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর নিরন্তর আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছেন; যে উপায়ে আমাদিগের মঙ্গল হইবে, তিনি তাহাই বিধান করেন। যখন আমরা তাঁহার অভীষ্ট কল্যাণময় পথে গমন করি, তখন তিনি সুখ, আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ প্রদান করিয়া আমাদিগকে পুরস্কৃত করেন এবং যখন তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ না শুনিয়া অপথে পদার্পণ করি, তখন তিনি পুনর্ব্বার সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুখ ও সম্পত্তি হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করেন, তখন আমরা দুঃখ ও গ্লানি ভোগ করিয়া চেতনা লাভ করি। সুখ ও দুঃখ উভয়ই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সংসাধনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে পর্য্যটন করিতেছে; দুর্ব্বল মনুষ্যকে উভয়ই ভোগ করিতে হয়। অতএব সুখ উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাও মঙ্গলের জন্য আসিয়াছে জানিয়া শান্তচিত্তে তাহা বহন করিবেক ও সর্ব্বদা তাঁহার কল্যাণময় আদেশের অনুসরণ করিবেক ॥ ৩ ॥

৪৫

**ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্ ।
শরীরমেবাযতনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ॥ ৪ ॥**

'ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্' । 'শরীরম্ এব' 'আযতনম্' আশ্রয়ঃ 'দুঃখস্য চ সুখস্য চ' ॥ ৪ ॥

চির কাল দুঃখ থাকে না এবং চির কালও সুখ লাভ হয় না। শরীর, সুখ ও দুঃখ উভয়েরই আয়তন ॥ ৪ ॥

সুখও চিরস্থায়ী নহে, দুঃখও চিরস্থায়ী নহে; একমাত্র মঙ্গলই চিরস্থায়ী। যখন সুখ-সম্পদে আমাদের মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রদান করেন; যখন দুঃখ-বিপদে আমাদের মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রেরণ করেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ই অপর্ণপ্রকৃতি মনুষ্যকে মঙ্গল-রাজ্যের সন্নিহিত করিতেছে। অতএব সুখ ও দুঃখের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র মঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া চলিবেক। কখন বা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক সুখ-সম্পত্তি বিসর্জন করিতে হইবে ও দুঃখ বিপদ্ আলিঙ্গন করিতে হইবে। তখনকার সেই দুঃখ বিপদ্ আমাদের পক্ষে পরম সম্পদ ॥ ৪ ॥

৪৬

স্থখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা॥ ৫॥

'সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা অপ্রিয়ম্' প্রাপ্তং প্রাপ্তং' তৎ সর্ব্বম্ 'অপরাজিতা' অপরাভূতেন 'হৃদয়েন' মনসা 'উপাসীত' স্বীকুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ৫॥

সুখই হউক কিংবা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবেক, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক॥ ৫॥

সুখই হউক, আর দুঃখই হউক; প্রিয় ঘটনাই হউক, আর অপ্রিয় ঘটনাই হউক, সর্ব্বদা এই লক্ষ্য রাখিবে, যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হয়। হৃদয় অভিভূত হইলেই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ও অবস্থাস্রোতে নিমগ্ন হইয়া নানা অনিষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে একান্ত নির্ভর করিয়া সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদের বলকে পরাজয় করিবে। নিশ্চয় জানিবে, সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বর জীবিত, জাগরিত ও আমাদের সন্নিহিত আছেন; প্রভূত সুখ-সম্পত্তির সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না; ঘোরতর দুঃখ বিপত্তির সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। সুখ দুঃখ ও সম্পদ্

বিপদ্ সকলেরই পশ্চাদ্ভাগে তাঁহাকে বর্ত্তমান জানিবে এবং সমুদায় ভেদ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে অভ্যাস করিবে; তাহা হইলে হৃদয়কে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না॥ ৫॥

৪৭

প্রিয়েনাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ।
ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ॥ ৬॥

'প্রিয়ে' প্রাপ্তে 'অতিভৃশম্' অত্যর্থং 'ন' 'হৃষ্যেৎ' ন মোদেত 'অপ্রিয়ে' 'চ' 'ন' 'সংজ্বরেৎ' ন গ্লায়েৎ। 'অর্থকৃচ্ছ্রেষু' অর্থাভাবহেতুকেষু বহুষপি কষ্টেষু সৎসু 'ন মুহ্যেৎ' ন মুগ্ধো ভবেৎ। 'ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ' ॥ ৬ ॥

প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবেক না এবং অপ্রিয় ঘটনা হইলেও ম্রিয়মাণ হইবেক না। ধনকষ্ট হইলে মুগ্ধ হইবেক না এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না॥ ৬॥

প্রিয় ঘটনায় আহ্লাদে মত্ত হইবেক না এবং অপ্রিয় ঘটনায় বিষাদে নিমগ্ন হইবেক না। অতিমাত্র হর্ষ ও অতিমাত্র বিষাদ উভয়ই বিবেকশক্তিকে অপহরণ করে; অবিবেকী মনুষ্য কার্য্যাকার্য্য-বিমূঢ় হইয়া নানা অনর্থে নিপতিত

হয়। ঈশ্বরকে সকলের মূলাধার জানিয়া সম্পৎকালে নম্র হইয়া থাকিবেক এবং বিপৎকালে ধর্ম্মের অনুগত হইয়া তাহার প্রতিকার-চেষ্টা করিবেক। যে সকল অপ্রিয় ঘটনা অপ্রতিবিধেয়, তাহা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বহন করিবেক। ইহাও বিচার করিয়া দেখিবেক, আমরা যাহা প্রিয় ভাবিয়া উল্লসিত হইতেছি, তাহা বাস্তবিক হিতকর না হইতে পারে এবং যাহা অপ্রিয় ভাবিয়া ভীত হইতেছি, তাহা বাস্তবিক হিতকর হইতে পারে। দারিদ্র-দুঃখে নিপতিত হইলে দুর্ব্বলহৃদয় মনুষ্য ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়া জীবিকালাভের চেষ্টা পায়; কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইয়া যায় যে, এক্ষণে যাহা দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া মনে হইতেছে, পরিণামে তাহাই ঘোরতর দুঃখ উপস্থিত করিয়া দিবে। অতএব যদি দুঃখের ভয়ে এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ভগ্ন হইয়া যায় তথাপি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে অপবিত্র করিবেক না ॥ ৬ ॥

৪৮

সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে রূপং সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে বলম্।
সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতে জ্ঞানং সন্তাপাদ্ব্যাধিমৃচ্ছতি॥৭॥

'সন্তাপাৎ' সন্তাপেন হেতুনা 'ভ্রশ্যতে' নশ্যতি 'রূপং' তথা 'সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে বলম্'। 'সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে জ্ঞানং' 'সন্তাপাৎ ব্যাধিম্' 'ঋচ্ছতি' প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

সন্তাপেতে রূপ যায়, সন্তাপেতে বল যায়, সন্তাপেতে জ্ঞান যায়, এবং সন্তাপেতে ব্যাধিকে প্রাপ্ত হয়॥ ৭ ॥

যাহাতে মনস্তাপ ও হৃদয়বেদনা ভোগ করিতে হয়, এমন ঘটনা সংসারে প্রতিনিয়তই উপস্থিত হইতেছে। লঘুচিত্ত মনুষ্যগণ তাদৃশ ঘটনায় মনস্তাপে অভিভূত হওয়াতে শ্রীভ্রষ্ট, বলভ্রষ্ট, বুদ্ধিভ্রষ্ট ও রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করে। অতএব মনের মধ্যে অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত হইতে দিবে না। সন্তাপের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য ও বিবেচনা পূর্ব্বক আপনাকে রক্ষা করিবেক। সকল ঘটনাই কোন না কোন বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষাদান করে. অতএব মনস্তাপে অধীর হইয়া সেই মঙ্গল-জনক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত থাকিবেক না। অনেক সন্তাপ আমাদের নিজ দোষে উৎপন্ন হয়; অতএব তাহাতে হতচেতন না হইয়া আপনার দোষ সংশোধনে যত্নবান্ হইবেক। হৃদয়-মন্দিরে অনবরত বিরাজিত আনন্দময় ঈশ্বরের সহবাস সর্ব্বপ্রকার সন্তাপের মহৌষধ জানিবে; তাঁহাকে ধ্যান করিয়া, তাঁহার নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া এবং তাঁহার নিকট শান্তি প্রার্থনা করিয়া সমুদায় হৃদয়জ্বালা নির্ব্বাণ করিবেক এবং প্রফুল্ল চিত্তে সংসারে অবস্থান করিবেক॥ ৭ ॥

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ॥ ১॥

'স্বীয়ম্' আত্মীয়ং 'যশঃ' 'পৌরুষং চ' পুরুষকারশ্চ 'গুপ্তয়ে' গোপনায় 'চ' 'যৎ' 'কথিতং' 'কৃতং যৎ' 'উপকারায়' উপকারার্থং পরেষাং তৎ সর্ব্বং 'ধর্ম্মজ্ঞঃ ন প্রকাশয়েৎ'॥ ১॥

আপনার যশ ও পৌরুষ, আর গোপন রাখিবার নিমিত্তে যে কথা কথিত হয়, এবং পরের উপকারের নিমিত্তে আপনার দ্বারা যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রকাশ করিবেন না॥ ১॥

কেবল যশোলাভ লক্ষ্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য নহে। যশঃস্পৃহাকে সংযত করিয়া ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া চলিবেক। তাহাতে লোকে যদি যশোগান করে, স্ফীত ও গর্ব্বিত না হইয়া বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করিবেক। কদাপি আপনার সুখ্যাতি আপনি করিবেক না। যদি আপনাকে সুখ্যাতির পাত্র বোধ হয়, অথচ লোকে সুখ্যাতি না করে,

তাহাতে বিস্মিত হইবেক না ও চঞ্চল হইয়া আপনার যশোগান করিতে উদ্যত হইবেক না; সকল কার্য্যে আপনার ধর্ম্মজ্ঞান পরিতৃপ্ত হইলেই স্বয়ং পরিতৃপ্ত থাকিবেক; যেখানে আপনার কথা আপনাকে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইবেক, সেখানে যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত কহিবেক না।

পরমেশ্বর যাঁহাকে যে প্রকার শক্তি দিয়াছেন, তাঁহাকে সেই পরিমাণে তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কিন্তু সেই শক্তি লইয়া আত্মশ্লাঘা করিবেক না। মূঢ়েরা পৌরুষের কার্য্য অপেক্ষা আত্মশ্লাঘা করিতেই অধিক ভাল বাসে; ধীরেরা মৌনী থাকিয়া আপনার সমস্ত প্রভাব ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করেন।

গোপন রাখিবার নিমিত্ত যাহা কথিত হইবে, তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবেক না; করিলে বিশ্বাস-ঘাতক হইবেক। কেহ যদি বন্ধুতা কালে গোপনে রাখিবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহিয়া থাকে, পশ্চাৎ তাহার সহিত বন্ধুতার বিচ্ছেদ হয়, তথাপি সেই গুপ্ত কথা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবেক।

আত্মকৃত পরোপকার-ক্রিয়া আপনার মুখে ব্যক্ত করিবেক না; তাহা হইলে তাহার গৌরব ও মহত্ত্ব বিলুপ্ত হয় ও তাহা ধর্ম্মের রূপ পরিত্যাগ করে॥ ১॥

৫১

সত্যং মৃদু প্রিয়ং বাক্যং ধীরোহিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥২॥

'সত্যং' যথাদৃষ্টশ্রুতং 'মৃদু' কোমলং 'প্রিয়ং' প্রীতিদং 'হিতকরং' 'বাক্যং' 'ধীরঃ' ধীমান 'বদেৎ' সর্ব্বেভ্যঃ। 'আত্মোৎকর্ষম' আত্মস্তুতিং 'তথা' 'পরেষাং' 'নিন্দা' 'পরিবর্জ্জয়েৎ' ॥ ২ ॥

ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয়, ও হিতকর বাক্য বলিবেন, এবং আত্ম-প্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২ ॥

মন যাহা জানিতেছে, বাক্যে তাহার অন্যথা করিবেক না; যাহাতে লোকে তাঁহার মনোগত অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া সংশয়যুক্ত হয়, এরূপ কঠিন বাক্য করিবেক না; এবং আমার মনোগত অর্থ না বুঝিয়া লোকে অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করুক, এরূপ অভিপ্রায়ে কোন বাক্য উচ্চারণ করিবেক না; যাহা সত্য বলিয়া জানিবে, বলিবার সময়ে তাহা অবিকল ব্যক্ত করিয়া বলিবেক। লোকের হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিয়া কঠোর বাক্যেও সম্ভাষণ করা যাইতে পারে, হৃদয়গ্রাহী কোমল ভাবেও তাহা সম্পন্ন হইতে পারে; যাহাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, তাহারা কঠোর বাক্য ব্যবহার

করে ; তাহা কর্ত্তব্য নহে। 'ক্ষুদ্রতা ও কঠোর বাক্য পরি-ত্যাগ করিয়া সহৃদয় হইয়া কোমল বাক্যে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিবে। কাহারও হৃদয়ে আঘাত দিবার নিমিত্ত অপ্রিয় বাক্য কহিবেক না এবং সকলের হিত লক্ষ্য করিয়া সহিত বাক্য কহিবেক। আত্মশ্লাঘা করিবেক না এবং আত্ম-শ্লাঘা লক্ষ্য করিয়া আপনার কথা অধিক করিয়া কহিবেক না। পরনিন্দা করিবেক না ; অন্যায় করিয়া পরের ধন-সম্পত্তি গ্রহণ ও অন্যায় করিয়া পরের খ্যাতি সম্পত্তি হরণ উভয়ই সমান। কাহাকেও সংশোধনের জন্য অথবা জগ-তের হিত সাধনের জন্য যদি কাহারও দোষ উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা সদয় হৃদয়ে উচ্চারণ করি-বেক ॥ ২ ॥

৬৫

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৩ ॥

'সত্যম্ এব ব্রতং যস্য' তথা 'দীনেষু সর্ব্বদা' দয়া 'কামক্রোধৌ' কামশ্চ ক্রোধশ্চ তৌ 'যস্য' 'বশে' অধীন-তায়াং বর্ত্তেতে 'তেন' বশিনা 'লোকত্রয়ং' 'জিতং' বশী-কৃতম্ ॥ ১ ॥

সত্যই যাঁহার ব্রত, এবং সর্ব্বদা দীনেতে যাঁহার

দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত; তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে॥ ৩॥

সর্ব্বদা সত্যব্রত থাকিবেক, মনকে সত্যের অনুগত করিবেক, বাক্যকে সত্যের অনুগত করিবেক এবং আচরণকে সত্যের অনুগত করিবেক। দীনের প্রতি সর্ব্বদা দয়াবান্ থাকিবেক; যে ব্যক্তি ধর্ম্মেতে দীন, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেক; যে ব্যক্তি জ্ঞানেতে দীন, তাহাকে জ্ঞান দান করিবেক; যে ব্যক্তি ধনেতে দীন, তাহাকে ধন দান করিবেক। কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিবেক, এই দুই রিপু প্রবল হইলে মনুষ্য অনেকবিধ পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়। কামকে জয় করিবার নিমিত্ত তাহার বিষয় হইতে চিন্তাকে পৃথক্ করিবেক এবং ক্রোধকে জয় করিবার নিমিত্ত ক্ষমা অভ্যাস করিবেক॥ ৩॥

৫২

বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৪॥

'যঃ' 'পরদারেষু' পরপত্নীবিষয়েষু 'বিরক্তঃ' বিগতানুরাগঃ তথা 'পরবস্তুষু' 'নিস্পৃহঃ' স্পৃহারহিতঃ 'দম্ভমাৎসর্য্যহীনঃ' দম্ভঃ কৈতবেন ধর্ম্মাচরণং মাৎসর্য্যমন্যশুভদ্বেষঃ তাভ্যাং রহিতঃ 'তেন' তাদৃশেন প্রাজ্ঞেন 'লোকত্রয়ং জিতম্'॥ ৪॥

যিনি পরস্ত্রীতে বিরত, যিনি পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, যিনি দম্ভ-মাৎসর্য্য-বিহীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

আসক্তচিত্তে পরস্ত্রীকে দর্শন করিবেক না, চিন্তা করিবেক না, স্পর্শ করিবেক না। সমুদায় পরকীয় বস্তুতে স্পৃহাশূন্য হইয়া আপনার ন্যায়োপার্জ্জিত বিষয়ে পরিতৃপ্ত থাকিবেক। দম্ভ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিবেক। ছলনাপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণের নাম দম্ভ ও অন্যের মঙ্গলে দ্বেষ করা মাৎসর্য্য। লোককে ভুলাইবার কামনা পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক হইবেক। ঈশ্বরের ন্যায় সকলকে প্রীতি করিতে অভ্যাস করিবেক, তাহাতে মানসিক ক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন মাৎসর্য্য অন্তর্হিত হইবেক ॥ ৪ ॥

৫৩

ন বিভেতি রণাদ্যোবৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ ॥
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৫ ॥

'যঃ বৈ' 'রণাৎ' যুদ্ধাৎ 'ন বিভেতি' ন 'ভীতোভবতি 'সংগ্রামে অপি' যুদ্ধে চ 'অপরাঙ্মুখঃ' ন পলায়নপরায়ণঃ। 'ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতঃ বা অপি' 'তেন লোকত্রয়ং জিতম' ॥ ৫ ॥

যুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্ম্ম-যুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন; তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে॥ ৫॥

যুদ্ধ দুই প্রকার। যাহাতে স্বত্ব নাই, তাহা অন্যায়-পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দুরাত্মারা যুদ্ধ করিয়া থাকে; ইহাতে ন্যায়স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত বিরোধাচরণ হয়; ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ নহে। অন্যায়াচরণ নিবারণ করিয়া ন্যায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে প্রতিকারযুদ্ধ ও ধর্ম্মযুদ্ধ কহে; ইহা দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার ও ন্যায়কে রক্ষা করা হয়। কিন্তু ইহাও প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে সামান্য শোচনীয় নহে। যে মনুষ্য পরস্পর প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিবেন, যাঁহারা সকলেই এক মঙ্গলস্বরূপ পিতার সমান স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছেন, তাঁহারা আপনাদের হস্ত পরস্পরের রক্তে দূষিত করিবেন—এক ভ্রাতা আর এক ভ্রাতার শরীরে সাংঘাতিক আঘাত প্রদান করিবেন, ইহা মনে করিলেও হৃদয় শোক-দুঃখে আচ্ছন্ন হয়; অতএব শান্তি ও ক্ষমা দ্বারা ন্যায় রক্ষা হইলে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেক না এবং ধর্ম্মযুদ্ধের ভাণ করিয়া আত্ম-ম্ভরিতাকে তৃপ্ত করিতে যাইবেক না। কিন্তু অকল্যাণ নিবারণের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ভীত ও পরাঙ্মুখ হইবেক না॥ ৫॥

৫৪

সত্যং ব্রূযাৎ প্রিযং ব্রূযাৎ ন ব্রূযাৎ সত্যমপ্রিযম্।
প্রিযঞ্চ নানৃতং ব্রূযাদেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৬ ॥

'সত্যং ব্রূযাৎ প্রিয়ং ব্রূযাৎ' 'সত্যম অপ্রিযং' 'ন ব্রূযাৎ'। 'প্রিযং চ ন' 'অনৃতং' মিথ্যা, 'ব্রূযাৎ' 'এষঃ' 'সনাতনঃ' নিত্যঃ 'ধর্ম্মঃ' ॥ ৬ ॥

সত্য কহিবেক ও প্রিয় কহিবেক; কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না, এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না; ইহা সনাতন ধর্ম্ম ॥ ৬ ॥

যাহাতে সত্যের অপলাপ হয় না, অথচ লোকের প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাদৃশ বাক্যই কহিবেক এবং যত্ন পূর্ব্বক তাদৃশ বাক্য কহিতে শিক্ষা করিবেক। যাহা সত্য, কিন্তু কহিলে কাহারও হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হয়, তাহা সংযত করিয়া রাখিবেক; ধর্ম্মের অনুরোধে আবশ্যক না হইলে কহিবেক না; যদি একান্ত আবশ্যক হয়, দয়ার সহিত তাহা উচ্চারণ করিবেক; তাহা লইয়া কদাপি আমোদ আহ্লাদ করিবেক না এবং মনকেও আনন্দিত হইতে দিবেক না। প্রিয় অথচ মিথ্যা একবারে পরিত্যাগ করিবেক। এইরূপ বাক্‌সংযম নিত্যকর্ম্ম জানিবেক ॥ ৬ ॥

৫৮

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥৭॥

'গাত্রাণি' অঙ্গানি স্বেদাদ্যুপহতানি 'অদ্ভিঃ' জলেন ক্ষালিতানি 'শুধ্যন্তি'। 'মনঃ' নিষিদ্ধচিন্তনাদিনা দূষিতং 'সত্যেন' সত্যাভিধানেন 'শুধ্যতি'। 'ভূতাত্মা' জীবাত্মা 'বিদ্যা-তপোভ্যাং' ব্রহ্মবিদ্যাতপোভ্যাং শুধ্যতি। 'বুদ্ধিঃ' বিপর্য্যয জ্ঞানোপহতা 'জ্ঞানেন' যাথার্থ্যেন 'শুধ্যতি' ॥ ৭ ॥

জল দ্বারা গাত্র-শুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা মনঃ-শুদ্ধি হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্ম-শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি-শুদ্ধি হয় ॥ ৭ ॥

বাক্যে সত্যবাদী ও ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হইবেক, তাহাতে অন্তরিন্দ্রিয় প্রসাদ লাভ করিয়া পরিশুদ্ধ হইবেক। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সমুজ্জ্বল করিবেক ও ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ তপশ্চর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিবেক, তাহাতে আত্মা মোহ ও পাপতাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া পরিশুদ্ধ হইবেক এবং জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক বুদ্ধিকে ভ্রম প্রমাদ হইতে মুক্ত করিয়া পরিশুদ্ধ রাখিবেক। আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধসত্ব করিয়া শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সন্নিহিত হইতে থাকিবেক ॥ ৭ ॥

৫৬

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥৮॥

'যঃ' কশ্চিৎ 'অন্যথা' অন্যপ্রকারেণ 'সন্তং' বিদ্যমানম্ 'আত্মানং' স্বম্ 'অন্যথা' প্রকারভেদেন 'প্রতিপদ্যতে' প্রতিপাদয়তি। 'তেন' 'আত্মাপহারিণা' 'চৌরেণ' 'কিং পাপং ন কৃতম্' অপি তু সর্ব্বমেব কৃতমিত্যর্থঃ॥৮॥

যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃত হয়॥৮॥

সর্ব্বদা অকপট আচরণ করিবেক। একপ্রকার হইয়া লোকের নিকট আপনাকে অন্যপ্রকার প্রদর্শন করিবেক না। যাহা অসাধু বলিয়া জানিবে, লজ্জিত হইয়া তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেক; যাহা সাধু বলিয়া জানিবে, তাহা বাক্য ও কার্য্যে প্রদর্শন করিবেক॥৮॥

৫৭

নাস্তি সত্যসমোধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে॥৯॥

'সত্যসমঃ' সত্যেন তুল্যঃ 'ধর্ম্মঃ' 'নাস্তি ন' অপি 'সত্যাৎ'

সত্যমপেক্ষ্য 'পরং' প্রকৃষ্টং 'বিদ্যতে' কিঞ্চ 'অনৃতাৎ, অসত্যাৎ' 'তীব্রতরং' তীক্ষ্ণতরং 'কিঞ্চিৎ' কিঞ্চিন্মাত্রং 'ন হি' 'ইহ বিদ্যতে'॥ ৯ ॥

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছু নাই; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই ॥ ৯ ॥

সত্যই ঈশ্বরের ভাব, তাহাতেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব জ্ঞানদ্বারা সত্য উপার্জ্জন করিবেক, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবেক এবং আচরণে সত্যপরায়ণ হইবেক। মিথ্যা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেক—মিথ্যা অপেক্ষা অসহ্য, কঠোর ও ঘৃণাকর বস্তু আর কিছুই নাই। মিথ্যা দ্বারা জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হয় এবং বাক্য ও আচরণ অপবিত্র হয় ॥ ৯ ॥

৫৮

প্রিয়োভবতি দানেন প্রিয়বাদেন চাপরঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ ॥১০॥

'প্রিয়ঃ ভবতি দানেন' 'অপরঃ' কশ্চিৎ 'প্রিয়বাদেন চ' প্রিয়োভবতি। কিং 'চ' 'অপ্রিয়স্য' 'পথ্যস্য' হিতস্য 'বক্তা শ্রোতা চ' 'দুর্লভঃ' কৃচ্ছেণ লভ্যস্তেঽসৌ ॥ ১০ ॥

কেহ দানের দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ প্রিয় বাক্যের দ্বারা

প্রিয় হয়; কিন্তু অপ্রিয় হিত বচনের বক্তা এবং শ্রোতাও দুর্লভ ॥ ১০ ॥

হিতকর বাক্য সর্ব্বদা প্রীতিকর হয় না এবং প্রিয় বাক্যও অনেক সময়ে অহিতকর হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি শ্রোতার অসন্তোষ-ভয়ে হিত বাক্য না বলেন, তিনি যথার্থ হিতৈষী নহেন এবং যিনি অপ্রিয় বলিয়া হিত বাক্য না শুনেন; তাঁহাকে দুঃখ পাইতে হয়। অতএব সকলের হিতৈষী হইয়া হিত বাক্য কহিবেক এবং কেহ হিতোপদেশ প্রদান করিলে অপ্রিয় হইলেও শান্ত হইয়া গ্রহণ করিবেক ॥ ১০ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

৫৯

সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।
তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে॥১॥

'সমক্ষদর্শনাৎ' সাক্ষাৎদর্শনাৎ 'শ্রবণাৎ চ এব' 'সাক্ষ্যং' সাক্ষিত্বং 'সিধ্যতি'। 'তত্র' সাক্ষ্যে 'সাক্ষী' 'সত্যং' যথাদৃষ্টশ্রুতার্থং "ব্রুবন্' 'ধর্ম্মার্থাভ্যাং' 'ন হীয়তে' ন বিযুজ্যতে ॥১॥

সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণে সাক্ষিত্ব হয়। সাক্ষী হইয়া সত্য বলিলে ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না ॥ ১ ॥

ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়, ন্যায় ও সত্য জয়যুক্ত হউক; সাধুগণেরও এই কামনা, ন্যায় ও সত্যের জয় হউক। কিন্তু অসাধু মনুষ্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় লঙ্ঘন করিয়া অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করে। তাহার নিবারণ না করিলে লোক-স্থিতির অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। এই জন্য বিচারপতি ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া ন্যায়ের জয় দান করেন, ইহাতে ধর্ম্ম সুরক্ষিত হয়। সাক্ষী যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত বিবাদাস্পদ বিষয় বিচারপতিকে অবগত করিয়া ধর্ম্মরক্ষার সহকারিতা করেন। অতএব ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষ্যদান ধর্ম্মার্থের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করিবেক না ॥ ১ ॥

৬০

যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং সর্ব্বমেবাঞ্জসা বদ।
সত্যেন পূযতে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন রক্ষ্যতে ॥ ২ ॥

'যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং' দৃষ্টশ্রুতানতিক্রমেণ 'সর্ব্বম্' 'অঞ্জসা' তত্ত্বতঃ 'এব' 'বদ' ব্রূহি। যস্মাৎ 'সত্যেন' কথনেন 'সাক্ষী' 'পূযতে' পাপাৎ প্রমুচ্যতে 'ধর্ম্মঃ' চ অস্য 'সত্যেন' 'বর্দ্ধতে' বৃদ্ধিমেতি ॥ ২ ॥

যথা-দৃষ্ট যথা-শ্রুত সমুদায়ই যথার্থ বলিবে। সত্য কথন দ্বারা সাক্ষী শুচি হয় এবং ধর্ম্ম রক্ষিত হয়॥ ২॥

সাক্ষী যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত সমুদায় যথার্থ কহিবেক অর্থাৎ যথাজ্ঞাত অবিকল প্রকাশ করিবেক। যিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সাক্ষী, যাহা অন্যের নিকট শ্রবণ করা হইয়াছে, তাহা সত্য না হইতেও পারে; অতএব সাক্ষ্য-দান-স্থলে শ্রুত বিষয় হইতে দৃষ্ট বিষয় পৃথক্ করিয়া বলিবেক। সত্য সাক্ষ্য দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, কেন না তাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা পায়। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে পাপ উৎপন্ন হয়॥ ২॥

৬১

যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞোনাভিশঙ্কতে।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেহন্যং পুরুষং বিদুঃ॥৩

'যস্য' 'হি' 'বদতঃ' কথয়তঃ সাক্ষিণঃ 'বিদ্বান' চেতনবান 'ক্ষেত্রজ্ঞঃ' জীবাত্মা কিময়ং সত্যং বদত্যুতানৃতমিতি 'ন অভিশঙ্কতে' নাশঙ্কতে কিন্তু সত্যমেবায়ং বদতীতি নির্ব্বিশঙ্কঃ সম্পদ্যতে 'তস্মাৎ' পুরুষাৎ 'অন্যং' 'লোকে' 'শ্রেয়াংসং' প্রশস্ততরং 'পুরুষং' 'দেবাঃ' 'ন' 'বিদুঃ' ন জানন্তি॥ ৩॥

যে সাক্ষীর সচেতন আত্মা মিথ্যা কহিয়াছি এমত

সন্দেহও করেন না, দেবতারা এই লোকে তাঁহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না ॥ ৩ ॥

মনের অগোচর পাপ নাই; অতএব যে সাক্ষী সাক্ষ্য-দান-কালে মনে মনে এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, আমি যাহা কহিতেছি, তাহা মিথ্যা নহে; তিনিই সত্য-বাদী সাক্ষী, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন ॥ ৩ ॥

৬২

একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ ॥৪॥

কিন্তু হে 'কল্যাণ' হে ভদ্র 'একঃ' এব 'অহম্ অস্মি' জীবাত্মকঃ 'ইতি' 'যৎ 'ত্বম্' 'আত্মানং' 'মন্যসে' জানীসে মৈবং মংস্থাঃ। যস্মাং 'এষঃ' 'পুণ্যপাপেক্ষিতা' পুণ্যানাং পাপানাঞ্চ দ্রষ্টা 'মুনিঃ' সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা, 'তে' তব 'হৃদি' হৃদয়ে নিত্যং 'স্থিতঃ' ॥ ৪ ॥

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না; এই পুণ্য-পাপ-দর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন ॥৪॥

হে সাক্ষী, তুমি বাহিরেও যেমন একাকী নও, অন্তরেও সেইরূপ একাকী নও, পুণ্য-পাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার

হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন ; তিনি পুণ্যের পুরস্কারক ও পাপের দণ্ডদাতা। হে ভদ্র, ইহা বুঝিয়া সাক্ষ্যদান কর। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আপনার মস্তকের উপরে পরমেশ্বরের বজ্র আকর্ষণ করিও না ॥ ৪ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

৬৩

যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ।
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ ॥ ১॥

'যৎ' যত্র 'কল্যাণং' মঙ্গলম্ 'অভিধ্যায়েৎ' অনুভবেৎ 'তত্র আত্মানং নিযোজয়েৎ'। 'ন' 'পাপে' পাপিনি জনে 'প্রতিপাপঃ' পাপপ্রতিকারবান্ 'স্যাৎ'। কিন্তু 'সদা' 'সাধুঃ এব' 'ভবেৎ' ॥ ১ ॥

যাহা আপনার কল্যাণ জানিবে, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক না, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবেক ॥ ১ ॥

যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাঁহারই অনুষ্ঠান করিবেক। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা এক জনের

পক্ষে মঙ্গল ও আর এক জনের পক্ষে অমঙ্গল, তাহা বাস্তবিক মঙ্গল নহে; যাহা কেবল অদ্য মঙ্গল, পরদিনে অমঙ্গল, তাহাও বাস্তবিক মঙ্গল নহে; সমুদায় মনুষ্যের পক্ষে যাহা মংগল ও অনন্ত কালের জন্য যাহা মঙ্গল, তাহাতেই আপনাকে নিয়োজিত করিবে। পাপকারীর প্রতি পাপাচার করিবেক না; কেহ অন্যায় করিলে অন্যায় করিয়া তাহার প্রতিকার করিবেক না। সর্ব্বদা সাধু থাকিবেক, সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া অসাধুতার প্রতিবিধান করিবেক; ন্যায়পথে থাকিয়া অন্যায়াচারের প্রতিবিধান করিবেক। কেবল নিজ ক্রোধের শান্তি করা অসাধুগণের কার্য্য, কিন্তু অসাধুকে সাধুতা দ্বারা শিক্ষা দান করিয়া জগতে শান্তি বিস্তার করা সাধুগণের লক্ষ্য ॥ ১॥

৬৪।

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্॥২॥

'অক্রোধেন' ক্রোধসংবরণেন 'জয়েৎ ক্রোধম্' 'অসাধুং' ভাবং ব্যবহারং বা 'সাধুনা' ভাবেন ব্যবহারেণ বা 'জয়েৎ'। 'কদর্য্যং' ক্ষুদ্রং অপকারিণমিতি যাবৎ 'দানেন' দানাদিনোপকারেণেতি যাবৎ 'জয়েৎ' 'সত্যেন চ' 'অনৃতং' মিথ্যা ॥২॥

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক; সাধুতা দ্বারা

অসাধুতাকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবেক; এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক ॥ ২ ॥

স্বয়ং অক্রোধ হইয়া ক্রুদ্ধকে জয় করিবেক; ক্রোধের বশীভূত হইবেক না, কিন্তু বিবিধ উপায়ে ক্রোধান্ধ ব্যক্তিকে প্রকৃতিস্থ করিবেক এবং যে সকল কারণে অনর্থক অন্যের ক্রোধ উদ্দীপন করা হয়, তাহা দূরীকৃত করিবেক। অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবেক; কেহ অসদ্ব্যবহার করিলেও তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেক; কেহ অসদ্ভাব প্রদর্শন করিলেও তাহার প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিবেক। যে অহিতাচরণ করিবে, তাহারও হিতচিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করিবেক। অসত্যকে সত্য দ্বারা পরাজয় করিবেক. প্রাণপণে সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকিবেক; সত্যেরই জয় ॥ ২ ॥

৬৫

কুশলঃ সুখদুঃখেষু সাধূংশ্চাপ্যুপসেবতে।
সত্যসাধুসমারম্ভাৎ বুদ্ধির্ধর্ম্মেষু রাজতে ॥ ৩ ॥

'সুখদুঃখেষু' সুখেষু চ দুঃখেষু চ 'কুশলঃ' কুশলস্বভাবঃ 'সাধূন্ চ অপি উপসেবতে'। 'সত্যসাধুসমারম্ভাৎ' সত্যসাধুলক্ষণকর্ম্মণঃ সমারম্ভাৎ তস্য 'বুদ্ধিঃ ধর্ম্মেষু' 'রাজতে' বিলসতি ॥ ৩ ॥

সুখ দুঃখেতে যিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধু-সেবা করেন, সত্য ও সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মপথে দীপ্তি পায়॥ ৩॥

সুখ ও দুঃখ উভয়ই চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপন্ন করিতে পারে। দুঃখের সময়ে যেমন এক প্রকার চঞ্চলতা হয়, সুখের সময়েও সেইরূপ আর এক প্রকার চঞ্চলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন দুঃখভোগের উৎকণ্ঠা অপেক্ষা সুখভোগের মত্ততা ধর্ম্মসাধনের অধিকতর বিঘ্ন উৎপাদন করে। অতএব চলচিত্ত না হইয়া সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই কুশল লাভ করিতে যত্নশীল থাকিবেক। যত্নপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবেক। সংসারে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহাতে অন্তঃকরণ নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে, পবিত্র উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতে পারে, সাধু আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে; এরূপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আত্মাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করে। সাধুসঙ্গপ্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মনুষ্য আশা লাভ করে, নিরুৎসাহ চিত্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সূর্য্যের আলোক রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান্ করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। সাধুসঙ্গের এই মহৎ গুণ যে,

তাহাতে অসাধু ভাবের দমন হয় ও সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়। অতএব ধর্ম্মার্থীগণ সাধুসঙ্গ সেবনে অবহেলা করিবেন না।

যাহার অনুষ্ঠানে জ্ঞান ও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়, তাহাই সৎকর্ম্ম ও সাধু কর্ম্ম জানিবে; তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ধর্ম্মবুদ্ধি দীপ্তি লাভ করে। যাহারা জ্ঞানবিরুদ্ধ ও হৃদয়বিরুদ্ধ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ধর্ম্ম-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে অসাড় হইয়া যায়; পরিশেষে তাহারা আর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

৬৬

মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ৪ ॥

'মোহজালস্য' অবিবেকসমূহস্য 'যোনিঃ' কারণং 'হি' প্রসিদ্ধৌ 'মূঢ়ৈঃ এব' সহ 'সমাগমঃ' সংযোগঃ 'অহনি অহনি' প্রতিদিনং 'সাধুসমাগমঃ' 'ধর্ম্মস্য যোনিঃ'। তস্মাতৃজুবিত্বাহং-সাধুসঙ্গতিং ধর্ম্মেপ্সুভির্নিত্যং সদ্ভিরেব সমাগমঃ কর্ত্তব্য ইতি বাক্যার্থঃ ॥ ৪ ॥

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি

হয়, এবং প্রতিদিন সাধু-সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় ॥ ৪ ॥

সাধুসঙ্গে ধর্ম্মলাভ হয়, অসাধুসঙ্গ কেবল মোহ উৎপন্ন করে; সাধুসঙ্গ উন্নতির হেতু, অসাধুসঙ্গ অধঃপাতের কারণ, সাধুসঙ্গে জীবন লাভ হয়, অসাধুসঙ্গ মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে; সাধুসঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পায়, অসাধু সংসর্গে সংশয় ও অবিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করে। অসাধুগণের আলাপ ও আচরণ সঙ্গীদিগের ধর্ম্মবন্ধন শিথিল করিয়া দেয়। অসাধুসঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা মন্দীভূত হয়। অতএব ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি অসাধুসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক অহরহঃ সাধুসঙ্গ করিবেক। যাহার সঙ্গে অবস্থান করিলে নীচ কামনা ও নীচ ভাব উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেক। কিন্তু কদাপি কোন মনুষ্যকে ঘৃণা করিবেক না। সাধুতারূপ নির্ম্মল নদীর প্রস্রবণস্বরূপ সেই মঙ্গলময় পুরুষের সঙ্গে অবস্থান করিয়া তাঁহার শুভ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিবেক ॥ ৪ ॥

৬৭০

যস্তু নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহান্ন প্রতিপদ্যতে।
সদীর্ঘসূত্রোহীনার্থঃ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে ॥ ৫ ॥

'যঃ তু' নরঃ 'নিঃশ্রেয়সং' শ্রেয়োবিধায়কং 'বাক্যং' 'মোহাৎ' অবিবেকবশাৎ 'ন প্রতিপদ্যতে' ন গৃহ্লাতি। 'সঃ' 'দীর্ঘসূত্রঃ' কর্ম্মজড়ঃ 'হীনার্থঃ' ত্যক্তপুরুষার্থঃ সন্ 'পশ্চাৎ' 'তাপেন' 'যুজ্যতে' যুক্তোভবতি ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয় ॥ ৫ ॥

যাহার নিকটে হউক, কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিলেই গ্রহণ করিবে, অভিমান বশতঃ তাহা অগ্রাহ্য করিবে না। যাহা কর্ত্তব্য, সত্বর হইয়া তাহা সম্পাদন করিবে, দীর্ঘসূত্র হইয়া কাল বিলম্ব করিবে না। হিতবাক্যে অবহেলা ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে দীর্ঘসূত্রতা কেবল অনুতাপের কারণ ॥ ৫ ॥

৬৮

সতাং মতমতিক্রম্য যোহসতাং বর্ত্ততে মতে।
শোচন্তে ব্যসনে তস্য সুহৃদোন চিরাদিব ॥ ৬ ॥

'যঃ' 'সতাং' 'মতং' অভিপ্রেতং 'অতিক্রম্য' 'অসতাং' 'মতে' 'বর্ত্ততে'। 'তস্য' 'ব্যসনে' বিপদি 'সুহৃদঃ' তন্মিত্রাণি 'ন চিরাদিব' অচিরেণৈব 'কালেন 'শোচন্তে' ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া

অসাধুদিগের মত অবলম্বন করে, তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া শোক করেন ॥ ৬ ॥

সাধুগণের বাক্য গ্রহণ করিবে ও অসাধুগণের বাক্য পরিত্যাগ করিবে। যাঁহাদিগের বাক্যে ও কার্য্যে অকপট ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশ পায়, তাঁহারাই সাধু। সাধুগণের উপদেশে অবহেলা করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সুহৃদ্গণকে শোকাকুল করিবে না। যাঁহারা কেবল তোমার দুঃখ দেখিয়া দুঃখী হন না কিন্তু তোমাকে সুখী দেখিলে সুখী হন, তাঁহারাই তোমার সুহৃৎ, তাঁহাদিগের শোককে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না ॥ ৬ ॥

৬৯

অবিসংবাদকো দক্ষঃ কৃতজ্ঞো মতিমানৃজুঃ।
কীর্ত্তিঞ্চ লভতে লোকে ন চানর্থেন যুজ্যতে ॥৭॥

যস্তু 'অবিসংবাদকঃ' অবিবাদী 'দক্ষঃ' কুশলঃ 'কৃতজ্ঞঃ' কৃতোপকারস্মরণধর্ম্মবান্ 'মতিমান্' জ্ঞানবান্ 'ঋজুঃ' শাঠ্যরহিতঃ। সঃ 'লোকে' 'কীর্ত্তিং চ লভতে' 'ন চ' 'অনর্থেন' অকার্য্যেণ 'যুজ্যতে' ॥ ৭ ॥

যিনি অবিবাদী, কর্ম্মক্ষম, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও ঋজু; তিনি ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি লাভ করেন, এবং কোন অনর্থসাধন কর্ম্মে যুক্ত হয়েন না ॥ ৭ ॥

কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না ; ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবকে আদর্শ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিবে এবং ক্ষমা ও প্রীতির সহিত সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করিবে, মৈত্রীই যেন অন্যের সহিত ব্যবহারের নিয়ামক হয়। যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, নৈপুণ্য সহকারে তাহা সম্পাদন করিবে এবং সকল কার্য্য হইতেই নৈপুণ্য শিক্ষা করিতে থাকিবে ; তাহাতে কার্য্যের উৎকর্ষ ও আপনার উন্নতি উপার্জ্জিত হইবে। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে ; কেহ সমান্য উপকার করিলেও তাহা বিস্মৃত হইবে না ; ঈশ্বর কার্য্যের পরিমাণ করেন না ; সাধু ইচ্ছার পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার দেন, অতএব তোমার হিতসাধনের নিমিত্ত কাহারও ইচ্ছা দেখিলেই কৃতজ্ঞ হইবে। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবে এবং বাক্য ও ব্যবহারে সরল হইবে ॥ ৭ ॥

৭৩

কুতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখম্ ।
অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নোহি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৮ ॥

কৃতঘ্নং কুৎসয়ন্নাহ ‘কৃতঘ্নস্য’ ‘কুতঃ’ কুত্র ‘যশঃ’ তথা ‘কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখং’। ‘কৃতঘ্নঃ’ ‘অশ্রদ্ধেয়ঃ’ শ্রদ্ধানর্হঃ ‘হি’ প্রসিদ্ধৌ ‘কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ’॥ ৮ ॥

কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, সুখই

বা কোথায়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই॥ ৮॥

কৃতজ্ঞতার বিপরীত ভাব কৃতঘ্নতা। যে ব্যক্তি অন্যাকৃত উপকার গ্রহণ করিয়াও তাহার নিমিত্ত নিজ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা অনুভব করে না; উপকৃত হইয়াও সেই উপকার মনের সহিত মান্য করে না, অন্যাকৃত মহৎ উপকারও লঘু বলিয়া ভাবে, অথবা উপকারীর সমুদায় উপকার বিস্মৃত হইয়া তাহার অপকারের কামনা করে, সাধুগণ তাহাকে নরাধম ও পামর বলিয়া পরিগণিত করেন॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

A১

সংবিভক্তা চ দাতা চ ভোগবান্ সুখবান্নরঃ।
ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্নুতে॥ ১॥

সর্ব্বাণি সম্বিভজ্য ভক্ষ্যপেযানি দ্রব্যাণি য়ো ভুংক্তে সঃ 'সম্বিভক্তা' 'চ' 'দাতা চ' দেযানাং বস্তূনাং 'ভোগবান্' ভোগী তথা 'সুখবান্ নরঃ' 'অহিংসকঃ চ এব' যঃ 'ভবতি' সঃ 'পরং' 'আরোগ্যম্ অনাময়ং 'অশ্নুতে' ভুংক্তে॥ ১॥

যিনি ভক্ষ্য পেয় দ্রব্য বিভাগ করিয়া অন্যের সহিত পান ভোজন করেন, এবং দানশীল, ভোগবান্, সুখবান্ ও অহিংসক হয়েন, তিনি পরম আরোগ্য সম্ভোগ করেন॥ ১ ॥

সকলের প্রতিপালক পরমেশ্বর ভক্ষ্য পেয় প্রভৃতি যে সকল ভোগ্য বস্তু প্রদান করিবেন, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কলত্র বন্ধু বান্ধব ও দাস দাসী প্রভৃতি কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া তাহা যথাযোগ্যরূপে সকলের সহিত বিভাগ করিয়া ভোগ করিবেক; অশন বসন প্রভৃতি কোন বিষয়ে আত্মম্ভরি হইবেক না। সমুদায়ই যে কেবল নিজের ভোগের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেক না; প্রত্যুত অবশ্য-পোষ্য ও আশ্রিতগণের অভাব সকল ন্যায়ানুসারে পরিপূর্ণ করিয়া দুঃখভারে আক্রান্ত দীন দুঃখীদিগকে দান করিবেক। আপনাকেও ভোগসুখে বঞ্চিত করিবেক না; কৃপণতা ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশে আপনার শরীর ও মনকে ধর্ম্মানুমোদিত ভোগ ও সুখ দ্বারা পোষণ করিতে থাকিবেক। কাহাকেও হিংসা করিবেক না ॥ ১ ॥

৭২

পাত্রস্য হি বিশেষেণ শ্রদ্ধধানতয়ৈব চ।
অল্পং বা বহু বা প্রেত্য দানস্যাবাপ্যতে ফলম্॥২॥

'পাত্রস্য হি' 'বিশেষেণ' তারতম্যমপেক্ষ্য তথা দাতুঃ 'শ্রদ্দধানতয়া' শ্রদ্ধাবত্তয়া 'এব চ'। 'দানস্য' 'অল্পং বা বহু বা' 'ফলং' 'প্রেত্য' লোকান্তরে 'অবাপ্যতে' প্রাপ্যতে ॥ ২ ॥

দাতা আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে এবং পাত্রের যোগ্যতা অনুসারে দান-ক্রিয়ার অল্প বা বহু ফল লোকান্তরে প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

অল্পই হউক, আর অনল্পই হউক, যাহা দান করিতে সাধ্য হইবেক, তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করিবে। দাতার শ্রদ্ধা ও পাত্রের উপযুক্ততা অনুসারে দানজনিত ফলের তারতম্য হয়। যাচকগণ উত্যক্ত করিতেছে বলিয়া বিরক্তচিত্তে যে দান করা হয়, কেবল যাচকের উত্যক্তি হইতে মুক্তি লাভ করাই তাহার ফল, তাহা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না। যাহাকে দান করিলে আলস্য বা অসৎ কর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হইবে, তাদৃশ অসৎ পাত্রে দানও শাস্ত্রের অনুমোদিত নাই। যে ব্যক্তি বাস্তবিক অভাবে নিপীড়িত হইতেছে, দাতাগণের অনুগ্রহই যাহার একমাত্র ভরসা, সেই ব্যক্তিই দানের উপযুক্ত পাত্র। তাদৃশ সৎপাত্রে শ্রদ্ধা সহকারে যথাসাধ্য দান করিবেক ॥ ২ ॥

৭৩

দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন।
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা স চ দুঃখেন লভ্যতে ॥৩॥

তাত ইতি স্নেহসম্বোধনং হে 'তাত' 'দানাৎ' দানমপেক্ষ্য 'দুষ্করং' কর্ম্ম 'পৃথিব্যাং ন অস্তি' 'কিঞ্চন' কিঞ্চিদপি। 'চ' শব্দ হেতৌ যস্মাৎ 'অর্থে' লোকানাং 'মহতী' অতীব 'তৃষ্ণা' 'সঃ চ' অর্থশ্চ 'দুঃখেন লভ্যতে'॥ ৩॥

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই; যে হেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা, এবং সেই অর্থ অতি দুঃখেতে লাভ হয়॥ ৩॥

এই পৃথিবীতে লোকে ধনতৃষ্ণায় অত্যন্ত আকুল হইয়া আছে; ধনসম্পদ্ও অনায়াস-লভ্য নহে। বহু আয়াসে ও ক্লেশে ধন উপার্জ্জন হয়; সুতরাং যে স্থলে কোন প্রকার বাধ্যতা নাই ও স্বার্থ নাই; সে স্থলে অর্থদান কেবল ধর্ম্মার্থী ব্যতিরেকে আর কাহার সাধ্য হয় না; এই জন্য দান দুষ্কর কর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি পরম বন্ধু পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধনের উদ্দেশে অর্থ উপার্জ্জন করেন, যিনি কেবল অর্থের জন্যই অর্থেতে প্রণয়বন্ধন করেন না, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে দান-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃতপুণ্য হন॥ ৩॥

৭৪

অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মোধনেন যঃ।
ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতোভয়াৎ॥ ৪॥

কিন্তু ‘অন্যায়াৎ’ অন্যায়েন ‘সমুপাত্তেন’ সংগৃহীতেন ‘ধনেন’ ‘যঃ’ ‘দানধর্ম্মঃ’ দানলক্ষণোধর্ম্মঃ ‘ক্রিয়তে’ ‘ন’ ‘সঃ’ দানধর্ম্মঃ ‘কর্ত্তারং’ দাতারং ‘মহতঃ ভয়াৎ’ পাপলক্ষণাৎ ‘ত্রায়তে’ রক্ষতি ॥ ৪ ॥

অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে দান-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ-জনিত মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

দানের জন্য অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জন করিবেক না, তাদৃশ দানে পুণ্য লাভ হয় না; প্রত্যুত তাহাতে অন্যায়-জনিত মহৎপাপে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব যদি ধনদানে সামর্থ্য না থাকে, আর আর নানা উপায়ে দুঃখীদিগের দুঃখমোচন করিবেক; কদাপি অন্যায় করিয়া ধন আহরণ করিবেক না ॥ ৪ ॥

৭৫

ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণম্।
অন্যায়েন তু যোজীবেৎ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৫ ॥

যতএবমতঃ ‘ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন’ ন্যায়প্রাপ্তধনেন ‘জ্ঞানরক্ষণং’ ‘কর্ত্তব্যং’ জ্ঞানবতা। ‘অন্যায়েন তু যঃ’ ‘জীবেৎ’ বর্ত্তেত সঃ ‘সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ’ সর্ব্বস্মাদ্ধর্ম্মান্নিরাকৃতঃ ॥ ৫ ॥

কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা রক্ষা করিবেক। অন্যায় আচরণ করিয়া যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয় ॥ ৫ ॥

আপনার জীবিকা ও অবশ্য-পোষ্য পরিবারগণের প্রতি-পালনের জন্যও অন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবেক না। ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করা এ ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনকে রক্ষা করা অপেক্ষাও গরীয়ান্। যদি অন্যায়-পথে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে জীবন বাস্তবিক মৃত্যু, এবং যদি ন্যায়রক্ষার অনুরোধে যথার্থই মৃত্যু উপস্থিত হয়, তবে সেই মৃত্যুই আমাদিগের জীবন ॥ ৫ ॥

৬

শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যথার্হং প্রতিপূজা চ সর্ব্বভূতেষু বৈ সদা ॥ ৬ ॥

'শক্ত্যা' আত্মনো যথাশক্ত্যা 'অন্নদানং সততং' 'তিতিক্ষা' দ্বন্দ্বসহনং 'ধর্ম্মনিত্যতা' ধর্ম্মে নিত্যানুষ্ঠানভাবঃ। 'যথার্হং' যথাযোগ্যং 'বৈ' এব 'সর্ব্বভূতেষু' 'সদা' 'প্রতিপূজা চ'। এতৎসর্ব্বং কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যথাশক্তি সতত অন্ন দান করিবেক, তিতিক্ষা

করিবেক, ও নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্ব্বদা সকলের প্রতি যথোচিত সমাদর করিবেক॥ ৬॥

ক্ষুধার ক্লেশে মনুষ্য আশু অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। সংসারের নানাবিধ জ্বালা সহ্য করিয়াও মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু অন্নাভাবে অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; অতএব অগ্রে ক্ষুধার্ত্তগণকে অন্নদান করিবেক। ঈশ্বর যে উদ্দেশে পরস্পর-বিরুদ্ধ শীত ও গ্রীষ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই উদ্দেশেই সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ্ প্রেরণ করিতেছেন, অতএব তিতিক্ষা অভ্যাস করিবেক; সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিলে যাহা সেব্য ও যাহা ত্যাজ্য, তাহা পৃথক করিতে পারিবে; যাহা প্রতিবিধেয়, তাহার প্রতিবিধানে সামর্থ্য জন্মিবে; যাহা অপ্রতিবিধেয়, তাহাতে অতিক্লেশ উৎপন্ন হইবে না। অহরহঃ ঈশ্বরের আরাধনা করিবে ও কল্যাণকর ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে। গুরুজনদিগকে স্নেহের বিনিময়ে ভক্তি করিবে, বন্ধুজনদিগকে প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি প্রদর্শন করিবে, স্নেহাস্পদদিগকে ভক্তির বিনিময়ে স্নেহদান করিবে। কি আত্মীয়, কি উদাসীন, সকলকেই ভদ্রতা সহকারে যথাযোগ্য প্রতিপূজা করিবে॥ ৬॥

৭৭

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনম্।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্॥৭॥

দানবিশেষমাহ। 'আর্ত্তস্য' পীড়িতস্য 'শয়নং' শয্যা দেয়ং তথা 'পরিশ্রান্তস্য চ আসনং' 'তৃষিতস্য চ' 'পানীয়ং' জলং 'ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্' ॥ ৭ ॥

রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবেক ॥ ৭ ॥

যাহার পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাকে তাহাই দান করিবেক। এইরূপ সময়োচিত দানেই গৃহীতা যথার্থ উপকৃত হয় এবং দাতা দ্বিগুণ ফল লাভ করেন। অতএব যাহার যেরূপ অভাব তাহাকে সেইরূপ দান করিবেক। ঈশ্বর আমাদিগকে এইরূপ দান করিতেছেন ॥ ৭ ॥

৭৮

অন্নদঃ সুখমাপ্নোতি সুতৃপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্॥৮॥

'সর্ব্ববস্তুষু' মধ্যে 'অন্নদঃ' অন্নস্য দাতা 'সুতৃপ্তঃ' সন্ 'সুখম্' 'আপ্নোতি' প্রাপ্নোতি। 'ভূমিদানাৎ পরং ন অস্তি' 'বিদ্যাদানং' তু 'ততঃ অধিকম্' ॥ ৮ ॥

যিনি অন্নদান করেন, তিনি অন্য বস্তুসকলের দাতা অপেক্ষা সুতৃপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। ভূমিদানের পর আর নাই; বিদ্যাদান তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট ॥ ৮ ॥

কেবল অর্থই যে দানের বস্তু এরূপ মনে করিবেক না। অন্নদান দাতাকে তৎক্ষণাৎ সুতৃপ্ত করে; ভূমিদান অতি মহৎ, কেন না চিরকাল সেই দান অক্ষয় হইয়া থাকে; বিদ্যাদান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে গৃহীতার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় ॥ ৮ ॥

৭৯

ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ম্।
দানান্যেতানি দেয়ানি হ্যন্যানি চ বিশেষতঃ।
দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ শ্রেয়স্কামেন ধীমতা ॥ ৯ ॥

'ঔষধং পথ্যং আহারং' 'স্নেহাভ্যঙ্গং' তৈলাভ্যঙ্গং 'প্রতিশ্রয়ম্' আশ্রয়ং 'দানানি এতানি' 'হি অন্যানি চ বিশেষতঃ' 'শ্রেয়স্কামেন' শ্রেয়োভিকাঙ্ক্ষিণা 'ধীমতা' 'দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ' 'দেয়ানি' ॥ ৯ ॥

শ্রেয়োভিলাষী ধীমান্ দীন অন্ধ প্রভৃতি কৃপা-পাত্রদিগকে ঔষধ, পথ্য, আহার অক্ষণীয় স্নেহ দ্রব্য, ও স্থান, এই সকল দান এবং অন্য অন্য দানও দিবেন ॥ ৯ ॥

অসৎপাত্রে দান করিবেক না। যাহারা দান লইয়া অসৎ কর্ম্মে ব্যয় করে, তাহাদিগকে দান করিবেক না। যাহারা পরিশ্রমে অসমর্থ, দান গ্রহণ ব্যতীত যাহাদিগের

অন্য উপায় নাই, যাহারা আপনার শক্তিতে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না; তাহাদিগকে যথাযোগ্য দান করিয়া দানের সার্থকতা করিবেক ॥ ৯ ॥

৮০

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ ॥ ১০ ॥

'স্বজনে' অবশ্যপোষ্যপিতৃমাত্রাদিজনে 'দুঃখজীবিনি' দুঃখেন জীবনধারিণি সত্যপি যঃ 'শক্তঃ' দানক্ষমঃ 'পরজনে' ইতরস্মিন্ অসম্বন্ধে জনে 'দাতা' দদাতি। তস্য 'সঃ' দানবিশেষঃ 'ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ' ন তু ধর্ম্ম এব যতঃ 'মধ্বাপাতঃ' মধুরোপক্রমঃ প্রথমং যশস্করত্বাৎ 'বিষাস্বাদঃ' বিষোত্তরফলঃ তস্মাদেতন্ন কার্য্যম্ ॥ ১০ ॥

যে দান-ক্ষম ব্যক্তি দুঃখ-জীবী স্ত্রী পুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পর জনকে দান করে, তাহার সে দান ক্রিয়া ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র, বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে; তাহা আপাততঃ মধু-সমান সুস্বাদ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার গরল-সমান আস্বাদ হয় ॥ ১০ ॥

বৃদ্ধ পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি ও বশ্য-পোষ্য ব্যক্তি সকলের অভাব ও দুঃখ অগ্রে দূর করিবেক। যে ব্যক্তি

তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া অথবা কষ্ট হইতে মুক্ত না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে দান করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তির যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না ॥ ১০ ॥

দশমোহধ্যায

৮১

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাৎ শারীরমৌষধৈঃ।
ন শোচন্তি কৃতপ্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১ ॥

'প্রজ্ঞয়া' বুদ্ধ্যা 'মানসং' মনোভবং 'দুঃখং হন্যাৎ' তথা 'শারীরম্ ঔষধৈঃ'। 'কৃতপ্রজ্ঞাঃ' কৃতবুদ্ধয়ঃ 'পরমাং গতিং' 'পশ্যন্তঃ' অনুভবন্তঃ সন্তঃ 'ন শোচন্তি' ॥ ১ ॥

জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ হনন করিবেক। কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম গতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আর শোক করেন না ॥ ১ ॥

যেমন শারীরিক রোগ উৎপন্ন হইলে ঔষধ দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে হয়, সেইরূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে পরম গতি স্মরণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিবেক। সর্ব্বদা বিবেক সহকারে বস্তু বিচারে প্রবৃত্ত থাকি-

বেক। এই পরিবর্ত্তনশীল বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে সুখ ও শান্তির আশা বদ্ধ করিয়া রাখিবেক না। পৃথিবী আমাদিগের শিক্ষাস্থান, নিত্য সুখ ভোগ করিবার আয়তন নহে। একমাত্র পরমেশ্বর নিত্য সুখ ও নিত্য শান্তির আলয়; তিনি আমাদিগের পরম লোক, তিনিই আমাদিগের পরম গতি। তিনি আমাদিগের নিকটে থাকিয়া আমাদিগের সমুদায় অবস্থা দেখিতেছেন; আমাদিগের মঙ্গল হউক, ইহাই তাঁহার এক মাত্র ইচ্ছা, কি উপায়ে আমাদিগের সদ্গতি হইবে, তিনি তাহা জানিতেছেন; আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা বিধান করিবেন, তাহার অন্যথা করিতে কেহই নাই; পুত্রগণকে দুঃখভাবে আক্রান্ত দেখিয়া পিতা কি উদাসীন আছেন? এই বর্ত্তমান অবস্থা কি তাঁহার অজ্ঞাতসারে আমাদিগের উপরে নিপতিত হইয়াছে? তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলকামনা কি স্তব্ধ হইয়া আছে? তাহা কথনই নহে। কেবল মোহাক্রান্ত হইয়াই আমরা শোক দুঃখে অভিভূত হই। অতএব বর্ত্তমান অবস্থাতেই সমুদায় দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিবেক না, সেই পরমগতি পর্য্যালোচনা করিয়া মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবেক ॥ ১ ॥

৮২

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বাহর্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ॥২

'মানম্' অভিমানং 'হিত্বা' ত্যক্ত্বা 'প্রিয়ঃ' সর্ব্বেষাং 'ভবতি'। 'ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি'। 'কামং' বাসনাং 'হিত্বা অর্থবান্ ভবতি'। 'লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ' ॥ ২ ॥

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনাশূন্য হইবেক, কামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হইবেক, এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক ॥ ২ ॥

অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেক; ঈশ্বরের অনুগ্রহই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব তদ্ব্যতীত মনুষ্যের আর কিছুই নাই। কি ধন মান সৌন্দর্য্য, কি জ্ঞান ও ধর্ম্ম কিছুর নিমিত্তই লোকের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবেক না, মনকেও গর্ব্বিত হইতে দিবেক না। গর্ব্বের উপক্রম দেখিলেই নিজের পতন সন্নিকট জানিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবেক। মঙ্গলময় ঈশ্বর গর্ব্বিত পুত্রকে বিনীত করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেন এবং মনুষ্যেরাও তাহার প্রতি ঈর্ষা করিতে থাকে।

ক্রোধে অধীর হইয়া অন্যের প্রতিহিংসাতে প্রবৃত্ত হইলে পরে অনুশোচনাতে দগ্ধ হইতে হয়, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনাশূন্য হইবেক।

বাসনা যত বৃদ্ধি পায়, ততই আমাদিগের অভাব বোধ হয়। যিনি অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল

ধনস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্তই ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন, তিনি চিরকালই দুঃখী, চিরকালই দরিদ্র। অতএব যিনি বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তিনিই ঐশ্বর্য্যবান্ এবং যিনি লোভকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী ॥ ২ ॥

৮৩

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভোব্যাধিরনন্তকঃ ।
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

'ক্রোধঃ' অতিকৃচ্ছ্রেণ জীয়তেহনাবিতি 'সুদুর্জ্জয়ঃ' 'শত্রুঃ'। 'লোভঃ' 'অনন্তকঃ' 'ব্যাধিঃ'। 'সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুঃ অসাধুঃ নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ' ॥ ৩ ॥

ক্রোধ অতি দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব্ব জীবের হিতৈষী তিনি সাধু, আর যে নির্দ্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ক্রোধের তুল্য অনিষ্টকারী শত্রু আর কেহই নাই; এবং লোভের তুল্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিও আর কিছুই নাই। ক্রোধ ও লোভ হইতেই নিষ্ঠুরতা উৎপন্ন হয়; নিষ্ঠুরতা মনুষ্যকে সাধুতা হইতে পরিভ্রষ্ট করে। ক্রোধ কেবল অন্যকে যন্ত্রণা দানে উৎসাহিত করে; লোভ আত্মম্ভরিতার নিকট সমুদায়

সাধুগুণকে বলিদান দিতে বলে। নরহত্যা ও চৌর্য্য প্রভৃতি পাপকর্ম্ম সকল ক্রোধ ও লোভ হইতে অনুষ্ঠিত হয়। অতএব ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবেক এবং সকলের প্রতি দয়াবান্ থাকিবেক ॥ ৩ ॥

৮৪

দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি।
ন চ তপ্যতি দান্তাত্মা দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ম্ ॥ ৪ ॥

যোহি 'দান্তঃ' নিযতেন্দ্রিয়ঃ 'শমপরঃ' সংযতান্তঃকরণঃ সঃ 'শশ্বৎ' বারংবারং 'পরিক্লেশং' 'ন বিন্দতি' ন লভতে। 'ন চ দান্তাত্মা, বশীকৃতাত্মা 'পরগতাং' 'শ্রিয়ং' সম্পত্তিং 'দৃষ্ট্বা' 'তপ্যতি' পরিতপ্তো ভবতি ॥ ৪ ॥

যিনি ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করিয়াছেন, তিনি আর বারংবার ক্লেশ প্রাপ্ত হন না। শান্তচিত্ত ব্যক্তি পরশ্রী দেখিয়া কখন কাতর হন না ॥ ৪ ॥

অহংবস্ত আপনাকে শিক্ষা দান করিবে, আপনাকে শাসন করিবে ও আপনাকে ধর্ম্মপরায়ণ করিবে। যিনি আপনার ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ বশীভূত করিতে পারেন, তাঁহার ক্লেশ ভোগ করিবার কোন কারণ থাকে না। যিনি আপনাকে দমন করিতে না পারেন, তাঁহার চতুর্দ্দি-

কেই যন্ত্রণা। তিনি যে কেবল নিজের বিপদেই যন্ত্রণা ভোগ করেন এমন নহে, অন্যের সৌভাগ্যও তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলে ॥ ৪ ॥

৮৫

যশ্চের্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্য্যে কুলান্বয়ে।
সুখসৌভাগ্যসৎকারে তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ ॥ ৫ ॥

'যঃ' 'ঈর্ষুঃ' মৎসরী 'পরবিত্তেষু' পরধনেষু তথা 'রূপে বীর্য্যে' 'কুলান্বয়ে' কুলসন্ততৌ 'সুখসৌভাগ্যসৎকারে' সুখে সৌভাগ্যে সৎকারে চ 'তস্য ব্যাধিঃ' 'অনন্তকঃ' অনন্তঃ ॥৫॥

অন্যের ধনে, রূপে, বীর্য্যে, কুলে, সন্তানে, সুখে, সৌভাগ্যে, সৎক্রিয়াতে যে ব্যক্তি ঈর্ষ্যা করে, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই ॥ ৫ ॥

পরশ্রীকাতরতার তুল্য কুৎসিত ব্যাধি আর কিছুই নাই। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদ্বেষ হয়, তাহার আর মনের আরাম থাকে না—তাহার আর শান্তি থাকে না। এই সংসারে যে যত উন্নত হইয়া শুভ ফল ভোগ করিতে থাকে, সে অজ্ঞাতসারে ঈর্ষাকারীর মনে তত আঘাত দিতে থাকে। সকল প্রকার উন্নত লোককে তাহার শত্রুতুল্য বোধ হয়। অতএব বিশুদ্ধ প্রেম দ্বারা মহানুভাবতা বৃদ্ধি

করিয়া ঈর্ষাকে জয় করিবেক। সকলের মঙ্গলের মধ্যে আপনার মঙ্গল সন্নিবিষ্ট জানিয়া ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৫ ॥

৮৬

মিত্রধ্রুক্ দুষ্টভাবশ্চ নাস্তিকোঽথানৃজুঃ শঠঃ।
গুণবন্তঞ্চ যোদ্বেষ্টি তমাহুঃ পুরুষাধমম্ ॥ ৬॥

'মিত্রধ্রুক' মিত্রং দ্রুহ্যতীতি 'দুষ্টভাবঃ চ' 'নাস্তিকঃ' নাস্তি জগতোমূলমাত্মা নাস্তি পরলোকইত্যেবম্বাদী 'অথ' 'অনৃজুঃ' অসরলঃ 'শঠঃ' 'গুণবন্তং চ যঃ দ্বেষ্টি' 'তং' পণ্ডিতাঃ 'পুরুষাধমম্' 'আহুঃ' কথয়ন্তি ॥ ৬ ॥

মিত্রদ্রোহী, দুষ্ট-স্বভাব, নাস্তিক, কুটিল শঠ, এবং গুণবানের যে দ্বেষী ; তাহাকে জ্ঞানীরা নরাধম করিয়া বলিয়াছেন ॥ ৬ ॥

মিত্রের বিশ্বাসঘাতী হওয়া, তাঁহার মুক্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আপনার দুরভিসন্ধি সাধন করা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরায় তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করা মিত্রদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হয় ; মিত্রদ্রোহরূপ মহাপাতক হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিবেক।

'মনের মধ্যে যদি অসৎ অভিসন্ধি থাকে, তবে তাহাই

দুষ্টভাব। দুষ্টভাব ও অসৎ ইচ্ছা হইতে কখনো সৎকর্ম্ম অনু-ষ্ঠিত হয় না।

ঈশ্বরের প্রতি কদাপি শ্রদ্ধাশূন্য হইবেক না; তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস ও সংশয় পাপ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক। যিনি পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া মুক্তির পথে আত্মার নেতা হইয়াছেন; তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংশয় সাংঘাতিক রোগ বলিয়া বিবেচনা করিবেক এবং বিনীত হইয়া গুরু ও সাধুগণের সাহায্যে এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেক।

সর্ব্বদা সরল ভাবে অবস্থান করিবেক। সরলতা নিজেই একটি অসামান্য সাধুতা। অধিকাংশ সাধু গুণ সরলতার নিত্য সহচর, সরলতা সুরক্ষিত হইলেই তৎসমুদায় সুরক্ষিত হয় এবং সরলতা বিনষ্ট হইলেই তৎসমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি সম্মুখে প্রিয় ব্যবহার করে, কিন্তু গূঢ় রূপে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাকে শঠ কহে। শঠতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সকলের হিতানুষ্ঠান ও শুভানুধ্যান করিবেক।

ঈশ্বরের পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব হইতে সমুদায় সদ্গুণ উৎ-পন্ন হইয়াছে; সদ্গুণের প্রতি বিদ্বেষ করিলে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ করা হয়। যাঁহারা সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া জগতের উপ-কার করিতেছেন; তাহাদিগের প্রতি সমাদর করিবে

এবং মনুষ্য নির্গুণ হইলেও তাহার প্রতি বিদ্বেষ করিবেক না ॥ ৬ ॥

৮৭

অনর্থমর্থতঃ পশ্যন্ন্নর্থঞ্চৈবাপ্যনর্থতঃ।
ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈর্বালঃ সুদুঃখং মন্যতে সুখম্ ॥ ৭॥

'অনর্থম' অকার্য্যম্ 'অর্থতঃ পশ্যন্' 'অর্থং চ এব অপি অনর্থতঃ'। 'ইন্দ্রিয়ৈঃ অজিতৈঃ' 'বালঃ' অল্পপ্রজ্ঞঃ 'সুদুঃখং মন্যতে সুখম' ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযম-শূন্য বালকের ন্যায় অকার্য্যকে কার্য্য এবং কার্য্যকে অকার্য্য রূপে জ্ঞান করে, সে অত্যন্ত দুঃখকে সুখ বোধ করে ॥ ৭ ॥

যেমন বালকেরা তীক্ষ্ণবিষ কাল সর্পকেও ধরিবার নিমিত্ত উদ্যত হয়, সেইরূপ অজিতেন্দ্রিয় অল্পপ্রজ্ঞ লোকে বিপদ্‌কে সম্পদ্ বলিয়া বোধ করে। তাহারা পরিণাম দর্শন করে না; যাহা আপাততঃ তাহাদের প্রবৃত্তি সকলের প্রীতিকর, তাহাতেই সর্ব্বান্তঃকরণে আসক্ত হয়। অতএব সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় ও কৃতপ্রজ্ঞ হইয়া পরিণাম দর্শন করিবেক। আমাদিগের জীবনের শেষ নাই; অনন্ত কাল আমাদিগের ঈশ্বরের সহিত যোগ। এই চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেক ॥ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

৮৮

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ১॥

'ধৃতিঃ' ধৈর্য্যম্। পরেণাপকারে কৃতেঽপি তস্য প্রত্যপকারানাচরণং 'ক্ষমা'। বিকারহেতুবিষয়সন্নিধানেঽপ্যবিক্রিয়ত্বং মনসঃ 'দমঃ'। অন্যায়েন পরধনাদেরগ্রহণম্ 'অস্তেয়ম্' 'শৌচং' দ্বিবিধং মৃজ্জলাভ্যাং দেহশোধনং জ্ঞানতপোভ্যাম্ অন্তঃশোধনঞ্চ। 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ' ইন্দ্রিয়সংযমঃ। শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং 'ধীঃ'। পরমাত্মজ্ঞানং 'বিদ্যা'। যথার্থাভিধানং 'সত্যম্'। ক্রোধহেতৌ সত্যপি ক্রোধানুৎপত্তিঃ 'অক্রোধঃ'। এতৎ 'দশকং' দশবিধং 'ধর্ম্মলক্ষণম্'॥ ১॥

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃ-সংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান, ব্রহ্ম-বিদ্যা, সত্য কথন ও অক্রোধ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ॥ ১॥

সম্পদে বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। যে ব্যক্তি মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, সহস্র দোষে দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। বিকারজনক প্রলোভনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও অন্তঃকরণ যাহাতে বিকার প্রাপ্ত না

হয়, এইরূপে তাহাকে বশীভূত করিবে। স্বামীর অজ্ঞাত-সারে বা প্রতারণা পূর্ব্বক অথবা বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। কায়িক বাচনিক ও মানসিক দোষ সকল প্রক্ষালন করিয়া সর্ব্ব প্রকারে শুচি হইয়া থকিবে। ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবে। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবে। জ্ঞান অভ্যাস করিবে। সত্য কথা কহিবে। এবং ক্রোধ সংবরণ করিবে॥ ১॥

৮৯

হ্রীমান্ হি পাপং প্রদ্বেষ্টি তস্য শ্রীরভিবর্দ্ধতে।
হ্রীর্হতা বাধতে ধর্ম্মং ধর্ম্মোহন্তি হতঃ শ্রিয়ম্॥২॥

'হ্রীমান্' লজ্জাবান্ 'হি পাপং প্রদ্বেষ্টি' 'তস্য' হ্রীমতঃ 'শ্রীঃ অভিবর্দ্ধতে'। 'হ্রীঃ হতা' 'ধর্ম্মং' 'বাধতে' পীড়যাত 'ধর্ম্মঃ' 'হতঃ' সন্ 'শ্রিয়ং' 'হন্তি'॥২॥

হ্রী-বিশিষ্ট ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; হ্রী নষ্ট হইলে ধর্ম্মে বাধা জন্মে এবং ধর্ম্ম-হানি হইলে শ্রীভ্রংশ হয়॥ ২॥

অন্যের মুখ হইতেও একটী অশ্লীল বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হ্রীমান্। হ্রীমান্ ব্যক্তি পাপকে অতিমাত্র ঘৃণা করে এবং তাহার সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে

স্বভাবতই ইচ্ছা করে—তাহার শ্রী বর্দ্ধিত হয়। যাহার শ্রী নষ্ট হয় তাহার পক্ষে ঘৃণিত পাপ-পথ সহজ হয়—কল্যাণকর ধর্ম্ম-পথে তাহার বাধা জন্মে এবং অধর্ম্মে পতিত হইয়া শ্রীহীন ও মলিন হয়। অতএব কথাতে ভাবেতে, বেশ বিন্যাসে যত্নপূর্ব্বক শ্রীকে রক্ষা করিবেক ॥ ২ ॥

৯০

অনসূয়ুঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে।
সুখানি ধর্ম্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ ॥ ৩ ॥

গুণেঽপি দোষাবিষ্কারবান্ অসূয়ুঃ ন অসূয়ুঃ 'অনসূয়ুঃ' 'কৃতজ্ঞঃ' কৃতোপকারস্মরণধর্ম্মা 'চ' 'কল্যাণানি চ' শ্রেয়স্করাণি চ কর্ম্মাণি যঃ 'সেবতে' করোতি। সঃ 'নরঃ' 'সুখানি ধর্ম্মম্ অর্থং চ স্বর্গং চ লভতে' ॥ ৩ ॥

যিনি অসূয়া-শূন্য ও কৃতজ্ঞ হয়েন এবং শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন ॥ ৩ ॥

কাহারও গুণের উপর দোষারোপ করিবে না এবং উপকারীর প্রতি হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞ হইবে। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর থাকিবে। তাহা ব্যতিরেকে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায় না, হৃদয় পবিত্র হয় না এবং ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। মনের বিষয় সুখ, সংসারের উন্নতি, আত্মার ধর্ম্ম ও

অনন্ত কালের সদ্গতি এই চতুর্ব্বর্গ মনুষ্যের প্রার্থনীয় পুরুষার্থ॥ ৩॥

৯১

সর্ব্বোদণ্ডজিতোলোকোদুর্লভোহি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভযাৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায কল্পতে॥ ৪॥

'সর্ব্বঃ' 'লোকঃ' 'দণ্ডজিতঃ' দণ্ডেন নিযমিতঃ সন্ সন্মার্গে বর্ত্ততে 'শুচিঃ' স্বভাববিশুদ্ধঃ 'হি' 'নরঃ' 'দুর্লভঃ'। 'হি' অবধারণে 'দণ্ডস্য' এব 'ভযাৎ সর্ব্বং জগৎ' 'ভোগায' ভোগার্থং 'কল্পতে' সমর্থোভবতি॥ ৪॥

সকল লোকই দণ্ড দ্বারা শাসিত হয়; শুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্য অতি দুর্লভ। দণ্ডের ভয়েই সকল ভুবন প্রতিপালিত হইতেছে॥ ৪॥

যখন সকলে দণ্ডভয়ে নয়, কিন্তু সমবেত হইয়া ন্যায়ের প্রেমে, সাধুভাবে, ধর্ম্মের আদেশে ঈশ্বরের উদ্দেশে সংসারের তাবৎ কার্য্য করিতে থাকিবে, তখন এই পৃথিবীতে মনুষ্যের উন্নতি পরাকাষ্ঠা ধারণ করিবে। সে দিন আসিতে এখনো অনেক বিলম্ব, এখনো সাধু লোক অপেক্ষা অসাধু লোকই অধিক; সাধু ব্যবহার অপেক্ষা অন্যায় দণ্ড কমিবেক না। অসাধু ব্যবহারই বিস্তর, অতএব প্রজারা রাজ-

দণ্ডেরই শাসনে অদ্যাপি এই পৃথিবীতে কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম অর্থ সুখভোগ করিতে পাইতেছে ॥ ৪ ॥

৯২

অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনং।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫ ॥

যস্মাৎ 'লোকে' 'অধর্ম্মদণ্ডনং' 'যশোঘ্নং' যশোহন্তৃ 'কীর্ত্তি নাশনং' চ জীবতঃ খ্যাতির্যশঃ মৃতস্য খ্যাতিঃ কীর্ত্তিরিত্যে-তয়োঃ পৃথঙ্‌নির্দ্দেশঃ। 'পরত্র অপি' পরলোকেঽপি 'অস্বর্গ্যং চ' স্বর্গপ্রতিবন্ধকঞ্চ 'তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫ ॥

অন্যায় দণ্ড করিলে ইহ লোকে যশ ও কীর্ত্তি নাশ হয় এবং পর লোকে স্বর্গ-হানি হয়; অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৫ ॥

অন্যায় দণ্ড করিবেক না। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের ন্যায়-রাজ্য বিস্তার করা দণ্ডধারণের উদ্দেশ্য; ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাহার অন্যথাচরণ করিবেক না ॥ ৫ ॥

৯৩

ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং।
ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা ॥৬॥

'লোকে' ভুবনে 'ক্ষমা' 'বশীকৃতিঃ' বশীকরণম্ অবশং বশং করোত্যনয়া। 'ক্ষমা হি পরমং ধনম্'। 'ক্ষমা' 'হি' 'অশক্তানাং' 'গুণঃ' 'শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা'॥ ৬॥

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ॥ ৬॥

সর্ব্বদা ক্ষমাবান্ থাকিবে; বৈরনির্য্যাতনের সংকল্প একবারে পরিত্যাগ করিবে। প্রত্যপকার করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও অন্যাকৃত অপকারে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই যথার্থ ক্ষমার কার্য্য। আমার অপকার হয় হউক, কিন্তু যেন আমা দ্বারা অন্যের অপকার না হয়, এইরূপ কামনা স্বর্গীয় ক্ষমাগুণ হইতে উৎপন্ন হয়॥ ৬॥

৯৪

যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা।
সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥ ৭॥

'শুভং ইচ্ছতা' জনেন 'যথা এব আত্মা' 'পরঃ' 'তদ্বৎ' তথা 'দ্রষ্টব্যঃ'। তস্মাৎ আত্মনঃ পরস্য চ 'সুখদুঃখানি' সুখানি দুঃখানি চ 'তুল্যানি' 'যথাত্মনি তথা পরে'॥ ৭॥

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পরকে

দেখিবেন; কারণ আত্মপর সকলেতেই সুখ দুঃখ সমান॥ ৭॥

অপনার পক্ষে সুখ দুঃখ যেরূপ, অন্যের পক্ষেও সুখ দুঃখ সেইরূপ; অতএব আপনি যাহা প্রার্থনা কর, তাহা অন্যের নিকট হইতে অপহরণ করিও না এবং যাহা আপনার নিকট হইতে দূর করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছ, তাহা অন্যের উপর নিক্ষেপ করিও না। যেমন আপনাকে অন্যের প্রীতিভাজন দেখিলে সুখী হও, সেইরূপ অন্যের প্রতি প্রীতি করিয়া তাহাকে সুখী কর। তুমি যেমন অন্যের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ কর, সেইরূপ অন্যকেও বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করিও না। এইরূপ সকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিবে; কেন না সুখ দুঃখ আপনাতেও যেরূপ অন্যেতেও সেইরূপ। এইরূপ আচরণই কল্যাণ লাভের উপায়॥ ৭॥

৯৫

মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি যঃ পশ্যতি সপশ্যতি॥ ৮॥

'পরদারান্' পরকলত্রাণি 'মাতৃবৎ' মাতেব 'পরদ্রব্যাণি' 'চ' 'লোষ্টবৎ' মৃৎপিণ্ডসমানি। 'আত্মবৎ' স্বোপমানি

'সর্ব্বভূতানি' সর্ব্বপ্রাণিনঃ 'যঃ' 'পশ্যতি' 'সঃ' এব 'পশ্যতি' যাথাতথ্যেনেতি যাবৎ ॥ ৮ ॥

যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্টবৎ ও সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন; তিনিই যথার্থ দেখেন ॥৮॥

পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় দেখিবে এবং মূল্যহীন মৃৎপিণ্ডের প্রতি চিত্ত যেমন নির্লোভ থাকে, সেইরূপ পরদ্রব্যে নির্লোভ হইয়া থাকিবে এবং আপনাকে যেমন প্রীতির সহিত দেখ, সেইরূপ আর সকলকে প্রীতির সহিত দেখিবে ॥ ৮ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

৯৬

অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যাংস্তুষ্টোভবতি দুর্জ্জনঃ ॥ ১ ॥

'যথা হি' 'অন্যান্' 'পরিবদন্' পরীবাদেন অধিক্ষিপন 'সাধুঃ' 'পরিতপ্যতে' পরিতাপান্বিতোভবতি। 'তথা পরিবদন্ অন্যান্ তুষ্টঃ ভবতি দুর্জনঃ' ॥ ১ ॥

অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তুপ্ত হয়েন; দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয় ॥ ১ ॥

যিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন ও মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তিনিই সাধু। তিনি কখন মনুষ্যকে অপবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত হন না, কেন না মনুষ্য তাঁহার প্রিয়। তিনি কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হন এবং প্রীতির সহিত তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করেন; এই জন্য তিনি কাহার সদ্গুণ দেখিলে আনন্দিত হন এবং কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হন; তাঁহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রীতি হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তিনি অন্যের দোষ কাহারও নিকট ঘোষণা করিতে পারেন না। পিতা মাতা যেমন পুত্রকে পুত্র বলিয়াই প্রীতি করেন এই জন্য পুত্রের গুণ দেখিলে সুখী হন ও দোষ দেখিলে হৃদয়ে আঘাত পান; সেইরূপ মনুষ্যকে কেবল মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করিতে শিক্ষা করিবে; তাহা হইলে অন্যের অপবাদে হৃদয় আর আনন্দিত হইবে না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ দেখিয়া ও অন্যের দোষ ঘোষণা করিয়া হৃদয়ে সুখ অনুভব করে, তাহার হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাদৃশ ক্ষুদ্রতার সংশোধন করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবে ॥ ১ ॥

৯৭

বিপত্তিষ্বব্যথোদক্ষোনিত্যমুত্থানবান্নরঃ।
অপ্রমত্তোবিনীতাত্মা নিত্যং ভদ্রাণি পশ্যতি॥২॥

যঃ 'বিপত্তিষু' 'অব্যথঃ' ব্যথারহিতঃ 'দক্ষঃ' কুশলঃ 'নিত্যং' সদা 'উত্থানবান্' উদ্যোগী 'নরঃ'। 'অপ্রমত্তঃ' প্রমাদরহিতঃ 'বিনীতাত্মা' বিনীতস্বভাবঃ সঃ 'নিত্যং' 'ভদ্রাণি' কুশলানি 'পশ্যতি' ॥ ২ ॥

যিনি বিপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, যিনি কর্ম্মদক্ষ, সদা উদ্যোগী, প্রমাদ-রহিত ও বিনীত স্বভাব, তিনি সর্ব্বদা কুশল দর্শন করেন ॥ ২ ॥

যাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নাই, সেই ব্যক্তি বিপৎকালে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়ে। অতএব যোদ্ধারা যেমন সংকট-সংকুল যুদ্ধক্ষেত্রে অব্যাকুল চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি শিক্ষা করে, সেইরূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে থাকিবে। তাহা হইলে যতই বিপদ উপস্থিত হউক, একবারে হতবুদ্ধি করিতে পারিবে না। ঈশ্বর যে ক্ষমতা দিয়াছেন, দিন দিন তাহার বৃদ্ধি করিয়া অধিকাধিক দক্ষতা উপার্জন করিতে থাকিবে। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতি-নিয়ত উদ্যমশীল থাকিবে। মত্ততা ও অন্যমনস্কতা পরি-

ত্যাগ করিয়া অভিনিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখিবে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তুমি একটী পদও নিক্ষেপ করিতে পার না; শরীর মন আত্মা বল বুদ্ধি সমুদায়ই তাঁহার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব তাঁহাকে সকলের মূল জানিয়া অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হইবে ॥ ২ ॥

৯৮

বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজনঃ সপরিচ্ছেদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে ॥৩॥

'বহবঃ' 'রাজানঃ' 'অবিনয়াৎ' অবিনয়বশাৎ 'সপরিচ্ছদাঃ' হস্ত্যশ্বরথপাদাতকোষাদিপরিচ্ছদযুক্তা অপি 'নষ্টাঃ' প্রাণেভ্যো বিযুক্তাঃ। কিন্তু 'বনস্থাঃ অপি' সহায়মাত্রহীনা অপি বহবঃ 'বিনয়াৎ' 'রাজ্যানি' নাম্নানি 'প্রতিপেদিরে' প্রাপ্তবন্তঃ। তস্মাৎ সর্ব্বেণ বিনয়িনা ভাব্যমিত্যুপদেশরহস্যম্ ॥ ৩ ॥

অবিনয়-দোষে অশ্ব রথাদি বহু-পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট অনেক রাজাও নষ্ট হইয়াছেন। অনেকে বনবাসী হইয়াও বিনয়গুণে রাজ্য লাভ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

বিনয়ী ব্যক্তিই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হন এবং বিনয়ী ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। বিনয়হীন

ব্যক্তি সকলেরই বিদ্বিষ্ট হয়। যদি সম্পত্তি থাকে, বিনয়ী হইলে তাহার শোভা বৃদ্ধি হইবে; যদি বিপত্তি হয়, বিনয়-গুণে তাহা হইতে মুক্তি লাভ হইবে। অতএব ঈশ্বর অন্তরে যে সকল সদ্গুণ প্রদান করিবেন, এবং বাহিরে যে সকল সৌভাগ্য প্রদান করিবেন, তাহার নিমিত্ত এক দিনও অহং-কার করিবে না॥ ৩॥

৯৯

যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মন
তৎ প্রযত্নেন কুর্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ॥ ৪॥

'যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ' 'অস্য' কর্ম্মানুষ্ঠাতুঃ 'অন্তরাত্মনঃ' ক্ষেত্রজ্ঞস্য 'পরিতোষঃ' 'স্যাৎ'। 'তৎ' কর্ম্ম 'প্রযত্নেন' যত্নাতিশযেন 'কুর্বীত' কুর্য্যাৎ। 'বিপরীতং তু' এতস্য 'বর্জ্জয়েৎ' শ্রেয়োঽর্থী চেৎ॥ ৪॥

যে কর্ম্ম করিলে আত্ম-প্রসাদ হয়, অতি যত্নপূর্ব্বক তাহা করিবেক; তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করি-বেক।৪॥

অন্তরাত্মার পরিতোষ—আত্মপ্রসাদ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অব্যর্থ ফল; আত্ম-প্রসাদেই ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভূত হয়; আত্মা প্রসন্ন থাকিলে আর সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান

ব্যতীত আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। বিষয়-সুখে মন সুখী হইতে পারে ; কিন্তু আত্মাতে যদি গ্লানি থাকে, তাহা হইলে রাশীকৃত বিষয়সুখও ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখিবে এবং যাহাতে আত্মপ্রসাদের হানি হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৪ ॥

১০০

ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তোভবতি তৎ পুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥৫॥

অপি চ 'ধর্ম্মকার্য্যং' সম্পাদয়িতুং 'শক্ত্যা' 'যতন্' প্রযত্নং কুর্ব্বন্ 'চেৎ' যদি 'মানবঃ' 'নো' ন 'প্রাপ্নোতি'। তদা 'তৎ পুণ্যং' তস্য ধর্ম্মস্য ফলং 'প্রাপ্তঃ ভবতি'। 'অত্র' 'মে' মম 'সংশয়ঃ' 'ন অস্তি' ॥ ৫ ॥

মনুষ্য স্বসাধ্যমত কোন ধর্ম্ম-কার্য্য সাধনে যত্ন করিয়াও যদি কৃতকার্য্য না হন, তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণ্য লাভ করেন ; ইহাতে আমার সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিবে। সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও, পুণ্যলাভ হইবে। ঈশ্বরের অশেষ কার্য্য কে কতদূর সম্পন্ন করিল, ঈশ্বর তাহা গণনা করেন না, তিনি যাহাকে যে

শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে তাহা অকপটে নিয়োগ করুক, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তাহা হইলেই তিনি তাহাকে কৃতকৃত্য করেন ॥ ৫ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

১০১

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং ॥১॥

'ইন্দ্রিয়াণাং' 'বিষয়েষু' 'অপহারিষু' অপহরণশীলেষু 'বিচরতাং' বর্ত্তমানানাং "সংযমে' 'বিদ্বান্' 'যত্নম্' 'আতিষ্ঠেৎ' কুর্য্যাৎ 'যন্তা ইব' সারথিরিব 'বাজিনাং' রথনিযুক্তানামশ্বানাম্ ॥ ১ ॥

সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, তদ্রূপ মোহময় বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকলের সংযমে জ্ঞানী ব্যক্তি যত্ন করিবেন ॥ ১ ॥

যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গোচরে উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণে অসদ্ভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়গণকে তাদৃশ অপবিত্র বিষয়ে বিনিয়োগ করিবেক না। পবিত্র বিষয় উপভোগ দ্বারা

ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করিয়া অহরহঃ জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবেক ॥ ১ ॥

১০২

ইন্দ্রিযাণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীযতে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বাযুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ২ ॥

যস্মাৎ 'ইন্দ্রিযাণাম্' অবশীকৃতানাং 'হি' 'চরতাং' স্বচ্ছন্দং বিষযেষু গচ্ছতাং 'যৎ' যদি 'মনঃ' 'অনুবিধীযতে' অনুকূলং ভবতি তদা 'তৎ' মনঃ 'অস্য' পুরুষস্য 'প্রজ্ঞাং' জ্ঞানং 'হরতি'। কথমিব 'অম্ভসি' সমুদ্রাদিজলে প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য 'নাবং' নৌকাং 'বাযুঃ ইব' ॥ ২ ॥

মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়-সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে, ঐ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে ॥ ২ ॥

যখন যে প্রবৃত্তি উঠে, তাহাতেই ইন্দ্রিয়দিগকে বিচরণ করিতে দিবে না; কিন্তু আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের আদেশে মনকে সুশিক্ষিত ও বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিবেক। যদি মন বশীভূত থাকে, তাহা হইলে অপবিত্র বিষয় সকল ইন্দ্রিয়-পথে উপস্থিত হইলেও মনুষ্যকে পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। যখন প্রলোভন-সংকুল সংসারে

অবস্থান করিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, তখন মনকে দমন করিতে না পারিলে পদে পদেই বিপদ ঘটিয়া উঠিবে। মন ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল হইলে মনুষ্য হতচেতন হইয়া পাপমোহে নিমগ্ন হয় ॥ ২ ॥

১০৩

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৩ ॥

কিমিন্দ্রিয়সংযমেন বিষয়োপভোগাদেব লব্ধকামোনির্বৎস্যতি ইত্যাশঙ্ক্যাহ। 'জাতু' কদাচিদপি 'কামানাং' বিষয়াণাম্ 'উপভোগেন' 'কামঃ' অভিলাষঃ 'ন' 'শাম্যতি' শমং নোপৈতি। কিন্তু 'ভূয়এব' অধিকাধিকমেব 'অভিবর্দ্ধতে' বৃদ্ধিমেতি। 'হবিষা' ঘৃতেন 'কৃষ্ণবর্ত্মা' অগ্নিঃ 'ইব'। প্রাপ্তভোগস্যাপি প্রতিদিনং তদধিকভোগবাঞ্ছাদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না; প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে ॥ ৩ ॥

বিষয়ভোগ পরিতৃপ্ত হইলেই ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে সংযত হইয়া আসিবে অতএব যত্নপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সংযমে প্রয়োজন নাই "এরূপ মনে করিবেক না; যতই বিষয়ভোগ

করিবে, বিষয় ভোগের কামনা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, অন্তঃকরণ ততই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিবে। অতএব কদাপি ইন্দ্রিয়-দমনে ও মনঃসংযমে শৈথিল্য করিবেক না ॥ ৩ ॥

১০৪

ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্ ।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্ ॥৪॥

একেন্দ্রিয়াসংযমোঽপি মহান্ ব্যতিকরইত্যাহ। 'সর্ব্বেষাম্' 'ইন্দ্রিয়াণাং তু' মধ্যে 'যদি একম্' 'ইন্দ্রিয়ং' 'ক্ষরতি' বিষয়প্রবণং ভবতি। 'তেন' দ্বারভূতেন 'অস্য' বিষয়পরস্য মানবস্য 'প্রজ্ঞা' বুদ্ধিঃ 'ক্ষরতি' ইন্দ্রিয়ান্তরৈর্নাবতিষ্ঠতে। অত্র দৃষ্টান্তঃ 'দৃতেঃ পাত্রাৎ' চর্ম্মনির্ম্মিতোদকভাজনাৎ 'উদকম্' 'ইব'। যথৈকদেশস্থিতেন ছিদ্রেণ সর্ব্বস্তমেব স্রবতি এবমেকেন্দ্রিয়াসংযমবিবরেণ সমস্তমেব প্রজ্ঞাগুহং জ্ঞানামৃতং ক্ষরতীতি সাম্যম্ ॥ ৪ ॥

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধিভ্রংশ হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের একমাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদায় জল নিঃসৃত হইয়া যায় ॥ ৪ ॥

অপবিত্র বিষয়, অনেক ইন্দ্রিয়দ্বারাই হউক, আর এক

ইন্দ্রিয়দ্বারাই হউক, অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া অপবিত্র কামনা উৎপন্ন করিলেই মনুষ্যের পতন হয়; অতএব কোন ইন্দ্রিয়কেই যথেচ্ছ রূপে বিষয় ভোগ করিতে অবসর প্রদান করিবেক না ॥ ৪ ॥

১০৫

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ ॥ ৫ ॥

ইদানীমিন্দ্রিয়সংযমোপায়মাহ। 'এতানি' ইন্দ্রিয়াণি 'বিষয়েষু' 'প্রজুষ্টানি' প্রসক্তানি 'অসেবয়া' নিতান্তবিষয়াসেবনেন 'নিত্যশঃ' সর্ব্বদা 'সংনিয়ন্তুং' 'তথা' 'ন' 'শক্যন্তে' 'যথা' 'জ্ঞানেন'। তস্মাদুক্তোপায়েন, বিবেকিভিরিন্দ্রিয়গণনাং সংযমঃ কর্ত্তব্য ইতি বাক্যার্থঃ ॥ ৫ ॥

যেমন জ্ঞানের আদেশে যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না ॥ ৫ ॥

বিষয়-সুখের আস্বাদন একবারে পরিত্যাগ করিলেই ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় না। বিবেক সহকারে হেয়োপাদেয় পৃথক্ করিয়া হেয় বিষয় পরিত্যাগ ও উপাদেয় বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিবেক ॥ ৫ ॥

১০৬

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদাহ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্ ॥ ৬॥

প্রমদয়ন্তি পুরুষান্ ইতি 'প্রমদাঃ' স্ত্রিয়স্তাঃ 'লোকে' 'অবিদ্বাংসং' 'পুনঃ' 'বিদ্বাংসম্ অপি বা' 'কামক্রোধবশানুগং' কামক্রোধবশানুযায়িনং পুরুষং 'উৎপথম্' উৎচ্ছৃঙ্খলতাং 'নেতুং' প্রাপয়িতুম্ 'অলং' সমর্থাঃ ॥ ৬ ॥

এ সংসারে কাম-ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি অবিদ্বান্ হউক, বা বিদ্বানই হউক, কামিনীগণ তাহাকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬ ॥

কেবল বিদ্যা থাকিলেই জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকলের অধীন হইয়া চলেন, তিনি বিদ্বানই হউন, বা মূর্খই হউন, তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আন্তরিক রিপুগণকে স্ববশে আনয়ন করিবেক ॥ ৬ ॥

১০৭

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্ ॥ ৭ ॥

অতএব 'ইন্দ্রিয়গ্রামং' বহিরিন্দ্রিয়গণং 'বশে কৃত্বা' 'তথা' 'মনঃ' 'চ' 'সংযম্য' 'সর্ব্বান্' 'অর্থান্' পুরুষার্থান্ 'সংসাধয়েৎ'

'যোগতঃ' উপায়েন 'তনুং' স্বদেহঞ্চ 'অক্ষিণ্বন্' অপীড়য়ন্ সন্ ॥ ৭ ॥

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক ॥ ৭ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ।

সমাপ্তশ্চায়ং ব্রাহ্মধর্ম্মঃ।